বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা

মো: এনামুল হক
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি: নং- ৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩ খ্রি: (নতুনভাবে)
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচ.ডি) ডিগ্রির জন্য জমাকৃত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
মোহাম্মদ মহিউদদীন, পিএইচ.ডি
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জমাদানের তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি:

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা

মো: এনামুল হক
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি: নং- ৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩ খ্রি: (নতুনভাবে)
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচ.ডি) ডিগ্রির জন্য জমাকৃত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
মোহাম্মদ মহিউদদীন, পিএইচ.ডি
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জমাদানের তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছি যে, 'বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

মো: এনামুল হক
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি: নং- ৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩ খ্রি: (নতুনভাবে)
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, পিএইচ.ডি লাভের উদ্দেশ্যে মো: এনামুল হক কর্তৃক দাখিলকৃত 'বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত তাঁর একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে অন্য কোনো গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং তা পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

মোহাম্মদ মহিউদদীন, পিএইচ.ডি
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনপত্র

মো: এনামুল হক কর্তৃক লিখিত 'বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হলো।

মোহাম্মদ মহিউদদীন, পিএইচ.ডি
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতামহ

মরহুম মো: আবুল কাশেম সোনার,

আমার জান্নাতবাসিনী পরম শ্রদ্ধাভাজনীয়া মাতামহী

মরহুমা মোসা: গুলজান বিবি Í

যাদের হাতে গড়া আমার সমস্ত বোধ ও অস্তিত্ব,

যার উপর নির্মিত আমার আমিত্ব ও ব্যক্তিত্ব

তাদের উদ্দেশ্যে Í

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অবশেষে 'বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পাদিত হলো। এজন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমাকে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার শক্তি, ধৈর্য ও সামর্থ্য দান করেছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং বর্তমান গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ মহিউদদীন, পিএইচ.ডি, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-র নিকট। গবেষণাকালীন তাঁর তত্ত্বাবধান, সুপরামর্শ, সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ছাড়া এ গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। ব্যবস্থাপনা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী, বিশেষ করে ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান, ড. ইফতেখার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে গবেষণার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন, আমি তাঁদের নিকটও চিরকৃতজ্ঞ।

পিএইচ.ডি. করার জন্য আমাকে উৎসাহ ও সুপরামর্শ দিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আলহাজ্ব মো: কফিল উদ্দিন সোনার, সাবেক সংসদ সদস্য, নওগাঁ-৪, আমার গর্ভধারিণী মা মোছা: হাজেরা খাতুন এবং আমার আর এক মা মোছা: মাজেদা খাতুন, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মো: আব্দুর রাজ্জাক সরদার, আমার শ্বাশুড়ী মোছা: ইফতেখারুন নেছা মিনা, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এস.এম. রেজাউল হক ও তাঁর সহধর্মিণী মোছা: মনোয়ারা হক ও আমার পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজন এবং শুভানুধ্যায়ী – তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমার প্রিয়তমা সহধর্মিণী রুমেনা পারভীন, আমার প্রিয় সন্তান মোহাম্মদ ইফতেখার এনাম সাদি সার্বক্ষণিক আমার সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তারা আমার জন্য যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে তা আমি কেবল মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করতে পারি, ভাষা দিয়ে তার বর্ণনা সম্ভব নয়। এর মধ্যেই গত ৩রা অক্টোবর ২০১৫ তারিখে জন্ম নিল আমার দ্বিতীয় পুত্র রাগিব ইশরাক। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি গবেষণা এলাকার সকল উত্তরদাতা, কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপকারভোগীদের প্রতি যারা উদারভাবে তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন। আমার সঙ্গে এ গবেষণাকর্মে সহযোগিতায় ছিলেন এস.এম. আল এমরান, মোহাম্মদ ইসাহাক, মো: রাসেল, মো: রবিউল ইসলাম। এছাড়া গবেষণায় তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণে পরিসংখ্যানগত সহযোগিতা প্রদান করেছেন মোহাম্মদ আকবর কবির, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং মো: মজিবুর রহমান। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শেখ হাসিনা জাতীয় যুব

কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক ও আমার বন্ধু ড. মো: কাজী শহিদুল ইসলাম এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ সালাউদ্দিন-কে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল জনাব জিল্লুর রহমান সাহেবের প্রতি এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি এবং তৎসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ যারা আমাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন এবং এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন – তাদের প্রতি।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পেশাগত জীবনের সকল সহকর্মীবৃন্দের প্রতি বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় জনাব মো: আকতারচ্জামান সাহেবের প্রতি, জনাব মোজাহার হোসেন সাহেব, সাবেক জেলা জজ, জনাব আলতাফ হোসেন সাহেবসহ বন্ধুবর মো: নূরচ নবী বুলবুল, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। এছাড়া কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট কাজে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন বসু দেব রায় – আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের যুবসমাজকে সফল আত্মকর্মী হতে যদি কার্যকরভাবে 'ইনপুট' দিতে সক্ষম হয়, তাহলেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করবো।

মো: এনামুল হক
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি: নং- ৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩ খ্রি: (নতুনভাবে)
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ - ভূমিকা		১-১৭
১.০১	গবেষণার পটভূমি	১
১.০২	সবচেয়ে বড় শক্তি এবং সক্রিয় অংশ হিসেবে যুব সমাজ	১
১.০৩	দেশে দেশে সংঘটিত বিপ্লব, আন্দোলন ও সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকায়	২
১.০৪	বাংলাদেশে যুব সমাজের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা	২
১.০৫	জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাস প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান একটি দেশ বাংলাদেশ	২
১.০৬	বোনাসের ফসল আহরণে ব্যর্থতার স্বরূপ	৩
১.০৭	শরীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যুব সমাজ	৫
১.০৮	যুব সমাজের মধ্যে বিদ্যমান বেকারত্ব-কর্মহীনতার স্বরূপ	৫
১.০৯	যুব সমাজের মধ্যে বিরাজমান ছদ্মবেশী বেকারত্ব	৭
১.১০	অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমশক্তির আধিক্য	৮
১.১১	শিক্ষিত বেকারত্বের উচ্চহার	১০
১.১২	প্রতিটি যুব রূপান্তরিত হোক মানবসম্পদে	১১
১.১৩	সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা	১১
১.১৪	রাষ্ট্রের ভূমিকা	১২
১.১৫	বিপদগামী যুবদের জন্য প্রয়োজন প্রতিরক্ষা বেষ্টনী	১৩
১.১৬	উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজকে সম্পৃক্তকরণে বিশ্বব্যাপী তৎপরতা	১৪
১.১৭	প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত তথা গবেষণা সমীক্ষা	১৪
১.১৮	এ যাবৎ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পালিত ভূমিকা	১৫
১.১৯	বক্ষমাণ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়	১৫
১.২০	গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of the Study)	১৬
১.২১	গবেষণার যৌক্তিকতা	১৬

	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)		১৮-৩৩
২.০১	গবেষণার প্রকৃতি	১৮
২.০২	সমগ্রক: যুব	১৮
২.০৩	সমগ্রক: কর্মকর্তা	১৯
২.০৪	নমুনার একক	১৯
২.০৫	নমুনার আকার	২০
২.০৬	নমুনায়ন পদ্ধতি	২১
২.০৭	তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি	২৩
২.০৮	গবেষণার নির্দেশক/নির্ধারকসমূহ	২৩
২.০৯	গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়সমূহ (Concepts)	২৪
২.১০	তথ্য টেবুলেশন	৩২
২.১১	তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি	৩২
২.১২	তথ্য উপস্থাপন	৩২
২.১৩	কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ব্যবহার	৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)		৩৪-৬২
৩.০১	ভূমিকা	৩৪
৩.০২	যুব উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক মাল্টিডিসিপ্লিনারী বিষয়	৩৪
৩.০৩	বক্ষমাণ পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য সংকলন	৩৫
৩.০৪	১৯৭০ এবং আশির দশকে প্রকাশিত/সম্পাদিত গবেষণা/সাহিত্য	৩৫
৩.০৫	১৯৯০ এর দশকে প্রকাশিত/সম্পাদিত গবেষণা/সাহিত্য	৪৪
৩.০৬	একবিংশ শতাব্দীর শুরচতে প্রকাশিত/সম্পাদিত গবেষণা/সাহিত্য	৫০
৩.০৭	ব্যবস্থাপনা বিশেষতঃ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থের পর্যালোচনা	৬০

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ			পৃষ্ঠা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর: প্রেক্ষাপট ও কর্মসূচি			৬৩-১০২
৪.০১	ভূমিকা		৬৩
৪.০২	বাংলাদেশের জাতীয় যুবনীতি ২০০৩		৬৪
	৪.০২.০১	ভূমিকা	৬৪
	৪.০২.০২	জাতীয় যুবনীতির উদ্দেশ্যাবলী	৬৫
	৪.০২.০৩	জাতীয় যুবনীতিতে যুবদের সমস্যা	৬৬
	৪.০২.০৪	জাতীয় যুবনীতিতে যুবদের অধিকার	৬৭
	৪.০২.০৫	যুব সমস্যা সমাধানে জাতীয় যুবনীতির গুরচত্ব	৬৭
	৪.০২.০৬	জাতীয় যুবনীতিতে যুবদের দায়িত্ব	৬৮
	৪.০২.০৭	জাতীয় যুবনীতিতে যুব কার্যক্রম	৬৯
	৪.০২.০৮	জাতীয় যুবনীতির বাস্তবায়ন কৌশল	৭১
	৪.০২.০৯	জাতীয় যুবনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি	৭৪
	৪.০২.১০	জাতীয় যুবনীতির বাস্তবায়ন কৌশল, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	৭৪
	৪.০২.১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন	৭৫
	৪.০২.১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন	৭৫
৪.০৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচিসমূহ		৭৬
৪.০৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি		৭৬
	৪.০৪.০১	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ	৭৭
	৪.০৪.০২	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ	৭৮
	৪.০৪.০৩	এক নজরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তুলনামূলক চিত্র	৭৯
৪.০৫	প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ		৮০

Dhaka University Institutional Repository

	বিবরণ	পৃষ্ঠা
৪.০৬	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১
৪.০৬.০১	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	৮২
৪.০৭	বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ..	৮৩
৪.০৭.০১	বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	৮৪
৪.০৮	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র	৮৫
৪.০৮.০১	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	৮৬
৪.০৯	দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি	৮৮
৪.০৯.০১	পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৮৮
৪.০৯.০২	যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	৯০
৪.১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত ঋণদান কর্মসূচি	৯২
৪.১১	উপজেলা (সাবেক থানা) সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প	৯২
৪.১২	প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সাফল্য	৯৩
৪.১৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর্মসূচি	৯৪
৪.১৩.০১	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি	৯৪
৪.১৩.০২	যুব সংগঠন তালিকাভুক্তিকরণ ও অনুদান	৯৪
৪.১৩.০৩	বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) প্রতি আনুকূল্য	৯৪
৪.১৩.০৪	যুব প্রেরণা, প্রকাশনা ও পুরস্কার প্রকল্প	৯৫
৪.১৩.০৫	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেল্‌থ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো ইয়ুথ ক্লাবস্ প্রকল্প	৯৬
৪.১৪	শুরচ থেকে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত যুব কার্যক্রমের অগ্রগতি	৯৬
৪.১৫	যুবদের সার্বিক উন্নয়নে উন্নত দেশসহ এতদ্‌ঞ্চলের বিভিন্ন দেশে চলমান কতিপয় কর্মসূচি	৯৭
৪.১৫.০১	আমেরিকায় পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি	৯৮
৪.১৫.০২	ভারতে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	৯৮

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ		পৃষ্ঠা
৪.১৫.০৩	শ্রীলংকায় পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	৯৯
৪.১৫.০৪	পাকিস্তানে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	১০০
৪.১৫.০৫	ভুটানে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	১০০
৪.১৫.০৬	মালদ্বীপে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	১০০
৪.১৫.০৭	নেপালে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	১০১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত জনবল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা		১০৩-১০৯
৫.০১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল ও বরাদ্দ	১০৩
৫.০২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	১০৪
৫.০৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য	১০৫
৫.০৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর বিশদ পর্যালোচনা	১০৬
৫.০৫	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের সাংগঠনিক কাঠামো	১০৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ		১১০-১৬৬
৬.০০	ভূমিকা	১১০
(ক)	যুবদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ	১১০
৬.০১	যুবদের বয়সসীমা	১১০
৬.০২	যুবদের শিক্ষাগত পটভূমি	১১১
৬.০৩	শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে প্রশিক্ষণের যথার্থতা	১১২
৬.০৪	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও প্রাপ্ত উপকারের ধরন	১১৪
৬.০৫	ট্রেডভিত্তিক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং উপকারের ধরন	১১৬
৬.০৬	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব কর্তৃক পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধকরণের ধরন এবং তার প্রভাব	১১৮
৬.০৭	যুবগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ পূর্ব-পেশার প্রকৃতি ও অর্জিত আয় ...	১২০

Dhaka University Institutional Repository

	বিবরণ	পৃষ্ঠা
৬.০৮	যুবগণ কর্তৃক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের কারণ	১২৩
৬.০৯	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গৃহীত ঋণের ধরন ও পরিমাণ	১২৫
৬.১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ গ্রহণ না করার কারণ	১২৭
৬.১১	প্রশিক্ষণ পূর্ব মাসিক আয় এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত ঋণের ধরন	১২৯
৬.১২	বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার	১২৯
৬.১৩	গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং তার মাধ্যমে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন	১৩১
৬.১৪	গৃহীত ঋণ পরিশোধের হার	১৩৩
৬.১৫	যুবদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১৩৫
৬.১৬	যুব সমাজের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়াবলী	১৩৬
(খ)	কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ	১৩৮
৬.১৭	ভূমিকা	১৩৮
৬.১৮	কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োগ	১৩৮
৬.১৯	কর্মকর্তাগণের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োগ ক্ষেত্র	১৪০
৬.২০	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিভিন্নতার কারণে যুবদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণে তারতম্য ঘটে কি–না সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত	১৪১
৬.২১	বিদ্যমান কর্মসূচি ছাড়াও আরও কি কি কর্মসূচি চালু করা বাঞ্ছনীয় সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের মতামত	১৪৩
৬.২২	প্রশিক্ষণ শেষে যুবগণ কর্তৃক আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত না হওয়ার কারণ এবং অংশগ্রহণের হার	১৪৪
৬.২৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত	১৪৭
৬.২৪	ঋণ আদায়ের শতকরা হার ও অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত	১৪৮
৬.২৫	ঋণ বিতরণের পর বিশেষজ্ঞ/কারিগরি সহায়তা না দেয়ার কারণ	১৪৯
৬.২৬	চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা	১৫০

Dhaka University Institutional Repository

	বিবরণ	পৃষ্ঠা
৬.২৭	প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ	১৫২
৬.২৮	কর্মসূচিগুলোর অর্জিত সফলতার হার	১৫৩
৬.২৯	কর্মসূচিগুলোর নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ	১৫৫
৬.৩০	কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপ	১৫৬
(গ)	৭টি কেস স্টাডি	১৫৮
৬.৩১	কেস স্টাডি-১	১৫৮
৬.৩২	কেস স্টাডি-২	১৫৯
৬.৩৩	কেস স্টাডি-৩	১৫৯
৬.৩৪	কেস স্টাডি-৪	১৬০
৬.৩৫	কেস স্টাডি-৫	১৬১
৬.৩৬	কেস স্টাডি-৬	১৬২
৬.৩৭	কেস স্টাডি-৭	১৬৪
৬.৩৮	কেস স্টাডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল	১৬৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ - উপসংহার, সমস্যাবলী এবং সুপারিশসমূহ		১৬৭-১৭১
৭.০০	ভূমিকা	১৬৭
৭.০১	সমস্যাবলী	১৬৮
৭.০২	সুপারিশসমূহ	১৭০

সংযোজনী-১:	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের তালিকা	১৭২
সংযোজনী-২:	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের তালিকা	১৭৩
সংযোজনী-৩:	নমুনায়ন সমীকরণের সাহায্যে যুবকদের সংখ্যা নির্ধারণ.....	১৭৪
সংযোজনী-৪:	তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত উপকারভোগীদের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা	১৭৫-১৭৭
সংযোজনী-৫:	তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা	১৭৮-১৮০
গ্রন্থপঞ্জি		১৮১-১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর তালিকা

বিবরণ পৃষ্ঠা

সারণী-০১: বাংলাদেশের যুবসমাজের তুলনামূলক চিত্র ৩

সারণী-০২: মৌলিক শ্রমশক্তি এবং কর্মসংস্থান (মিলিয়ন) ৯

সারণী-০৩: যুবদের সমগ্রক ১৮

সারণী-০৪: কর্মকর্তাদের সমগ্রক ১৯

সারণী-০৫: কর্মসূচিভিত্তিক বাছাইকৃত যুবদের নমুনার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ২০

সারণী-০৬: কর্মসূচিভিত্তিক বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নমুনার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ২০

সারণী-০৭: বয়স অনুসারে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ১১১

সারণী-০৮: শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে যুবসমাজের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ১১২

সারণী-০৯: শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে প্রশিক্ষণ যথার্থ কি—না সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের প্রদত্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ১১৩

সারণী-১০: প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুসারে যুবরা কি ধরনের উপকার যুবেরা পেয়েছেন তার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ১১৪

সারণী-১১: ট্রেড অনুসারে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবরা যে ধরনের উপকার পেয়েছেন ১১৬

সারণী-১২: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে প্রশিক্ষণ লাভে উদ্বুদ্ধকরণের ধরন এবং পরবর্তীতে সেইসব সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণের প্রকৃতি ১১৯

সারণী-১৩: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করার পূর্ব-পেশার প্রকৃতি এবং অর্জিত আয়ের পরিমাণ ১২১

সারণী-১৪: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির পর বর্তমান পেশার প্রকৃতি এবং অর্জিত আয়ের পরিমাণ ১২২

সারণী-১৫: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতিরেকে অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করার কারণ ১২৪

সারণী-১৬: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গৃহীত ঋণ, ঋণের ধরন ও তার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য ১২৫

সারণী-১৭: ঋণের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে যুবদের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ১২৬

সারণী-১৮: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের ঋণ না নেয়ার কারণসমূহের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন (পূর্বের পারিবারিক আয় অনুসারে) ১২৮

সারণী-১৯: প্রাপ্ত ঋণ ও বিভিন্ন খাতে ঋণের ব্যবহার ১৩০

সারণী-২০: গৃহীত ঋণের পরিমাণ অনুসারে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ধরন ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সারণী-২১: গৃহীত ঋণের পরিমাণ অনুসারে ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত তথ্যাদির সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন	১৩৪
সারণী-২২: বর্তমান পেশার প্রকৃতি অনুসারে ভবিষ্যত পরিকল্পনার ধরন	১৩৬
সারণী-২৩: যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের প্রদত্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন	১৩৭
সারণী-২৪: কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় এবং সেই সব প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে কি–না সেই বিষয়ে প্রদত্ত মতামত	১৩৯
সারণী-২৫: কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় এবং সেই সব প্রশিক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হচ্ছে অথবা একেবারেই প্রয়োগ হচ্ছে কি–না সে বিষয়ে প্রাপ্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন	১৪০
সারণী-২৬: শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতি প্রশিক্ষণ গ্রহণে তারতম্য ঘটে কি–না সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত	১৪২
সারণী-২৭: বিদ্যমান কর্মসূচি ছাড়াও অতিরিক্ত আর কি কি কর্মসূচি চালু করা যায় সে বিষয়ে কর্মকর্তাগণের অভিমত	১৪৪
সারণী-২৮: প্রশিক্ষণ শেষে যুবসমাজ কর্তৃক আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ না করার কারণ সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত	১৪৫
সারণী-২৯: কর্মকর্তাদের মতামত অনুসারে যুবসমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণের হার...	১৪৬
সারণী-৩০: প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে যুবদেরকে যে পরিমাণ ঋণ দেয়া হচ্ছে তা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন আছে কি–না, থাকলে কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সে বিষয়ে কর্মকর্তাগণের মতামত	১৪৭
সারণী-৩১: কর্মকর্তাদের মতামত অনুসারে ঋণ আদায়ের শতকরা হার অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ	১৪৮
সারণী-৩২: ঋণ দেয়ার পর যে ধরনের বিশেষজ্ঞ/কারিগরি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন তা না দেয়া হয়ে থাকলে এর পেছনে কি কি কারণ বিদ্যমান	১৫০
সারণী-৩৩: চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের মতামত ..	১৫১
সারণী-৩৪: প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের মতামত	১৫৩
সারণী-৩৫: কর্মসূচির বিভিন্নতা অনুসারে এগুলোর অর্জিত সফলতার হার সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত	১৫৪
সারণী-৩৬: কর্মসূচিতে নির্ধারিত লক্ষসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে কর্মকর্তাদের মতামত ...	১৫৫
সারণী-৩৭: কর্মসূচিগুলো আরও ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত	১৫৭

চিত্রের তালিকা

বিবরণ পৃষ্ঠা

চিত্র-০১: যুবসমাজের জন্য নেতিবাচক ঘটনা প্রবাহসমূহ ৪

চিত্র-০২: সাত বিভাগের রেমিট্যান্স ব্যয় (%) ৬

চিত্র-০৩: খাতভিত্তিক বিনিয়োগের তুলনামূলক চিত্র ৬

চিত্র-০৪: যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭

চিত্র-০৫: বয়স অনুসারে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন ১১১

চিত্র-০৬: যুব সমাজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১১২

চিত্র-০৭: শিক্ষার সঙ্গে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ যথার্থ কি? ১১৪

চিত্র-০৮: প্রাপ্ত উপকারের ধরন ১১৫

চিত্র-০৯: ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ধরন ১১৭

চিত্র-১০: পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে প্রশিক্ষণ লাভে উদ্বুদ্ধকরণের ধরন এবং সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণের প্রকৃতি ১১৯

চিত্র-১১: প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে পেশাগত পরিবর্তন ১২১

চিত্র-১২: প্রশিক্ষণ লাভের কারণে আয়ের পরিবর্তন ১২২

চিত্র-১৩: ঋণের উৎস ও ঋণ গ্রহণের কারণ ১২৫

চিত্র-১৪: গৃহীত ঋণ সম্পর্কিত তথ্য ১২৬

চিত্র-১৫: ঋণের ধরন ও তার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য ১২৭

চিত্র-১৬: যদি ঋণ না নিয়ে থাকেন তবে কেন? ১২৮

চিত্র-১৭: কোন্ কোন্ খাতে ঋণ নিয়েছেন? ১৩১

চিত্র-১৮: আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ধরন ১৩৩

চিত্র-১৯: ঋণ ঠিকমত পরিশোধ করে কিনা? ১৩৪

চিত্র-২০: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৩৬

চিত্র-২১: যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের প্রদত্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন . ১৩৮

চিত্র-২২: প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে কি-না? ১৩৯

বিবরণ পৃষ্ঠা

চিত্র-২৩: কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হচ্ছে ১৪১

চিত্র-২৪: প্রশিক্ষণের বিষয় ১৪৩

চিত্র-২৫: প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে (শতকরা হার) ১৪৪

চিত্র-২৬: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্মনিয়োগ না করার কারণ ১৪৫

চিত্র-২৭: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণের হার ১৪৬

চিত্র-২৮: ঋণ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি? ১৪৭

চিত্র-২৯: অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ ১৪৯

চিত্র-৩০: বিশেষজ্ঞ/কারিগরি সহায়তা প্রদান না করার পেছনে কি কি কারণ বিদ্যমান ১৫০

চিত্র-৩১: প্রতিবন্ধকতা ১৫২

চিত্র-৩২: প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? ১৫৩

চিত্র-৩৩: কর্মসূচিভেদে অর্জিত সফলতার হার ১৫৫

চিত্র-৩৪: সরকারের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার কারণ ১৫৬

চিত্র-৩৫: কর্মসূচিগুলো আরও ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত (শতকরা হার) ১৫৭

ভূমিকা ও পটভূমি

যে কোন জাতির জন্য এই যুব শক্তি হলো সবচেয়ে বড় শক্তি। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে যুবসমাজ হলো সক্রিয় অংশ যারা একটি জাতির সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের মধ্যে রয়েছে অমিত সম্ভাবনা, অফুরন্ত শক্তি ও সৃজনশীলতার আধার। এই বিশাল যুব শক্তি উপযুক্ত হাতিয়ার পেলেই বীর যোদ্ধার মতো নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতাকে প্রমাণ করে দেখাতে পারে। এ পৃথিবীতে এ যাবৎ যত প্রগতিশীল আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই নেতৃত্ব দিয়েছে যুবসমাজ; যখন যে জাতি সংকটের মুখোমুখি হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সেখানেই যুবসমাজ অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

১৯৪৭ সাল থেকে এবং তৎপূর্ব বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনেও আমাদের যুবসমাজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে: ১৯৪৮-৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও তদানিন্তন অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, ১৯৬২ সালে ছাত্র-যুব আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ সালের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থান। প্রত্যেকটি আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে এ দেশের যুব সমাজ।

জনমিতিক মানদণ্ডে বিশ্বের গুটিকয়েক ভাগ্যবান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যেখানে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও (প্রায় ৩৬ শতাংশ) অধিক হলো যুব সমাজ। সেই হিসেবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে (২০১৫) ১৬ কোটি (বিবিএস, ২০১৫) হয় তাহলে ৫.৭৬ কোটি জনসংখ্যাই হলো যুবসমাজ। তাই, জনমিতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ একটি "জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাস" প্রাপ্তির দারপ্রান্তে উপনীত। নিম্নের সারণী থেকে দেখা যায় যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মোট জনসংখ্যার মধ্যে যুবদের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনও এ ধারা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের যুবসমাজের তুলনামূলক চিত্র

সাল	মোট জনসংখ্যার উপর যুব পুরুষের শতকরা হার	মোট জনসংখ্যার উপর যুব মহিলার শতকরা হার	মোট জনসংখ্যার উপর যুবসমাজের হার
১৯৭১	১৯.৮	২৪.৪	২৩.১
১৯৭৪	২১.৪	২২.৬	২০.০
১৯৮১	২৩.৬	২৫.৪	২৪.৫
১৯৯১	২০.০	৩০.৪	৩০.২
২০০১	৩১.৮	৩০.৯	৩০.৮
২০১১	৩৬.৪৫	৩৫.৩৪	৩৫.৯০

উৎস: বাংলাদেশের আদমশুমারি ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১।

এসব যুবরা এখন প্রবীণদের চেয়ে সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি – যারা গতিশীল উন্নয়নে সর্বাধিক অবদান রাখবে। অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, আমরা এই বোনাসের ফসল আহরণে ব্যর্থ হচ্ছি। বিপুল এই যুবশক্তিকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারছি না। এদের শতকরা আশি ভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে (হক, ২০০৮)। মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কর্মসংস্থান আছে আর বাকিরা বেকার/ছদ্ম বেকার হয়ে হতাশা ও নৈরাজ্যের জগতে ডুবে আছে (রায়, ২০০৮)। গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারে যুব-নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খানিকটা বেড়েছে বটে, তবে তাদের দৈন্যদশার অবসান ঘটেনি। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে যুব জনগোষ্ঠির বিশাল অংশ বাঁচার তাগিদে বেছে নিচ্ছে অস্বাভাবিক বিকল্প পথ। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী বন-জঙ্গলে যে সব গণকবরের সন্ধান মিলছে সেই সব গণ কবরে প্রথিত অধিকাংশ ব্যক্তিই হলো বাংলাদেশের যুবসমাজ। গত ৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে স্ট্রেইট টাইমস-এ একটি খবর বেরিয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৫ থেকে উদ্ধৃত) যে, মালয়েশিয়া সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী নিঃসংকোচে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের দেশের সবচেয়ে 'কঠিন, নোংরা ও বিপদসংকুল' (Difficult, Dirty and Dangerous) কাজে যে ১৫ লাখ বিদেশি শ্রমিক প্রয়োজন হবে তা প্রধানত বাংলাদেশ থেকে তারা আমদানি করবেন। এই তথ্য থেকেও উপলব্ধ হয় কর্মসংস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ কতটা অসহায় হয়ে পড়লে তারা বিদেশের মাটিতে এ ধরনের 'কঠিন, নোংরা এবং বিপদসংকুল' কাজ করতেও পিছপা হচ্ছে

না। অপরদিকে, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিরাট অংশ মাদকাসক্তি, মাদক-ব্যবসা, চাঁদাবাজি, দখলদারী, অপহরণ, চোরাচালান, অর্থ লুটসহ নানাবিধ অবৈধ-অনৈতিক কাজে নিত্য নিয়োজিত হচ্ছে। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মূলে এরাই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশে যখন জাতীয় যুব নীতির অধীনে যুব সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করা হয় তখন বলা হয়েছিল, মোট জনসংখ্যার ১৫-৩০ বয়স সীমার প্রত্যেকে যুব হিসেবে চিহ্নিত হবে (খান, ২০০৫)। ২০০৩ সালে ঘোষিত জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী এই বয়স বৃদ্ধি করে ১৮-৩৫ এ উন্নীত করা হয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ২০০৩)। বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে যুবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে যে হার ছিল ২.১১ শতাংশ তা ২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস, ১৯৭৪ ও ২০০৪)। সবচেয়ে উদ্বেগের যে বিষয়টি তা হলো, যে হারে যুব শ্রম শক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে সেই হারে তাদের জন্য কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়নি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল ২০১১-২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি (বয়সসীমা ১৫+) ১৯৭৪ সালে ছিল ১৯.৭ মিলিয়ন, ২০০৬ সালে ছিল ৪৯.৫ মিলিয়ন এবং ২০০৯ সালে তা ৫৪.৪ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায় (বিবিএস, ২০০৯)।

বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির ৪ শতাংশ হলো পুরোপুরি বেকার। অর্থাৎ এদের সংখ্যা হলো ২.৪ মিলিয়ন অর্থাৎ বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার (পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২); কিন্তু এই সংখ্যা কোনোভাবেই বেকারত্বের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে না। সরকারিভাবে যদিও বেকারত্বের হার সাড়ে চার ভাগ, কিন্তু সিপিডি (২০১৫) এর মতে, 'যথেষ্ট কাজ পান না কিংবা পূর্ণ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় ২৫ ভাগ'। প্রতি বছরে দেশের শ্রমবাজারে ২০ লাখ যুবের অনুপ্রবেশ ঘটে, আর নতুন 'কর্মসংস্থান' সৃষ্টি হয় প্রায় ১৭ লাখ। এর মানে, বছর গড়ালেই বেকারের সংখ্যা বাড়ে প্রায় তিন লাখ। উপরন্তু বাংলাদেশে ছদ্মবেশী বেকারত্ব (যাকে ঊন-নিয়োজন বা under-employedও বলা হয়) -এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য-উপাত্ত নেই (একটি পরিসংখ্যাণ থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ২০০৬ সালে ঊন-নিয়োজনের হার ছিল ২৪.৫ শতাংশ)। তবে বিষয়টি একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত। প্রায় ৭৮ ভাগ

শ্রমশক্তি অনানুষ্ঠানিক খাতে (কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক সেবাখাত) নিয়োজিত (পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২)। শুধুমাত্র কৃষিতে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৪ ভাগ নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও জিডিপিতে এই খাতের অবদান মাত্র ১৯ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নিয়োজিতের সংখ্যা হলো মাত্র ১১ শতাংশ এবং একইভাবে সংগঠিত সেবাখাতে নিয়োজিত রয়েছে আরও প্রায় ১১ শতাংশ। বাকি প্রায় ৭৮ শতাংশ শ্রমশক্তি অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে।আরও একটি বিষয় এই পরিসরে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে, তা হলো বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকারত্বের উচ্চহার। বিগত ২০০৯ সালে এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বেকার যুবদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। অবশিষ্টদের রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ২০০৭)। শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে যদি বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার মারাত্মক কিছু অভিঘাত রয়েছে। সমাজে সহিংসতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির একটি উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নকে বিঘ্নিত করে (খান, ২০০৯)।

অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্পোন্নত দেশে যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য, সেখানে বিশাল যুব জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে পরিণত করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোবাবিলার জন্য কর্মসংস্কৃতিকে বিশ্বাসী, প্রতিভাবান, দক্ষ, কর্মক্ষম ও গুণগতমানের মানব সম্পদ আবশ্যক। মূলতঃ সেই সব মানুষকেই দেশের প্রকৃত সম্পদ বলা যায়, যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ; পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ও আগ্রহী; সৎ, কর্মঠ ও পরিশ্রমী; কর্মসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য যুব বয়সই হচ্ছে সঠিক সময়। শিক্ষা, প্রেষণা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষকে সম্পদে পরিণত করার উপযুক্ত সময়ই হচ্ছে যুব বয়সকাল। যুবসমাজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটিয়ে দক্ষ ও কর্মঠ জনগোষ্ঠি তৈরি করা সম্ভব হলেই কেবলমাত্র সেই জনগোষ্ঠিই দেশের প্রকৃত সম্পদ হতে পারে। বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সঠিক কৌশল, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তার সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কিন্তু গবেষণা/সমীক্ষা দ্বারা লব্ধ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত ছাড়া শূন্যের ওপরে কোন নীতি, পরিকল্পনা কর্মসূচি কিংবা কৌশল প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আমরা এ যাবৎ যুব সমাজদের নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা বলেছি কিন্তু যুবসমাজের উপর কোন কোন বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিৎ সেই

বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা (discourse) খুব কমই করেছি। যুবসমাজের সমস্যাগুলো যখন একত্রে রূপ নিয়ে অগ্নিকাণ্ডের আকার ধারণ করেছে, তখন আমরা অগ্নিনির্বাপণমূলক এ্যাপ্রোচ (Fire Fighting Approach) গ্রহণ করেছি। কিন্তু কি কারণে আগুন লাগছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থেকেছি। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা। এই দু'টি ক্ষেত্রেই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো পিছিয়ে আছে, বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সেই ১৯৮১ সাল থেকে নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো (১) অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করা; (২) দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ; এবং (৩) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেকার যুবকদের সম্পৃক্তকরণ (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত)। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ০৮টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করেছে এবং ০৯টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উপরন্তু আরও ০৪টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বেশ কিছু কর্মসূচি ও প্রকল্প ছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালনসহ রুটিনভিত্তিক অনেক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করে থাকে।

আমাদের এ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত ০৪টি কর্মসূচি যথা- ১) দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি; ২) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র; ৩) বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব); এবং ৪) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি। এই ০৪টি কর্মসূচি/প্রকল্প বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়েছে। এগুলোর বাজেট তথা অর্থায়নের পরিমাণও ছিল ভিন্ন। পাশাপাশি এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপকীয় কৌশল অবলম্বনে বাস্তবায়িত হয়েছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এগুলো বাংলাদেশের যুব সমাজের সার্বিক

উন্নয়নে বিশেষত তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখতে পারছে সেই চিন্তা থেকেই এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of the Study)

গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

ক) ব্যাপক উদ্দেশ্য (Broad Objective):

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মসূচির মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা।

খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (Specific Objectives):

১) বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে যুব উন্নয়ন সম্পর্কে যে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি নির্বাচিত প্রকল্পের/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা;

২) নমুনা প্রকল্পগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করা;

৩) নমুনা প্রকল্পগুলোর ফলপ্রদতা মূল্যায়ন করা; এবং

৪) প্রকল্পগুলো অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্বের গুটিকয়েক ভাগ্যবান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি যেখানে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হলো যুবসমাজ। এ দেশে ক্রমাগতভাবে যুবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা বিশেষতঃ শিক্ষা ও চাকুরির চাহিদা। আবার সামাজিক শ্রেণিগত বিভিন্নতা, সামর্থ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার বিভিন্নতার কারণে যুবসমাজের মধ্যে চাহিদা ও প্রত্যাশার মধ্যেও রয়েছে বিভিন্নতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ১৯৭৪ সালে যুব উন্নয়ন বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে। এ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত একটি জাতীয় সেমিনারে যুবদের

উন্নয়নের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে ১৯৭৮ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নীতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিগত ৩৪ বৎসর যাবৎ যুবদের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে, যদি অধিকাংশ প্রকল্প ও কর্মসূচি ছিল 'প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি' – কেন্দ্রিক। এগুলোর প্রচারের জন্য লিপিবদ্ধ আকারে বিভিন্ন পুস্তিকা/প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো গবেষণা/সমীক্ষা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প কর্মসূচি/প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বাছাই করে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা হলো। এটাই এ গবেষণা গ্রহণের অনিবার্যতা এবং যৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। উল্লেখ্য যে, এই গবেষণায় লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে তাদের পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচির ত্রুটি/বিচ্যুতি/ সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে সহায়তা দেবে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে যুবসমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণেও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ও ব্যবহৃত উপকরণ

গবেষণাটির প্রকৃতি ছিল Exploratory বা অনুসন্ধানমূলক। এই গবেষণার মাধ্যমে যুবদের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় ও তাদের উন্নয়নে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবৎ যত যুব ও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদেরকে এ গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা নিম্নে উপস্থাপিত সারণীতে দেখানো হয়েছে।

যুবদের সমগ্রক

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগী যুবকের সংখ্যা
১.	দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি ক) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি খ) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	 ৫,৩২,৩০৮ জন ২,৯৮,৭৭৬ জন
২.	বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১,৩৪,০৪২ জন
	সমগ্রকের মোট সংখ্যা =	৯,৬৫,১২৬ জন

মোট ২৬,১৩২ জন কর্মকর্তা ছিলেন এ গবেষণার সমগ্রক, যার বণ্টন নিম্নে উপস্থাপিত সারণীতে দেখানো হয়েছে:

কর্মকর্তাদের সমগ্রক

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রে নিযুক্ত নিজস্ব কর্মকর্তার সংখ্যা (ক)	কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা (খ)	মোট সমগ্রক (ক+খ)
১.	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৭ জন	১০,৬৮৭ জন	১০,৬৯৪ জন
২.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র	১৭ জন	১৪,৯২৫ জন	১৪,৯৪২ জন
৩.	৪৮৬টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৯৬ জন	-	৪৯৬ জন
মোট =		৫২০ জন	২৫,৬১২ জন	২৬,১৩২ জন

নমুনার একক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব এবং শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে সব কর্মকর্তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছেন তারা হলেন নমুনার একক।

নমুনার আকার

অত্র গবেষণায় যুবদের নমুনার আকার হল ২৭৬ জন, কর্মসূচি ভিত্তিক যার বণ্টন নিম্নরূপ:

কর্মসূচিভিত্তিক বাছাইকৃত যুবদের নমুনার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	সমগ্রকের সংখ্যা	বাছাইকৃত নমুনার সংখ্যা
১.	দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি		
	ক) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৫,৩২,৩০৮ জন	১৫৪ জন
	খ) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২,৯৮,৭৭৬ জন	৮৬ জন
২.	বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১,৩৪,০৪২ জন	৩৬ জন
মোট =		৯,৬৫,১২৬ জন	২৭৬ জন

(নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি চূড়ান্ত অভিসন্দর্ভে সংযোজনী-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে)

তবে, কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নমুনা বাছাইকরণের ক্ষেত্রে এই গবেষণার মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল এই যে, যুবদের উন্নয়নের ব্যাপারে যে সকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং বর্তমানে যুবদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছেন এমন কর্মকর্তাগণকেই বাছাই করা হবে। এ দু'টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রথমে কর্মকর্তাদের সমগ্রক নির্ধারণ করা হয় অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ে নমুনা বাছাই করা হয় যার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন নিম্নে সারণীতে উপস্থাপিত হয়েছে:

কর্মসূচিভিত্তিক বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নমুনার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রে নিযুক্ত নিজস্ব কর্মকর্তার সংখ্যা (ক)	কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা (খ)	মোট সমগ্রক (ক+খ)	বাছাইকৃত নমুনার সংখ্যা
১.	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৭ জন	১০,৬৮৭ জন	১০,৬৯৪ জন	৭ জন
২.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র	১৭ জন	১৪,৯২৫ জন	১৪,৯৪২ জন	৮ জন
৩.	৪৮৬টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৯৬ জন	-	৪৯৬ জন	৯২ জন
মোট =		৫২০ জন	২৫,৬১২ জন	২৬,১৩২ জন	১০৭ জন

নমুনায়ন পদ্ধতি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবৎ যত যুব ও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদেরকে সমগ্রক হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তাদের মধ্য থেকে সুবিধাজনক নমুনায়ন পদ্ধতির (Convenience Sampling Method) মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুব ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যাদের সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব হয়েছে সেই সব যুব ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়েছে। সচরাচর যে সমীকরণ ব্যবহার করে সরল দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতিতে (Simple Random Sampling) উত্তরদাতা বাছাই করা হয় সেটি বর্তমান গবেষণার জন্য যুবদের সংখ্যা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে।

যুব এবং কর্মকর্তা উভয়ের ক্ষেত্রে নমুনা বাছাইকরণ প্রক্রিয়ায় বহুস্তরিভূত নমুনায়ন পদ্ধতি (Multistage Sampling Method) অনুসরণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অবরোহন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, যা শুরু হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে একেবারে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলতঃ একটি নমুনা-জরিপ (Sample Survey)। যুব ও কর্মকর্তাদেরকে মুক্ত ও আবদ্ধ প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নমালার সাহায্যে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নমালাটি চূড়ান্তকরণের আগে গবেষণা-পূর্ব প্রশ্নমালা যাচাই (pre-testing) করা হয়েছিল। গবেষকসহ তাঁর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ৮জন গবেষণা সহকারী প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। মাধ্যমিক (Secondary) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ব্রশিউর, যুব সাময়িকী, যুব বার্তা, বই, দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন গবেষকের গবেষণা প্রতিবেদন, বিভিন্ন জার্নাল, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রবন্ধ এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং ঋণ গ্রহীতা যুবদের বাস্তব সমস্যা অনুধাবন এবং তাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকায়িত আছে তা উদ্‌ঘাটনের জন্য ০৭ জন যুবের উপর নাতিদীর্ঘ কেস স্টাডি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

মনোবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, অপরাধ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আইনশাস্ত্রের মতো সামাজিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের বহু মনীষী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক যুব উন্নয়ন ধারণাটির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। যুবসমাজের জীবন-জীবিকা ও তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সমস্যাবলীর উপর বহু গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তবুও যুব উন্নয়ন প্রকল্প ও যুব সম্প্রদায়ের অনেক বিষয় মনীষীদের চিন্তা-ভাবনা ও বোধদয়ের বাইরেই থেকে গিয়েছে এবং সে কারণেই এই বিষয়ে অধিকতর গবেষণা ও অনুসন্ধানের আকাংক্ষা অনেক গবেষকের মধ্যেই আছে। সেই আকাঙ্খা পূরণের ফলশ্রুতিতে যুবসমাজের ওপর প্রচুর সাহিত্য কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধানতঃ তিন ধরনের সাহিত্যকর্ম চোখে পড়ে। প্রথমতঃ বিভিন্ন পাক্ষিক, দৈনিক, সম্পাদকীয় এবং সমীক্ষা রিপোর্টে উদ্ধৃত সাংবাদিকতা ভিত্তিক সাহিত্যকর্ম। দ্বিতীয় ধরনের সাহিত্যকর্ম হচ্ছে মনীষীদের পর্যবেক্ষণমূলক, অনুধাবনমূলক ও গবেষণাধর্মী ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যকর্ম। তৃতীয় ধরনের সাহিত্যকর্ম হচ্ছে বিভিন্ন সরকারী প্রতিবেদন, নথিপত্র ইত্যাদি, যাকে মূলতঃ পরিসংখ্যাণমূলক সাহিত্যকর্ম বলা হয়। পরিসংখ্যাণ ব্যুরো এবং পরিকল্পনা কমিশন সাধারণত এ জাতীয় সাহিত্যকর্ম নিয়ে কাজ করে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, কর্মসংস্থান প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে পরিসংখ্যাণমূলক সাহিত্যের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেরও যুব পরিসংখ্যাণমূলক উপাত্ত সংগ্রহের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে। এর বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন পরিসংখ্যাণমূলক উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে তার প্রচার করে থাকে। আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ পালনকালে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের পরিসংখ্যাণ অফিস যুব সম্প্রদায়ের উপর পরিসংখ্যাণমূলক আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং মানবাধিকার বিষয়ক বিভাগ, জাতিসংঘ সদর দপ্তর, ILO, FAO, UNESCO এবং WHO এর পরিসংখ্যাণ অফিসের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে নানা ধরনের প্রচারপত্র প্রচার করে।

তবে, বিদেশে প্রকাশিত ব্যবস্থাপনার ওপর ৪টি আকর গ্রন্থ ছাড়াও আমাদের এই পর্যালোচনায় মূলতঃ বাংলাদেশে ১৯৭৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ, প্রবন্ধ এবং সম্পাদিত গবেষণা

প্রতিবেদনসহ ২৬টি সাহিত্য পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, এগুলোর মধ্যে মাত্র ৭টি গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত নির্ভর, অবশিষ্ট ১৯টি কোনো গ্রন্থাকার/নিবন্ধকার এককভাবে ব্যক্তিগত চিন্তা ও প্রজ্ঞা অনুসারে বিশ্লেষণ করেছেন, আবার বেশ কিছু নিবন্ধ ও প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান/সংস্থা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে প্রকাশ করেছে। এই সাহিত্য পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মূল অভিসন্দর্ভে দেয়া হয়েছে। কালক্রম অনুসারে ১৯৭০ দশক থেকে পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে এবং ২০১৩ সালে এসে তার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে।

গবেষণায় লব্ধ ফলাফল ও তার বিশ্লেষণ

যুবদের বয়সসীমা

বয়স অনুসারে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১৮-৩৫ বছর	২৩৫	৮৫.১৫
৩৬-৪৫ বছর	৩৫	১২.৬৮
৪৬-৫৫ বছর	৬	২.১৭
মোট =	২৭৬	১০০

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৩ এর জাতীয় যুবনীতি[১] অনুযায়ী যে সব যুবের বয়স ১৮-৩৫ এর মধ্যে তারাই যুব হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই বিবেচনায় আমাদের গবেষণায় সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (৮৫.১৫%) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবের বয়সসীমা ১৮-৩৫ এর মধ্যে। ১২.৬৮% যুবের বয়সসীমা ৩৬-৪৫ এর মধ্যে। আবার এটাও লক্ষ্যণীয় যে, শতকরা ২.১৭ জন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যারা ইতোমধ্যেই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন – এদের বয়সসীমা ৪৬-৫৫ এর মধ্যে। এর যুক্তিসঙ্গত কারণ

[১] উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে পুনরায় জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে – যা এখনও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এই খসড়া যুবনীতি অনুযায়ী যুবদের বয়স ১৮-৩৫ নির্ধারণ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশে যে যুবনীতি প্রণয়ন করা হয় সেখানে যুবদের বয়স-সীমা ছিল ১৫-৩০।

হলো এই যে, দু'টি কর্মসূচি যথা- যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৯০ সালে এবং বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। ঐ সময়ে যে সব যুব এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের বয়স ইতোমধ্যে ৫৫ বছর অতিক্রম করলেও তা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়।

দেখা যায় যে, ৭৬% এর অধিক যুবের এইচ.এস.সি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। যদিও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ঋণ সুবিধা পাওয়ার জন্য অষ্টম শ্রেণির বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। সেই বিচারে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ যুব (২০.২৮%) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, তারা প্রশিক্ষণ ও ঋণ লাভের সুযোগ পেয়েছেন। কেবল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেও ৯ জন যুব এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন। তবে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবকে (৫৬.৫২%) দেখতে পাওয়া যায় এইচ.এস.সি থেকে স্নাতক ডিগ্রীধারী।

শিক্ষার সঙ্গে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের সাযুজ্যতা

৯০.৯৮% প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুব এ অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ যথার্থ এবং যুগোপযোগী। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছে তারা সবাই শিক্ষিত তবে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে – এটা প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর থেকে উচ্চতর ডিগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। যারা সবচেয়ে বেশি (৯২.৭৮%) উচ্চ শিক্ষিত, অর্থাৎ স্নাতকোত্তর থেকে উচ্চতর ডিগ্রীধারী তাদের মধ্যেই সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ যথার্থ। এ হার এইচ.এস.সি থেকে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ৯০.৪১% এবং অষ্টম থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত ৯১.১২% এবং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণকারী যুবদের মধ্যে ৮৮.৯৬%।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপকারের ধরন

সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (৪৩.৫০%) যুব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (৫২.৪৮ শতাংশ) দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে, যারা ০৩ (তিন) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পেরেছেন সবচেয়ে বেশি (৪৭.০৮ শতাংশ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, প্রশিক্ষণের মেয়াদ দীর্ঘ হলে যুব সমাজের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের হার যথা- চাকুরী পাওয়া, ক্ষমতায়িত হওয়া, আত্মকর্মী হওয়া, দক্ষতা অর্জন করা কিংবা স্বাবলম্বী হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়।

প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরন

এ গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে যে, যারা গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন (৪০.৯৪ শতাংশ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এদের মধ্যে ২২.৮৩ শতাংশ যুব এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। উপাত্ত দ্বারা আরও একটি সত্য উন্মোচিত হয়েছে, তা হলো, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ – এগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

দেখা যায় যে, মোট ২৭৬ জন যুবদের মধ্যে ২৫৭ জন যুবই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন অথবা স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত এই ৩ (তিন)টি কর্মসূচি সার্বিক বিবেচনায় অনেকখানি সফল।

যুবগণ কর্তৃক পরিবারের অন্য সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধকরণের ধরন

দেখা যায় যে, ৭৮.২৬ শতাংশ যুব এ ব্যাপারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করেছেন কিন্তু ২০.২৯ শতাংশ যুবদের পরিবারে অন্য কোন সদস্য প্রশিক্ষণ নেয়নি। লক্ষ্যণীয় যে, যারা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন (৩৬.২৩ শতাংশ) তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের চেয়ে একটু কম হারে কম্পিউটার বেসিকের উপর (৩০.০৭ শতাংশ) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এরপরেই রয়েছে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা – এসব বিষয়ে (২৬.৪৪ শতাংশ)। মোবাইল সার্ভিসিং এবং মেরামতের উপর ৩.৬২ শতাংশ পরিবারের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে দেখা যায়। এরপরেই রয়েছে নার্সারি, ব্লক-বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং – এগুলোর হার কখনও ৫ শতাংশের বেশি অতিক্রম করেনি। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণে বলা যায় যে, যুবসমাজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এখনও সেই পুরাতন গণ্ডির মধ্যেই আটকে আছে।

প্রশিক্ষণ লাভের কারণে আয়ের পরিবর্তন

এ গবেষণায় লব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের আগে কৃষিকর্মে নিয়োজিত ছিল ১৩.০৪ শতাংশ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পর তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.১৬ শতাংশে। একই ঘটনা গৃহকাজ, কর্মহীন তথা বেকারত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে যেখানে গৃহকাজে নিয়োজিত ছিল ১৪.৮৬ শতাংশ যুব তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ৪.৩৫ শতাংশ হয়েছে। কোন কাজ করে না কিন্তু পরিবার থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ পেয়ে থাকে এমন যুবের সংখ্যা ছিল ২৭.৯০ শতাংশ, তা হ্রাস পেয়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত ইতিবাচক আরও একটি বিষয় হলো এই যে ঋণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে যেখানে ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল ১২.৩২ শতাংশ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পর তা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে অর্জিত আয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পর অধিকাংশ যুবের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ৫০,০০০ টাকার অধিক পরিমাণ আয় ছিল মাত্র ২ (দুই) জন যুবের, তা এখন বৃদ্ধি পেয়ে ৯ (নয়) জন যুবের করায়ত্ব হয়েছে। এই ৯ (নয়) জনের মধ্যে ৬

(ছয়) জনই ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে এ অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে ৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী যুবের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ (দুই) জন (এই ২ জনের কেউ কিন্তু ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন না), তা এখন ৮ (আট) জনে উন্নীত হয়েছে। নতুন ৭ (সাত) জনের মধ্যে ৬ জন ব্যবসায় এবং ১ (এক) জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের কারণ

যেসব যুব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.২০ শতাংশ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যাংক এবং এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণকারী যুবের সংখ্যাই সর্বাধিক। এর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (১৩.০৫ শতাংশ) ঋণ নিয়েছেন। অন্য আর একটি কারণ ছিল ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরোপিত সহজ শর্ত – এই কারণে ৫.০৯ শতাংশ যুবকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

ঋণের প্রকৃতি ও পরিমাণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ পাওয়ার সহজ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের মধ্যে মাত্র ৪৬.৭৪ শতাংশ এই ঋণ গ্রহণ করেছেন। দেখা যায় যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্যাটাগরিতে ৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন এমন যুবের সংখ্যা সর্বাধিক। এরপরেই রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ যার আওতায় ৬০,০০০-৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন এমন যুবের সংখ্যা ৭.২৫ শতাংশ। ঋণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেই কারণে ঋণ নিতে পারেননি এমন যুবের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম, মাত্র ২.৫৪ শতাংশ।

ঋণ গ্রহণ না করার কারণ

দেখা যাচ্ছে যে, ঋণ বিতরণে পদ্ধতিগত জটিলতা এবং ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ার কারণে সর্বাধিক সংখ্যক যুব (১৮.১২ শতাংশ) ঋণ নেয়নি। ঋণ না নেয়ার পেছনে যুবরা অন্যান্য যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন তা হলো, ঋণ নিলে ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় (৪.৭১ শতাংশ), সুদের হার বেশি (৮.৪৩ শতাংশ) এবং ঋণ পরবর্তী পরিশোধিত সময় কম (০.৭২ শতাংশ) – এই কারণে ঋণ গ্রহণ করেননি।

প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ ও তার ব্যবহার

লক্ষ্য করা যায় যে, ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত, যারা ঋণ নিয়েছে তাদের মধ্যে সমান সংখ্যক হাঁস-মুরগি পালন এবং মৎস্য চাষে বিনিয়োগ করেছে। তবে যাদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে, তাদের মধ্যে ৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতা বাদে বাকীরা সবাই সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে গবাদিপশু পালন খাতে। যদি আবার ৬০,০০০ টাকা থেকে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারীর বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, মৎস্য চাষ হলো তাদের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ ক্ষেত্র। এ ধরনের তারতম্য হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, তন্মধ্যে একটি কারণ এই হতে পারে যে, মৎস্য চাষের জন্য নির্দিষ্ট জলাধার এবং প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, যা সবার পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ধরন

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ঋণ প্রাপ্তির পর এক-চতুর্থাংশ যুব আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে এবং এক-পঞ্চমাংশ যুবের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন হয়েছে ১২.৮১ শতাংশ যুবের এবং সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৪.৬০% যুব। দেখা যায় যে, অল্প পরিমাণে ঋণ গ্রহণকারী, যথা- ১০,০০০-২০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণকারী, যথা- ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা – এই দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী ২টি দল আর্থিকভাবে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ঋণ পরিশোধের হার ও ধরন

মোট ১২৯ জন যুব যারা ঋণ নিয়েছেন তাদের মধ্যে ৮৮.৩২ শতাংশ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে। ৭ শতাংশ যুব একেবারেই ঋণ পরিশোধ করে না। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিয়মিত এরকম যুবের সংখ্যা ৩.৮৯ শতাংশ। সামগ্রিক ঋণের পরিমাণের সঙ্গে যদি ঋণ পরিশোধের গড় হার নির্ণয় করা হয় তাহলে তা ৮৭% এ দাড়ায়।

যুবদের বর্তমান পেশা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এ গবেষণার মাধ্যমে যুবদের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৬৮.৮৪ শতাংশ যুবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়া। মাত্র ২৮.২৭ শতাংশ যুব ভবিষ্যতে চাকুরিতে নিয়োজিত হতে চান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে চাকুরি করছে মাত্র ১১ জন যুব, কিন্তু ভবিষ্যতে চাকুরিতে নিয়োজিত হতে চায় এমন যুবের সংখ্যা ৭৮ জন। এই উপাত্ত থেকে আবারও প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে চাকুরি করার যে মোহগ্রস্থতা তা এখনও অনেক বেশি তীব্র। পাশাপাশি ব্যবসায় করার প্রতি যুবসমাজের আগ্রহও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের মতামত

যারা বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ, অর্থাৎ বয়সসীমা ৪৬-৫৫ এর মধ্যে তারা পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি হলো উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা অর্জন করা এবং অপরটি (আসলে অনেকগুলো বিষয়ের সমষ্টি) যেমন- দায়িত্বশীল হওযা, চাকুরির চেষ্টা করা, সমাজকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়া ইত্যাদি। এ সব বিষয়ের ওপর ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবরা (১৪.৪৭%) যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে তারা (২০.৮৫%) অধিক পরিমাণে যেন ঋণ পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে পরামর্শ দিয়েছেন। এরপরে এই শ্রেণির যুব শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন (১৫.৭৫%)। মাঝামাঝি বয়সসীমার তথা ৩৬-৪৫ বয়সসীমার যুবরা কিন্তু উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে

পারঙ্গমতা অর্জন করার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি (মাত্র ৮.৫৯%)। তারাও অধিক পরিমাণে যেন ঋণ পাওয়া যায় সেই বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

কর্মকর্তাগণ যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে কি?

সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, ৭৪.১৯ শতাংশ কর্মকর্তা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তারা যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেগুলো কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে না এমন অভিমত যারা ব্যক্ত করেছেন তাদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, ২৫.৮১ শতাংশ। আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ যারা নিয়েছেন সেটি কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে এবং এরপরেই রয়েছে ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার কোর্স এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক কোর্স। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার কোর্সটি সরাসরি যুবসমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্য দু'টি কোর্স যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসে পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ

কর্মকর্তারা যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তাদের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করছে (২৯.৩০%)। এর পরেই কর্মকর্তারা মানবসম্পদ উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন, নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োগ করেছেন এমন কর্মকর্তার সংখ্যা ১৪.৭৬%। নিজের অফিস পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়েছেন ১১.৩৮ শতাংশ কর্মকর্তা। দারিদ্র দূরীকরণে প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে পেরেছেন ৮.৬৪ শতাংশ কর্মকর্তা।

যুবদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিভিন্নতার কারণে প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে কি না?

আমরা কর্মকর্তাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে যেসব যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসেন, শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের তারতম্য ঘটে কি–না। দেখা যায় যে, যারা অশিক্ষিত তাদের মধ্যে এক্ষেত্রে তেমন কোন তারতম্য ঘটে না। যারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন তাদের মধ্যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ রয়েছে। তারপরেই রয়েছে কম্পিউটার বেসিকের প্রতি প্রশিক্ষণ আগ্রহ।

বর্তমানে চলমান কর্মসূচি ছাড়াও আর কি কি কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন?

সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা (৩৪.৬০%) যুবদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান কর্মসূচি চালু করার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর পরেই রয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও নিজেকে মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি। ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে দারিদ্র বিমোচনের বিষয়টি।

যুবসমাজ কর্তৃক আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণের হার এবং অংশগ্রহণ না হওয়ার কারণ

সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা মূলধনের অভাবকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার অনীহাকে দায়ী করেছেন ২০.৮১ শতাংশ কর্মকর্তা। লক্ষ্যণীয় যে, যথার্থ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত না হওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে কম গুরুত্ব লাভ করেছে। চাকুরি লাভ (১২.০৪%) এবং বিদেশে গমণের (১৪.৭৭%) কারণে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছে না বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

৪৫.৭৯ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, ৪০-৬০ শতাংশ যুব এ পর্যন্ত আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছেন। তবে ৩৩.৬৫ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, যুবসমাজের মধ্যে

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণকারীদের হার ৬০-৮০ শতাংশ। ৮০ শতাংশ যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছেন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন মাত্র ৫.৬১ শতাংশ কর্মকর্তা।

যুবদের মধ্যে বণ্টনকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি?

এ বিষয়ে ৮৪.১১ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, ঋণ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা অর্থাৎ ২৫.২৩ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, এই ঋণের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ২,০০,০০০ এবং ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (১৮.৬৯ শতাংশ)।

অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ

কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যুবসমাজের মধ্যে বিতরণকৃত অনাদায়ী ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন তার কারণ ব্যক্ত করতে। এ প্রসঙ্গে প্রায় সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (২৭.১০ শতাংশ) উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু রাজনৈতিক সুপারিশের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে সেহেতু ঋণ অনাদায়ী রয়ে গেছে। আবার ২৭.৫৭ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু যুবসমাজ আত্ম-কর্মসংস্থানে সফল হতে পারেনি সেহেতু তাদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের সঠিক তদারকির অভাবকেও দায়ী করেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা (১৬.৮২ শতাংশ)।

বিশেষজ্ঞ/কারিগরি সহায়তা প্রদান না করার কারণ

এ প্রসঙ্গে কর্মকর্তারা ৩টি কারণকে কর্মকর্তারা প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম কারণ হলো- দক্ষ জনশক্তির অভাব (২৬.৮২ শতাংশ), দ্বিতীয় কারণ হলো- অর্থনৈতিক সংকট (২৫.৭০ শতাংশ) এবং তৃতীয় কারণ হলো- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টির অভাব (১৬.৭৬ শতাংশ), সমন্বয়ের অভাব (১৫.৬৪ শতাংশ), কর্তৃপক্ষের গাফিলতি (১৫.০৮ শতাংশ) ও এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কারণ হিসেবে বিদ্যমান।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূরীকরণের উপায়

মোট ৭৪.২০ শতাংশ কর্মকর্তা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সরকারি বরাদ্দ কম এটাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। সমন্বয়ের অভাব এবং রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে দায়ী করেছেন সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (৮.৬০ শতাংশ)। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা এবং দূর্নীতির কথা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৪.৭ ও ৩.৯ শতাংশ কর্মকর্তা।

চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূরীকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে ব্যাপারে এই সব সরকারি কর্মকর্তাগণের মতামত আহ্বান করা হলে যুবদের জন্য যেসব কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো যেন নিয়মিত মনিটরিং করা হয় সে বিষয়ে মতামত এসেছে ১৫ শতাংশ কর্মকর্তার নিকট থেকে। কর্মসূচিগুলো যেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন ১২.৬ শতাংশ কর্মকর্তা। সমান সংখ্যক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চতুর্থ অগ্রাধিকার হিসেবে যে মতামতটাকে গণ্য করা যায় সেটি হলো- ঋণদান পদ্ধতি সহজতর করার বিষয়ে। এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রায় ১২ শতাংশ কর্মকর্তা। প্রশিক্ষিত যুবদের, যাদের জমি নেই তাদেরকে সরকারিভাবে জমি বরাদ্দ দেয়া, যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ – এই দু'টি বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (৮.৫ শতাংশ)। আরও বেশ কয়েকটি মতামত এসেছে, যেমন- প্রশিক্ষকরা যেন আরও প্রশিক্ষিত হন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, আবার যুবসমাজকে প্রদানের পর ঝুঁকিপূর্ণ যে সব ক্ষেত্রের ওপর ঋণ প্রদান করা হবে সেগুলো যাতে বীমার আওতায় আনা হয় সে বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তারা জোর দিয়েছেন। যদিও তুলনামূলকভাবে এসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত মতামতের শতকরা হার যথাক্রমে ৭.৮ ও ৫.৪ শতাংশ মাত্র।

কর্মসূচির বিভিন্নতা অনুসারে এগুলোর অর্জিত সফলতার হার সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত

কর্মসূচি		যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার কত শতাংশ সফল							মোট (শতকরা হার)
		১০-২০%	২০-৩০%	৩০-৪০%	৪০-৫০%	৫০-৬০%	৬০-৭০%	৭০ (+)%	
দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি		২.৮২	২.৫১	২.৮২	৫.০২	৬.৫৮	৬.২৭	১৬.৩	৪২.৩২
বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি		২.১৯	২.৫১	২.১৯	২.৮২	৩.৪৫	২.৫১	৩.৪৫	১৯.১২
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি		২.১৯	২.৫১	২.৫১	৩.১৪	২.৮২	২.৮২	৩.৪৫	১৯.৪৪
কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি		২.১৯	২.৮২	২.১৯	২.৮২	৩.১৪	৩.১৪	২.৮২	১৯.১২
মোট	শতকরা	৯.৩৯	১০.৩৫	৯.৭১	১৩.৮	১৫.৯৯	১৪.৭৪	২৬.০২	১০০
	গণসংখ্যা	৩০	৩৩	৩১	৪৪	৫১	৪৭	৮৩	৩১৯

অর্জিত সফলতার হার সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত

৭০ শতাংশেরও অধিক সফলতা অর্জিত হয়েছে এ বিষয়ে সর্বাধিক মন্তব্য এসেছে **১৬.৩** শতাংশ দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচির পক্ষে। অন্য কোন কর্মসূচির স্বপক্ষে ৭০ শতাংশেরও অধিক সফলতা অর্জিত হয়েছে এমন মন্তব্য ৪ শতাংশ কর্মকর্তাদের নিকট থেকেও পাওয়া যায়নি। কর্মসূচিগুলোর (৫০-৬০ শতাংশ) সফলতা অর্জিত হয়েছে এর স্বপক্ষে মতামত এসেছে **১৫.৯৯** শতাংশ কর্মকর্তার। এরপরেই রয়েছে (৬০-৭০ শতাংশ) সফলতা অর্জনকারী কর্মসূচি, এক্ষেত্রে মতামত এসেছে **১৪.৭৪** শতাংশ।

কর্মসূচিতে নির্ধারিত লক্ষসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে কর্মকর্তাদের মতামত

সরকারি কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার কারণ	মোট গণসংখ্যা	শতকরা হার
সরকারী সহযোগিতার স্বল্পতা	৪৬	২৮.৪০
প্রশিক্ষিতকদের প্রশিক্ষণ দানে আন্তরিকতার অভাব	৬	৩.৭০
প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানে দক্ষতার অভাব	৩	১.৯০
আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার না করা	৪৬	২৮.৪০
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা না করা	৩৪	২১.০০
রাজনৈতিক প্রভাব	১৮	১১.১০
দুর্নীতি	৯	৫.৬০
মোট	১৬২	১০০.০০

নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ

এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ৪টি কর্মসূচি এত কম সাফল্য অর্জিত হলো কেন এর কারণ সম্পর্কে কর্মকর্তাগণকে আলোকপাত করার অনুরোধ জানানো হলে সরকারি সহযোগিতার অভাবকেই দায়ী করেছেন সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা (২৮%)। সমান সংখ্যক কর্মকর্তা এই সব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার না হওয়াকে দায়ী করেছেন। ২১ শতাংশ কর্মকর্তা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা না থাকাকে দায়ী করেছেন; ১১.১০ শতাংশ কর্মকর্তা রাজনৈতিক প্রভাবকে দায়ী করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, মাত্র ৫-৬ শতাংশ কর্মকর্তা এসব কর্মসূচির ব্যর্থতার পিছনে দূর্নীতিকে দায়ী করেছেন।

উপসংহার, সমস্যাবলী ও সুপারিশসমূহ

যুব ও যুব কল্যাণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ওপর মাঠ পর্যায়ের জরিপ পরিচালনা করে উপরোল্লিখিত ৪টি কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে একটি মিশ্র চিত্র পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, ৯১ শতাংশ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব এই মত পোষণ করেছেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যথার্থ ও যুগপযোগী কিন্তু এই ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পেরেছেন সর্বোচ্চ ১৪ শতাংশ যুব। প্রশিক্ষণের গণ্ডি এখনও গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা – এ ধরনের গ্রামীণ কৃষিজাত ও মান্ধাতার আমলের বিষয় নিয়েই আবর্তিত। কম্পিউটার বেসিকের উপরে প্রশিক্ষণ লাভের আগ্রহ বাড়ছে কিন্তু তাও কেবলমাত্র ৩৬.২৩ শতাংশ যুবের মধ্যে। অপরদিকে মাত্র ২৬ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য ৪টি কর্মসূচির ৭০ শতাংশ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। শতভাগ সাফল্য কোনো কর্মসূচির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে সরকারি অবহেলা বিশেষতঃ অর্থের অপ্রতুলতাকেই কর্মকর্তাগণ দায়ী করেছেন।

সমস্যাবলী

উপরোক্ত বাস্তব অবস্থার নিরিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে নিম্নে উল্লিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়:

১) জনমিতিক হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে যুব সমাজের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক হলেও মাত্র গুটিকয়েক উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের কর্মসূচি নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সমাজের সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে; পাশাপাশি সরকার কর্তৃক যে আর্থিক বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে তা জাতীয় বাজেটের ০.১১ শতাংশও নয়। বাজেটের অপ্রতুলতায় সকল ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে।

২) বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে প্রতিভাত হয় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকাণ্ড মূলতঃ গ্রামীণ যুব সমাজের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। ডিজিটাল বাংলাদেশের এই যুগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এখনও তাদের প্রশিক্ষণ এবং ঋণ দান কার্যক্রম হাঁস-মুরগি পশুপালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সারী, কৃষি, ব্লক-বাটিক, স্ক্রিণ প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত কাগজপত্র ও প্রতিবেদন এবং পরবর্তী পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনায় জানা যায় যে, সেই প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর প্রাক্কালে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (Training Need Assessment) এর মতো অত্যাবশ্যকীয় কাজটি করা হয়নি। এটা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

৪) কম্পিউটারের উপর একেবারে প্রাথমিক কিছু বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবসমাজ সর্বোচ্চ কম্পিউটার অপারেটর হতে পারে; কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে বিশেষায়িত কোনো কার্যক্রমে নিজেদেরকে উপযুক্ত করে তুলতে পারছে না।

৫) যুবসমাজের শিক্ষাগত পটভূমিকে কোনো রকম বিবেচনায় না নিয়ে 'One size fits all' approach অনুসরণ করা হচ্ছে। যুবদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিভিন্নতা অনুসারে ব্যক্তি ইচ্ছা-

অনিচ্ছা, রুচি, আগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমি এবং সর্বোপরি দেশে এবং বিদেশে উভয় পর্যায়ে কি ধরনের শ্রমের চাহিদা রয়েছে তা বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না।

৬) ঋণ প্রদানের সীমা এখনও এক লক্ষ টাকা অতিক্রম করেনি। বর্তমান বাজারে এই সামান্য পরিমাণ ঋণ দিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছু করা সম্ভব হলেও এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে কিছু করা সম্ভব নয়। একই কারণে যুবরা সফল entrepreneur বা উদ্যোক্তা হতে পারছে না। উপরন্তু উপস্থাপিত কেস স্টাডিগুলো থেকে জানা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ পাওয়ার বিষয়টি খুব সহজ নয়। জমির দলিল, খাজনা-খারিজের কাগজপত্র জমা দেয়ার পরেও প্রশাসনিক পদ্ধতিগত দীর্ঘসূত্রিতা শেষ হয়ে ঋণ পেতে পেতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়।

৭) কেস স্টাডিগুলো থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসে যে, যেসব যুবের পরিবার আর্থিকভাবে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল তাদেরকে যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ দেয়া হয় তাহলে তারা সহজেই আত্মকর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত হতে পারে। কিন্তু হতদরিদ্র যুবদের যাদের বন্ধকী দেয়ার মতো কোন জমি নেই এবং পরিবারিক আর্থিক সমর্থনও নেই তাদের বিষয়টি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এখনও বিবেচনায় নিয়ে আসেনি।

৮) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে সব প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন চাহিদা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা খুবই কম এবং যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা ততটা আন্তরিক নন। বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য কি সুযোগ-সুবিধা দিলে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে এবং তারা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিক হবেন সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত যতগুলো প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নিয়মিত তদারকি ও পরিবীক্ষণের অভাব রয়েছে।

১০) সর্বোপরি খোদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেরই এসব কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা ও অবহেলা রয়েছে।

উপরোক্ত সমস্যা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা কষ্টসাধ্য কোনো বিষয় নয়। যুবসমাজের প্রতি রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সজাগ দৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের যুবসমাজকে এক নম্বর অগ্রাধিকার প্রদান করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দসহ উপযুক্ত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নই যথেষ্ট।

সুপারিশসমূহ

এ গবেষণায় লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জোর সুপারিশ করা হচ্ছে:

১) যেহেতু যুব সমাজ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩% এর অধিক, তাই এই বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে জাতীয় বাজেটে ১% অর্থাৎ ৩,০০০ কোটি টাকা (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে) বরাদ্দ প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক পটভূমি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই সব ধরনের যুবকে সমজাতীয় (homogenous) দল হিসেবে নয়, তাদের চাহিদার বিভিন্নতা অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আত্মকর্মসংস্থান কিংবা দেশীয় চাহিদা নয়, বিদেশে কি ধরনের শ্রমশক্তির চাহিদা রয়েছে তা নিরূপণ করে সেমতে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩) এ গবেষণা থেকে লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ঋণ দানের পরিমাণ এখনও এক লক্ষ টাকার বেশি নয়। এই সামান্য পরিমাণ অর্থের সাহায্যে বর্তমানে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভব নয়। এ পরিমাণ মাথাপিছু ন্যূনপক্ষে দশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪) কর্মকর্তাগণের মতামত থেকে জানা যায় যে, ঋণ দেয়ার পর follow-up তথা পরিবীক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের কাজটি নিয়মিতভাবে করা হয় না। এক্ষেত্রে যে ধরনের কারিগরি সহায়তা/পরামর্শ সেবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দেয়া উচিৎ ছিল তা দেয়া হচ্ছে না। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে অবশ্যই অধিকতর তৎপর হতে হবে।

৫) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মূল নেতৃত্ব যুব সমাজকে দিতে হবে, সেক্ষেত্রে 'কম্পিউটার বেসিক' এর নামে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তা যুগোপযোগী কিংবা বাস্তবসম্মত নয়। বিষয়টি

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণাণয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সমন্বিতভাবে যুবদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করতে পারে। শিক্ষিত বেকার যুবদের এক্ষেত্রে আগ্রহান্বিত করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যেন নির্জীব, নিরস, তিক্ততায় পরিপূর্ণ না হয় সে উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ স্থল, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ দানের উপকরণ – সবকিছু ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেন আনন্দঘন, তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের আদর্শ কেন্দ্রে পরিণত হয় সে বিষয়ে অবশ্যই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭) যুব সমাজের সংখ্যার বিচারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে গুটিকয়েক কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তা নিছক একটি বৃহৎ ইমারত নির্মাণের জন্য গুটিকয়েক ইটখণ্ড মাত্র। সহস্রাধিক কোটি টাকা ব্যয়ে শতাধিক প্রকল্প এবং কর্মসূচি-ই এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু করে দেখাতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
ভূমিকা (Introduction)

১.০১ গবেষণার পটভূমি

সিগমন্ড ও ন্যুম্যান এর মতে, 'যুবকরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা অভিন্ন ইতিহাসের কালপর্বে দাঁড়িয়ে সমান অভিজ্ঞতা ও অংশীদারভিত্তিক আশা-নিরাশায় সমৃদ্ধ' (সিগমন্ড ও ন্যুম্যান, সালবিহীন; তাহের, ২০০৫ থেকে উদ্ধৃত, পৃ-৫৩)। এরিক ফুয়েরের মতে, 'তারাই যুবক যারা পূর্ণ বয়স ও মনন শক্তির উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক। তারা সাধারণত মাঝারি বয়সের অধিকারী' (ফুয়ের, সালবিহীন; তাহের, ২০০৫ থেকে উদ্ধৃত, পৃ-৫৩)। কবি হেলাল হাফিজের মতে, 'যৌবনের অধিকারী এবং যারা যুদ্ধে যেতে আগ্রহী তারাই যুবক' (হাফিজ, ১৯৬৯)।

১.০২ সবচেয়ে বড় শক্তি এবং সক্রিয় অংশ হিসেবে যুব সমাজ

যে কোন জাতির জন্য এই যুব শক্তি হলো সবচেয়ে বড় শক্তি। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে যুবসমাজ হলো সক্রিয় অংশ যারা একটি জাতির সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের মধ্যে রয়েছে অমিত সম্ভাবনা, অফুরন্ত শক্তি ও সৃজনশীলতার আধার। এই বিশাল যুব শক্তি উপযুক্ত হাতিয়ার পেলেই বীর যোদ্ধার মতো নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতাকে প্রমাণ করে দেখাতে পারে। এ পৃথিবীতে এ যাবৎ যত প্রগতিশীল আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই নেতৃত্ব দিয়েছে যুবসমাজ; যখন যে জাতি সংকটের মুখোমুখি হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সেখানেই যুবসমাজ অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেখানেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেখানেই বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে বিপ্লবের সূচক হিসেবে জন্ম নিয়েছে যুব আন্দোলনের।

১.০৩ দেশে দেশে সংঘটিত বিপ্লব, আন্দোলন ও সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকায়

লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের সফল রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে ১৯০৫ সালের যে ব্যর্থ রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয় (যা পরবর্তী বিপ্লবকে সফল করার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছিল) তার মূল উদ্যোক্তা ছিল যুবসমাজ। ১৯৪৯ সালে মাও সে তুং এর নেতৃত্বের সফল চৈনিক বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তারও উদ্যোক্তা ছিল ছাত্র-যুবসমাজ। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের যে যুগান্তকারী সশস্ত্র সংগ্রাম ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে তার সফলতার পিছনেও ছাত্র-যুবসমাজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৯৫৫ সালে আর্জেন্টিনার পেরনের সরকার পতনে, ১৯৫৮ সালে ভেনিজুয়েলার পেরেজ জিমেনেজ-এর সরকার পতনে, ১৯৬০ সালে কোরিয়াতে সিংম্যানরীর সরকার উৎখাতে এবং বিভিন্ন সময়ে বলিভিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে গণবিরোধী সরকারের পতনেও যুবসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

১.০৪ বাংলাদেশের যুব সমাজের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা

বাংলাদেশেও সেই একই ধারা প্রবহমান। ১৯৪৭ সাল থেকে এবং তৎপূর্ব বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনেও আমাদের যুবসমাজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেঃ ১৯৪৮-৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও তদানিন্তন অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, ১৯৬২ সালে ছাত্র-যুব আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ সালের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থান। প্রত্যেকটি আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে এ দেশের যুব সমাজ।

১.০৫ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাস প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান একটি দেশ বাংলাদেশ

জনমিতিক মানদণ্ডে বিশ্বের গুটিকয়েক ভাগ্যবান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যেখানে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও (প্রায় ৩৬ শতাংশ) অধিক হলো যুব সমাজ। সেই হিসেবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে (২০১৫) ১৬ কোটি (বিবিএস, ২০১৫) হয় তাহলে ৫.৭৬ কোটি জনসংখ্যাই হলো যুবসমাজ। তাই, জনমিতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ একটি "জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাস" প্রাপ্তির দারপ্রান্তে উপনীত।

নিম্নের সারণী থেকে দেখা যায় যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মোট জনসংখ্যার মধ্যে যুবদের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনও এ ধারা অব্যাহত আছে।

সারণী-০১: বাংলাদেশের যুবসমাজের তুলনামূলক চিত্র

সাল	মোট জনসংখ্যার উপর যুব পুরুষের শতকরা হার	মোট জনসংখ্যার উপর যুব মহিলার শতকরা হার	মোট জনসংখ্যার উপর যুবসমাজের হার
১৯৭১	১৯.৮	২৪.৪	২৩.১
১৯৭৪	২১.৪	২২.৬	২০.০
১৯৮১	২৩.৬	২৫.৪	২৪.৫
১৯৯১	২০.০	৩০.৪	৩০.২
২০০১	৩১.৮	৩০.৯	৩০.৮
২০১১	৩৬.৪৫	৩৫.৩৪	৩৫.৯০

উৎস: বাংলাদেশের আদমশুমারি ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১।

১.০৬ বোনাসের ফসল আহরণে ব্যর্থতার স্বরূপ

এসব যুবরা এখন প্রবীণদের চেয়ে সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি – যারা গতিশীল উন্নয়নে সর্বাধিক অবদান রাখবে। অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, আমরা এই বোনাসের ফসল আহরণে ব্যর্থ হচ্ছি। বিপুল এই যুবশক্তিকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারছি না। এদের শতকরা আশি ভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে (হক, ২০০৮)। মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কর্মসংস্থান আছে আর বাকিরা বেকার/ছদ্ম বেকার হয়ে হতাশা ও নৈরাজ্যের জগতে ডুবে আছে (রায়, ২০০৮)। গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারে যুব-নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খানিকটা বেড়েছে বটে, তবে তাদের দৈন্যদশার অবসান ঘটেনি। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে যুব জনগোষ্ঠির বিশাল অংশ বাঁচার তাগিদে বেছে নিচ্ছে অস্বাভাবিক বিকল্প পথ। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী বন-জঙ্গলে যে সব গণকবরের সন্ধান মিলছে সেই সব গণ কবরে প্রথিত অধিকাংশ ব্যক্তিই হলো বাংলাদেশের যুবসমাজ। গত ৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে স্ট্রেইট টাইমস-এ একটি খবর বেরিয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৫ থেকে উদ্ধৃত) যে, মালয়েশিয়া সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী নিঃসংকোচে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের দেশের সবচেয়ে 'কঠিন, নোংরা ও

বিপদসংকুল' (Difficult, Dirty and Dangerous) কাজে যে ১৫ লাখ বিদেশি শ্রমিক প্রয়োজন হবে তা প্রধানত বাংলাদেশ থেকে তারা আমদানি করবেন। এই তথ্য থেকেও উপলব্ধ হয় কর্মসংস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ কতটা অসহায় হয়ে পড়লে তারা বিদেশের মাটিতে এ ধরনের 'কঠিন, নোংরা এবং বিপদসংকুল' কাজ করতেও পিছপা হচ্ছে না। অপরদিকে, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিরাট অংশ মাদকাসক্তি, মাদক-ব্যবসা, চাঁদাবাজি, দখলদারী, অপহরণ, চোরাচালান, অর্থ লুটসহ নানাবিধ অবৈধ-অনৈতিক কাজে নিত্য নিয়োজিত হচ্ছে। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মূলে এরাই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের যুব সমাজ কি ধরনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহের শিকার তা যদি রেখাচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হয় তাহলে তার উপস্থাপন হবে নিম্নরূপ:

চিত্র-০১: যুবসমাজের জন্য নেতিবাচক ঘটনা প্রবাহসমূহ

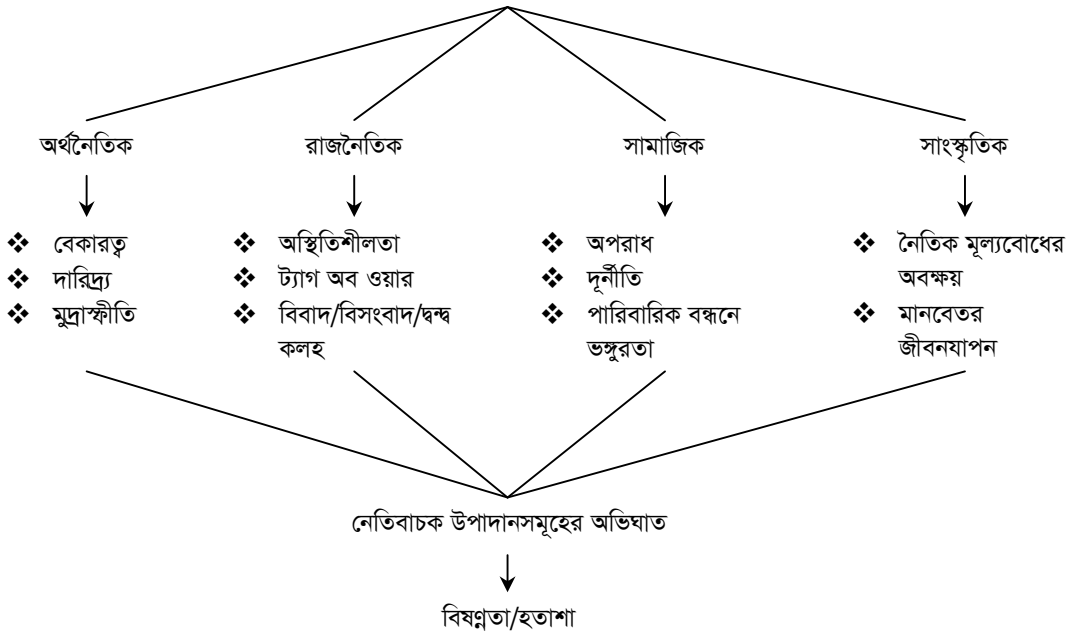

উৎস: Brahmakumaris, 2004.

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অমিত সম্ভাবনার আঁধার যুব সমাজকে যদি সঠিক পথে নিয়ে আসা না যায়, উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদেরকে যদি সম্পৃক্ত না করা হয়, তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে।

১.০৭ শরীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যুব সমাজ

এ পরিসরে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশে যখন জাতীয় যুব নীতির অধীনে যুব সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করা হয় তখন বলা হয়েছিল, মোট জনসংখ্যার ১৫-৩০ বয়স সীমার প্রত্যেকে যুব হিসেবে চিহ্নিত হবে (খান, ২০০৫)। ২০০৩ সালে ঘোষিত জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী এই বয়স বৃদ্ধি করে ১৮-৩৫ এ উন্নীত করা হয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ২০০৩)। বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে যুবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে যে হার ছিল ২.১১ শতাংশ তা ২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস, ১৯৭৪ ও ২০০৪)। সবচেয়ে উদ্বেগের যে বিষয়টি তা হলো, যে হারে যুব শ্রম শক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে সেই হারে তাদের জন্য কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়নি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল ২০১১-২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি (বয়সসীমা ১৫+) ১৯৭৪ সালে ছিল ১৯.৭ মিলিয়ন, ২০০৬ সালে ছিল ৪৯.৫ মিলিয়ন এবং ২০০৯ সালে তা ৫৪.৪ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায় (বিবিএস, ২০০৯)।

১.০৮ যুব সমাজের মধ্যে বিদ্যমান বেকারত্ব-কর্মহীনতার স্বরূপ

বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির ৪ শতাংশ হলো পুরোপুরি বেকার। অর্থাৎ এদের সংখ্যা হলো ২.৪ মিলিয়ন অর্থাৎ বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার (পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২); কিন্তু এই সংখ্যা কোনোভাবেই বেকারত্বের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে না। সরকারিভাবে যদিও বেকারত্বের হার সাড়ে চার ভাগ, কিন্তু সিপিডি (২০১৫) এর মতে, 'যথেষ্ট কাজ পান না কিংবা পূর্ণ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় ২৫ ভাগ'। গত সাত দিনে কাজ করেছেন কি? এই প্রশ্নের ভিত্তিতে শ্রমশক্তি জরিপ করে সরকার। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বছরে দেশের শ্রমবাজারে ঢোকে ২০ লাখ আর নতুন 'কর্মসংস্থান' সৃষ্টি হয় প্রায় ১৭ লাখ। এর মানে, বছর গড়ালেই বেকারের সংখ্যা বাড়ে প্রায় তিন লাখ। তিনি আরও জানান যে, আমাদের ৮৬ লাখ প্রবাসী কর্মী প্রকৃত জনসম্পদে পরিণত হচ্ছে না, তাঁদের ৯০ ভাগই অদক্ষ। তাঁদের অনেকে উগ্র মৌলবাদী সংস্কৃতিও বয়ে আনছেন; ৩৭ ভাগই থাকেন সৌদি আরবে, আমিরাতে ২৬, মালয়েশিয়ায় ১০, কুয়েতে ৭ এবং ওমানে থাকেন ৬ ভাগ। সরকারের ২০১৪ সালের বিবিএস রিপোর্টে বলেছে, ওই ৮৬ লাখ প্রবাসী, যাঁদের ৬৪ ভাগ তরুণ, তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা শিক্ষায় মাধ্যমিকের নিচে। তাঁরা মোট রেমিট্যান্সের

মাত্র ২৫ ভাগ সরকারি কলকারখানা নির্মাণে বিনিয়োগ করেন। তাঁদের আনা ১৫ বিলিয়ন ডলারের (১ লাখ ১৭ হাজার কোটি টাকা) মধ্যে বাকি সোয়া ১১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে তাঁরা টিভি, ফ্রিজ ও মোবাইলের মতো বিদেশি ভোগ্যপণ্য কেনেন, প্রকারান্তরে 'ব্যাক টু ব্যাক' হয়ে তার অনেকটা সেই বিদেশেই চলে যায়। নিম্নে উপস্থাপিত লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে, সোয়া লাখ কোটি টাকার (১৫ বিলিয়ন ডলার) সিংহভাগ কী করে তাঁরা বাড়ি ও ফ্ল্যাট কেনায় খরচা করেন। ড. বিনায়ক সেনের সঙ্গে আমরা অবশ্য একমত যে, পেট্রো ডলার ভাঙিয়ে তাঁরা ফুচকা খেলেও তাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় (দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৫)।

চিত্র-০২: সাত বিভাগের রেমিট্যান্স ব্যয় (%)

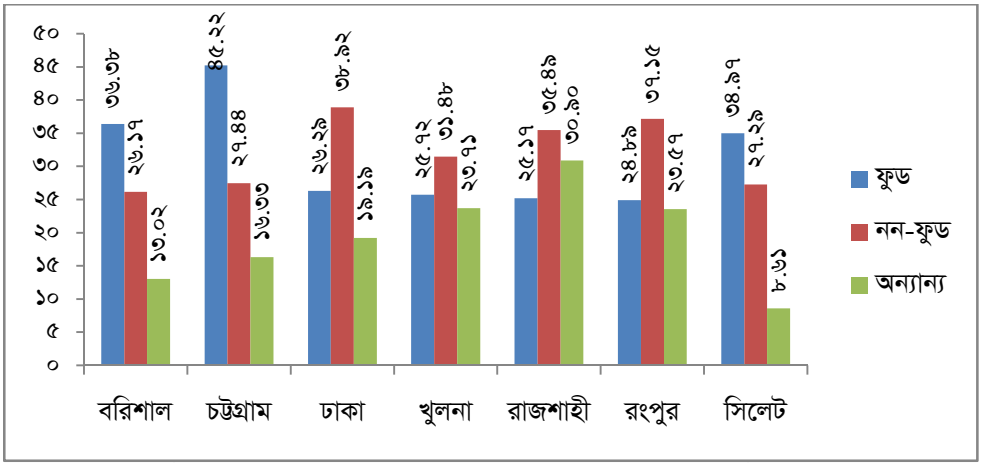

উৎস: দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৫

চিত্র-০৩: খাতভিত্তিক বিনিয়োগের তুলনামূলক চিত্র

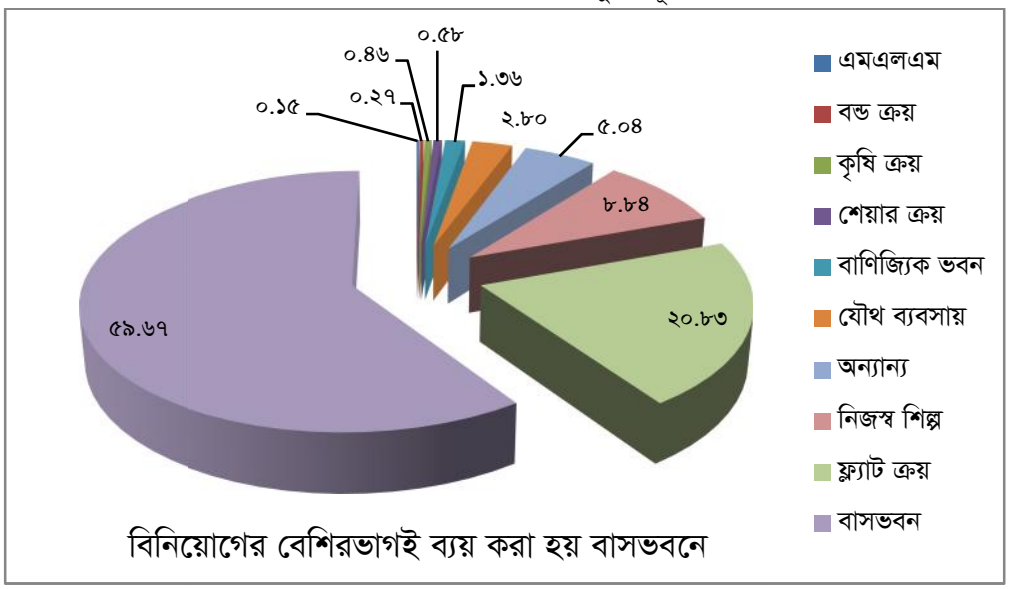

উৎস: দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৫

১.০৯ যুব সমাজের মধ্যে বিরাজমান ছদ্মবেশী বেকারত্ব

অপরদিকে যদিও বাংলাদেশে ছদ্মবেশী বেকারত্ব (যাকে ঊন-নিয়োজন বা under-employedও বলা হয়) -এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য-উপাত্ত নেই তবে বিষয়টি একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে কর্মসংস্থান চ্যালেঞ্জের তীব্রতা নিম্নোক্ত তথ্যগুলো থেকে অনুধাবন করা যাবে। বাংলাদেশের প্রায় ৭৮ ভাগ শ্রমশক্তি অনানুষ্ঠানিক খাতে (কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক সেবাখাত) নিয়োজিত (পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২)। শুধুমাত্র কৃষিতে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৪ ভাগ নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও জিডিপিতে এই খাতের অবদান মাত্র ১৯ শতাংশ। আরেকটি উদাহরণ হলো ঊন-নিয়োজনের উচ্চহার। ঊন-নিয়োজন হিসাব করা হয় প্রতি সপ্তাহের কর্মঘণ্টা হিসেবে। বাংলাদেশে ২০০৬ সালে ঊন-নিয়োজনের হার ছিল ২৪.৫ শতাংশ। তৃতীয় উদাহরণ হলো বাংলাদেশে বেকারত্বের হার। বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের হার ভারত ও ভিয়েতনামের তুলনায় বেশি (চিত্র-০৪)।

চিত্র-০৪: যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের হার
(মোট শ্রমশক্তির মধ্যে ১৫-২৪ বছর বয়সী শ্রমশক্তির শতাংশ)

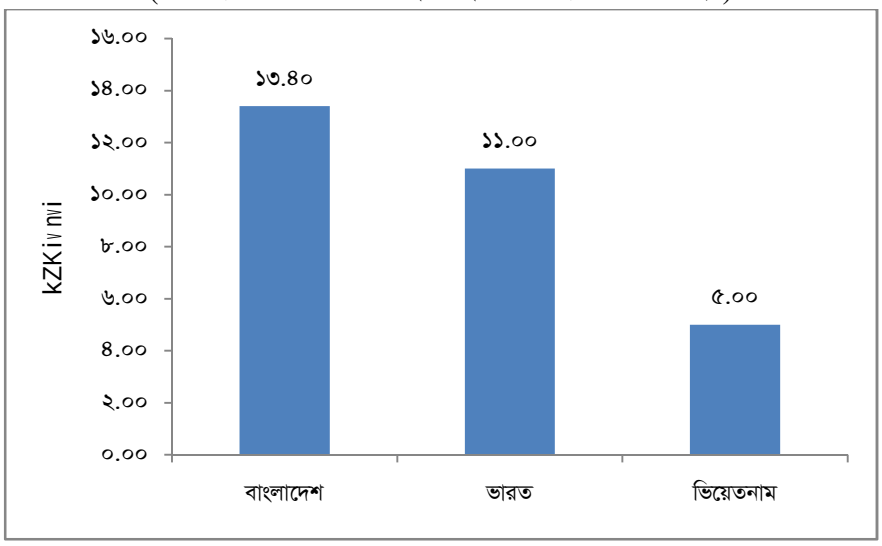

উৎস: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫, পৃ-৩।

এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশ মারাত্মক বেকার সমস্যায় আক্রান্ত (রহমান, ২০০১ এবং ইসলাম, ২০০৪)। এই বেকারত্বের আবার বিভিন্ন ধরন ও মাত্রা রয়েছে। যেমন- কালিক বিভিন্নতা অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী ও মৌসুমী, দীর্ঘমেয়াদী ও কাঠামোভিত্তিক, স্থানিক তথা গ্রামীণ বনাম নগরাঞ্চলীয় বেকারত্ব; খাতভিত্তিক

যেমন- কৃষিভিত্তিক এবং অকৃষিভিত্তিক এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠির মধ্যকার বেকারত্বের বিভিন্নতা যেমন- ভূমিহীন শ্রেণি এবং শিক্ষিত বেকারত্ব।

১.১০ অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমশক্তির আধিক্য

এদের মধ্যে যারা কোন না কোন কর্মে নিয়োজিত আছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিখাতসহ অনুৎপাদনশীল অন্যান্য অনানুষ্ঠনিক খাতে নিয়োজিত আছে। অন্য নেতিবাচক দিকটি হলো, কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির মাত্র ২২ শতাংশ আনুষ্ঠানিক খাতে (ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এবং সংগঠিত সেবাখাত) নিয়োজিত (পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২)। দেখা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নিয়োজিতের সংখ্যা হলো মাত্র ১১ শতাংশ এবং একইভাবে সংগঠিত সেবাখাতে নিয়োজিত রয়েছে আরও প্রায় ১১ শতাংশ। বাকি প্রায় ৭৮ শতাংশ শ্রমশক্তি অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদেরকে হতাশাগ্রস্ত করে তা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নিম্নহার (যা কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে পরিমাপ করা হয়)। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০ অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৫ বছর এবং তদুর্ধ্ব বেসামরিক শ্রমশক্তির পরিমাণ হলো ৫.৬৭ কোটি (বিবিএস, ২০১০), এদের মধ্যে ৪৭.৫ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষি, বন, মৎস্য খাতে নিয়োজিত আছে। এরপরেই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল, রেস্টুরেন্টে নিয়োজিত শ্রমশক্তি, যাদের শতকরা হার মাত্র ১৫.৫৩ শতাংশ। লক্ষণীয় যে, সুসংগঠিত ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে নিয়োজিত আছে মাত্র ১২.৮০ শতাংশ শ্রমশক্তি। আরও উল্লেখ্য যে, অবশিষ্ট বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত আছে ২৪.৫৯ শতাংশ শ্রমশক্তি। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই যে, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ হলো তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বিনিয়োগ হয়ে থাকে। আবার সমকালীন বিশ্বে একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা টেকসই উন্নয়ন অর্জনে সক্ষম হয়েছে কৃষির উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায়, ঘটনা যাই ঘটুক, কৃষির উপর নির্ভরশীলতা অবশ্যই হ্রাস করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যুবসমাজকে ক্রমবর্ধমান হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৮১ অর্থবছর থেকে ২০১০ অর্থবছর সময়কালের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন হয়েছে বাৎসরিক ৬.৪ শতাংশ কিন্তু বার্ষিক কর্মসংস্থান বেড়েছে ৩.৯ শতাংশ, যা দীর্ঘমেয়াদের কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতার বিচারে মাত্র

০.৬১, এটি অনেক কম (পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২)। যদিও সত্তর দশকের শুরুর তুলনায় এটি বেশি। সে সময়ে মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১৫ শতাংশ আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ছিল (৮ শতাংশ ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এবং ৭ শতাংশ আনুষ্ঠানিক সেবা খাতে)। এসব তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভুল হবে না যে, শ্রম বাজারের রূপান্তরের গতি দেশ স্বাধীন হওয়ার ৪৪ বছর পরেও কখনই এতটা দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল না যা যুবসমাজের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। এই দুষ্ট চক্র থেকে বাংলাদেশের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতিকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্রিয় অদম্য শক্তি হতে পারে যুবসমাজ।

সারণী-০২: মৌলিক শ্রমশক্তি এবং কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)

সময়কাল	জনসংখ্যা	শ্রমশক্তি[১]	কমংসংস্থান	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	শ্রমশক্তির বৃদ্ধির হার (%)	কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৪	৭১.৫	১৯.৭	১৯.৪	-	-	-
১৯৮১	৮৭.১	২৩.৩	২৩.০	২.৩৫	২.৪	২.৫
১৯৮৪	৯৪.০	২৫.৭	২৫.২	-	৩.৩	৩.১
১৯৮৫	৯৬.৪	২৬.৬	২৬.১	-	৩.৫	৩.৬
১৯৮৬	৯৮.৮	২৭.৮	২৭.৪	-	৪.৫	৫.০
১৯৮৯	১০৬.৪	৩০.০	২৯.৫	-	২.৬	২.৫
১৯৯১	১১১.৫	৩২.৩	৩১.৭	২.১৭	৩.৮	৩.৭
১৯৯৬	১২২.১	৩৬.১	৩৪.৮	-	২.২	১.৯
২০০০	১২৮.৩	৪০.৭	৩৯.০	-	৩.০	২.৯
২০০১	১৩০.৫	-	-	১.৫৯	-	-
২০০৩	১৩৪.৮	৪৬.৩	৪৪.৩	-	৪.৩	৪.৩
২০০৬	১৪০.৬	৪৯.৫	৪৭.৪	-	২.৩	২.৩
২০০৯[২]	১৪৬.৭	৫৪.৪	৫১.৯	-	৩.২	৩.১

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, শ্রমশক্তি জরিপ।

[১] শ্রমশক্তি বলতে ১৫+ বয়স গ্রুপকে বোঝানো হয়েছে।

[২] ২০০৯ এর উপাত্ত প্রক্ষেপিত।

১.১১ শিক্ষিত বেকারত্বের উচ্চহার

আরও একটি বিষয় এই পরিসরে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে, তা হলো বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকারত্বের উচ্চহার। বিগত ২০০৯ সালে এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বেকার যুবদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। অবশিষ্টদের রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ২০০৭)। শিক্ষিতদের মধ্যে এত উচ্চহারে বেকারত্বের কারণ হিসেবে বিভিন্ন গবেষণার সমীক্ষায় যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয় সেখানে আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। শ্রম বাজারের চাহিদানুসারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না, কিছু ডিগ্রীধারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। তাই সঙ্গত কারণে অস্বাভাবিক হারে 'জেনারেলিস্ট' শ্রেণির মানুষ উৎপাদিত হলেও পেশাদার এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনসম্পদের অভাব এখনও প্রকট। ছেলেমেয়েদেরকে সাধারণ ডিগ্রী অর্জনের জন্য স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পিছনে মূলতঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারণগুলো প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এটা এক ধরনের Status symbol হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। দক্ষতা ও পারদর্শিতাপূর্ণ জনসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করার মূল লক্ষ্য এই ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে যদি বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার মারাত্মক কিছু অভিঘাত রয়েছে। সমাজে সহিংসতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির একটি উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নকে বিঘ্নিত করে (খান, ২০০৯)। শিক্ষিত যুবদের দারিদ্রের ভিন্ন একটা ধরন রয়েছে। অটল (২০০২) দেখিয়েছেন যে, নিরক্ষরতার হার হ্রাস পেলেও দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পায়। প্রচুর যুবক-যুবতীদের দেখতে পাওয়া যায়, যারা শিক্ষিত তথাপি তারা দরিদ্র। যদি বেকারত্বকে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তা হলে প্রচুর যুবক-যুবতিকে দেখতে পাওয়া যাবে, যারা দরিদ্র শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। এই পরিসরে আরও একটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে, তা হলো– যেসব সমাজে পারিবারিক বন্ধন খুব সুদৃঢ় সেই ধরনের পরিবারগুলোতে আমাদের এই অনুমানগুলো সত্যি নাও হতে পারে। একজন বেকার যুবক কিংবা যুবতী মোটামুটি একটি সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে নিরাপদ থাকে। তবে দরিদ্র পরিবারগুলোতে যে কেউ বেকার থাকার মতো বিলাসী জীবন অতিবাহিত করতে পারে না; হতে পারে তারা ভুল চাকুরিতে ভুল কর্মে নিয়োজিত (mis employment) খুবই অল্প মজুরিতে কাজ করে যাচ্ছে। আবার তারা অনেক দীর্ঘসময় কাজ করার জন্য শারীরিকভাবে

অত্যাচারিত এবং নিগৃহীত হচ্ছে। কোনো কোনো পিতা-মাতা তাদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সন্তানটিকে পড়ালেখা না করিয়ে অর্থকরী কোনো কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করছে (শিশুশ্রম)। কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক হলো এইসব পরিস্থিতির কোনোটিই তাকে বেকার থাকার মতো কোনো অবকাশ বা সুযোগ দিচ্ছে না। কারণ তাদের পরিবারের বন্ধন এবং আর্থিক সামর্থ এতটাই নড়বড়ে যে বেকার থাকার এই সময়টার যে আর্থিক ব্যয়ভার তা তার পরিবার বহন করতে পারছে না। বেকার থাকার যে সুখ এবং বিলাসিতা কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের ছেলেমেয়েরা উপভোগ করতে পারে।

১.১২ প্রতিটি যুব রূপান্তরিত হোক মানবসম্পদে

অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্পোন্নত দেশে যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য, সেখানে বিশাল যুব জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে পরিণত করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোবাবিলার জন্য কর্মসংস্কৃতিকে বিশ্বাসী, প্রতিভাবান, দক্ষ, কর্মক্ষম ও গুণগতমানের মানব সম্পদ আবশ্যক। মূলতঃ সেই সব মানুষকেই দেশের প্রকৃত সম্পদ বলা যায়, যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ; পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ও আগ্রহী; সৎ, কর্মঠ ও পরিশ্রমী; কর্মসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য যুব বয়সই হচ্ছে সঠিক সময়। শিক্ষা, প্রেষণা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষকে সম্পদে পরিণত করার উপযুক্ত সময়ই হচ্ছে যুব বয়সকাল। যুবসমাজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটিয়ে দক্ষ ও কর্মঠ জনগোষ্ঠি তৈরি করা সম্ভব হলেই কেবলমাত্র সেই জনগোষ্ঠিই দেশের প্রকৃত সম্পদ হতে পারে। বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সঠিক কৌশল, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তার সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

১.১৩ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫ তে পরিস্কারভাবে বিধৃত আছে যে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং

জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়-

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাব-গ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।"

অপরদিকে অনুচ্ছেদ-২০ এ বিধৃত আছে যে, "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী" এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। আবার অনুচ্ছেদ-৪০ এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোনো যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে।"

১.১৪ রাষ্ট্রের ভূমিকা

এসব অধিকার অর্জন ও পূরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের শতকরা ৭৩ ভাগ যুবক গ্রামে বাস করে (খান, ২০০৫)। এদের মধ্যে অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত এবং মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ঝরে পড়া গোষ্ঠি। তাদের মধ্যে এমন কোনো দক্ষতা নেই যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনশীল কোনো কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হতে পারে। এই যুবকদের মধ্যে আবার অধিকাংশই দারিদ্রের কারণে চরমভাবে বিপন্ন। উপরন্তু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক যে মূল স্রোতধারা সেখান থেকে তারা

বিচ্ছিন্ন। এদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তেমন কোনো ব্যাপক সাহসী উদ্যোগ এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আজকের যে যুবকটি বেকার সেই যুবকটি ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে একজন দরিদ্র পিতা হিসেবে; সে তার সন্তানদের জন্য দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কোনোরকম সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে না। এই বেকার যুবকটির পিতা-মাতা বাংলাদেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী দ্রুত ওই যুবকটিকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন। একইভাবে যে যুবতী কন্যা ঘরে বসে থাকে তাকেও তার পিতা-মাতা যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের পিঁড়িতে বসাবেন। এই দরিদ্র পিতা-মাতা যে ধরনের দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হবে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। বস্তুতপক্ষে, যে যুবক ও যুবতী বেকার কিংবা অর্ধবেকার হিসেবে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে, সে তার সুপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে কখনও সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। চূড়ান্ত পরিণতিতে এ ধরনের একটি সমাজ সামনের দিকে না এগিয়ে কেবল পিছু হটতে থাকে (মিয়া, ১৯৮৫)।

১.১৫ বিপদগামী যুবদের জন্য প্রয়োজন প্রতিরক্ষা বেষ্টনী

তার কিছু কিছু লক্ষণ বাংলাদেশে ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ইংরেজি দৈনিক 'দি ডেইলী স্টার (১৪ আগস্ট ২০১৩) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে ড্রাগ আসক্তের সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও অধিক যারা প্রতিদিন ৭ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি আরও একটি দৈনিক দি ঢাকা ট্রিবিউন (১৮ জানুয়ারি ২০১৪) এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ২০১২ সালে ড্রাগ আসক্ত যুবকের সংখ্যা ছিল ৫৩.২৭ শতাংশ, যা ২০১১ সালে ছিল ৪৪.২৬ শতাংশ; অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে যুবসমাজের মধ্যে ড্রাগ আসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯ শতাংশেরও অধিক। ফিরোজ (২০১২) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ড্রাগে আসক্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ হলো কিশোর-কিশোরী এবং যুব সম্প্রদায়, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। কঠোর বাস্তববাদিতা, ভোগবাদিতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বাংলাদেশের সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনে টিকে থাকার নিরন্তর লড়াই। প্রতিদিনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ যুবসমাজকে হতাশা ও নিরাশার গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে ভুলে থাকার উপায় খুঁজতে নির্ভরশীল হয়ে উঠছে নানারকম ড্রাগের উপর।

১.১৬ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজকে সম্পৃক্তকরণে বিশ্বব্যাপী তৎপরতা

সমগ্র বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন প্রক্রিয়াই যুবসমাজকে সম্পৃক্তকরণের উপর উপর্যুপরি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে তারা যেন সমাজ বিচ্ছিন্ন, বিষন্ন, হতাশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠিতে রূপান্তরিত না হয়, সেই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি তাগিদও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুবসমাজ নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করে যাচ্ছে। তারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে এই বোধ ও উপলব্ধি জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে যে, যদি যুবসমাজকে উপেক্ষা কিংবা অবহেলা করা হয়, তা হলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ক্ষতিগ্রস্থ হবে সমগ্র সমাজ তথা রাষ্ট্র নামক সত্ত্বাটি নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

১.১৭ প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত তথা গবেষণা সমীক্ষা

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই যুবসমাজ ভবিষ্যতে কি ধরনের পৃথিবীকে দেখতে চায় সেই সিদ্ধান্ত তারাই নিবে, আমরা নই। ঐতিহ্যগতভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে মূল্যবোধ, রীতিনীতি মেনে চলছি এগুলোর কোন্‌টি তারা গ্রহণ করবে আর কোন্‌টি তারা বর্জন করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত তারাই নিবে; আমরা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক নই। এই যুবসমাজ ভবিষ্যতে যে ধরনের পৃথিবী দেখতে চায় সেই পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় যে সব বিষয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করা প্রয়োজন সেগুলোর কোন্‌টি তারা করবে এবং কোন্‌টি করবে না এ সিদ্ধান্তও তারাই নিবে। আমরা যে সব ভূমিকা পালন করছি সেই সব ভূমিকার মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা তা বিচার-বিশ্লেষণ করার দায়িত্বও যুব সমাজের কাছে অর্পণ করবো। আমাদের মূল পরিকল্পনাকারী কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন হবে না।

আমরা এ যাবৎ যুব সমাজদের নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা বলেছি কিন্তু যুবসমাজের উপর কোন কোন বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিৎ সেই বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা (discourse) খুব কমই করেছি। যুবসমাজের সমস্যাগুলো যখন একত্রে রূপ নিয়ে অগ্নিকাণ্ডের আকার ধারণ করেছে, তখন আমরা অগ্নিনির্বাপণমূলক

এ্যাপ্রোচ (Fire Fighting Approach) গ্রহণ করেছি। কিন্তু কি কারণে আগুন লাগছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থেকেছি। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা। এই দু'টি ক্ষেত্রেই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো পিছিয়ে আছে, বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

১.১৮ এ যাবৎ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পালিত ভূমিকা

তবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সেই ১৯৮১ সাল থেকে নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো (১) অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করা; (২) দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ; এবং (৩) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেকার যুবকদের সম্পৃক্তকরণ (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত)। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ০৮টি প্রকল্প (সংযোজনী-১) সফলভাবে সমাপ্ত করেছে এবং ০৯টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উপরন্তু আরও ০৪টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এগুলোর তালিকা প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয়সহ সংযোজনী-২ তে উপস্থাপিত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বেশ কিছু কর্মসূচি ও প্রকল্প ছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালনসহ রুটিনভিত্তিক অনেক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করে থাকে।

১.১৯ বক্ষমাণ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

আমাদের এ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত ০৪টি কর্মসূচি যথা- ১) দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি; ২) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র; ৩) বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব); এবং ৪) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি। এই ০৪টি কর্মসূচি/প্রকল্প বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়েছে। এগুলোর বাজেট তথা অর্থায়নের পরিমাণও ছিল ভিন্ন। পাশাপাশি এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপকীয় কৌশল অবলম্বনে বাস্তবায়িত হয়েছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এগুলো বাংলাদেশের যুব সমাজের

সার্বিক উন্নয়নে বিশেষত তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখতে পারছে সেই চিন্তা থেকেই এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণাটি সম্পন্ন হলো তার বিশদ বিবরণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়ার আগে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের আলোচনা এই গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ কি ছিল তা দিয়ে শুরু করতে পারি।

১.২০ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of the Study)

গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

ক) ব্যাপক উদ্দেশ্য (Broad Objective):

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মসূচির মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা।

খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (Specific Objectives):

১) বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে যুব উন্নয়ন সম্পর্কে যে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি নির্বাচিত প্রকল্পের/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা;

২) নমুনা প্রকল্পগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করা;

৩) নমুনা প্রকল্পগুলোর ফলপ্রদতা মূল্যায়ন করা; এবং

৪) প্রকল্পগুলো অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা।

১.২১ গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্বের গুটিকয়েক ভাগ্যবান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি যেখানে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হলো যুবসমাজ। এ দেশে ক্রমাগতভাবে যুবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা বিশেষতঃ শিক্ষা ও চাকুরির চাহিদা। আবার সামাজিক শ্রেণিগত বিভিন্নতা, সামর্থ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার বিভিন্নতার কারণে যুবসমাজের মধ্যে চাহিদা ও প্রত্যাশার মধ্যেও রয়েছে বিভিন্নতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ১৯৭৪ সালে যুব উন্নয়ন

বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে। এ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত একটি জাতীয় সেমিনারে যুবদের উন্নয়নের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে ১৯৭৮ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নীতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিগত ৩৪ বৎসর যাবৎ যুবদের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে, যদি অধিকাংশ প্রকল্প ও কর্মসূচি ছিল 'প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি' – কেন্দ্রিক। এগুলোর প্রচারের জন্য লিপিবদ্ধ আকারে বিভিন্ন পুস্তিকা/প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো গবেষণা/সমীক্ষা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প কর্মসূচি/প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বাছাই করে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা হলো। এটাই এ গবেষণা গ্রহণের অনিবার্যতা এবং যৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। উল্লেখ্য যে, এই গবেষণায় লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে তাদের পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচির ত্রুটি/বিচ্যুতি/ সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে সহায়তা দেবে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে যুবসমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণেও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

২.০১ গবেষণার প্রকৃতি

গবেষণাটির প্রকৃতি ছিল Exploratory বা অনুসন্ধানমূলক। এই গবেষণার মাধ্যমে যুবদের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় ও তাদের উন্নয়নে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর ব্যবস্থাপকীয় কার্যকারিতা সম্পর্কীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কার্যকরণ সম্পর্ক যাচাই করার মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য ও লাগসই ব্যবস্থাপকীয় উপায় উদ্ভাবন করা হয়।

২.০২ সমগ্রক: যুব

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবৎ যত যুব ও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদেরকে এ গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির শুরু থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত উপকারভোগী ছিল ৫,৩২,৩০৮ জন যুব, যুব প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচির শুরু থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত উপকারভোগী ছিল ২,৯৮,৭৭৬ জন এবং বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচির শুরু থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ১,৩৪,০৪২ জন অর্থাৎ ৯,৬৫,১২৬ জন উপকারভোগী যুব ছিলেন এই গবেষণার সমগ্রক, যা নিম্নে উপস্থাপিত সারণী-০৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী-০৩: যুবদের সমগ্রক

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগী যুবকের সংখ্যা
১.	দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি	
	ক) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৫,৩২,৩০৮ জন
	খ) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২,৯৮,৭৭৬ জন
২.	বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১,৩৪,০৪২ জন
	সমগ্রকের মোট সংখ্যা =	৯,৬৫,১২৬ জন

২.০৩ সমগ্রক: কর্মকর্তা

অপরদিকে কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে নিযুক্ত ৭ জন কর্মকর্তা ও এই কেন্দ্র থেকে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০,৬৮৭ জন কর্মকর্তা, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পে নিযুক্ত ১৭ জন কর্মকর্তা ও এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪,৯২৫ জন কর্মকর্তাসহ ৪৮৬টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানার ৪৯৬ জন যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অর্থাৎ মোট ২৬,১৩২ জন কর্মকর্তা ছিলেন এ গবেষণার কর্মকর্তাদের সমগ্রক, যার বণ্টন সারণী-০৪ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী-০৪: কর্মকর্তাদের সমগ্রক

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রে নিযুক্ত নিজস্ব কর্মকর্তার সংখ্যা (ক)	কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা (খ)	মোট সমগ্রক (ক+খ)
১.	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৭ জন	১০,৬৮৭ জন	১০,৬৯৪ জন
২.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র	১৭ জন	১৪,৯২৫ জন	১৪,৯৪২ জন
৩.	৪৮৬টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৯৬ জন	-	৪৯৬ জন
মোট =		৫২০ জন	২৫,৬১২ জন	২৬,১৩২ জন

২.০৪ নমুনার একক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব এবং শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে সব কর্মকর্তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছেন তারা হলেন নমুনার একক।

২.০৫ নমুনার আকার

অত্র গবেষণায় যুবদের নমুনার আকার হল ২৭৬ জন, কর্মসূচি ভিত্তিক যার বণ্টন নিম্নরূপ:

সারণী-০৫: কর্মসূচিভিত্তিক বাছাইকৃত যুবদের নমুনার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	সমগ্রকের সংখ্যা	বাছাইকৃত নমুনার সংখ্যা
১.	দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি		
	ক) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৫,৩২,৩০৮ জন	১৫৪ জন
	খ) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২,৯৮,৭৭৬ জন	৮৬ জন
২.	বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১,৩৪,০৪২ জন	৩৬ জন
মোট =		৯,৬৫,১২৬ জন	২৭৬ জন

(নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি চূড়ান্ত অভিসন্দর্ভে সংযোজনী-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে)

তবে, কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নমুনা বাছাইকরণের ক্ষেত্রে এই গবেষণার মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল এই যে, যুবদের উন্নয়নের ব্যাপারে যে সকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং বর্তমানে যুবদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছেন এমন কর্মকর্তাগণকেই বাছাই করা হবে। এ দু'টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রথমে কর্মকর্তাদের সমগ্রক নির্ধারণ করা হয় অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ে নমুনা বাছাই করা হয় যার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন নিম্নে সারণী-০৬ এ উপস্থাপিত হলো:

সারণী-০৬: কর্মসূচিভিত্তিক বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নমুনার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রে নিযুক্ত নিজস্ব কর্মকর্তার সংখ্যা (ক)	কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা (খ)	মোট সমগ্রক (ক+খ)	বাছাইকৃত নমুনার সংখ্যা
১.	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৭ জন	১০,৬৮৭ জন	১০,৬৯৪ জন	৭ জন
২.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র	১৭ জন	১৪,৯২৫ জন	১৪,৯৪২ জন	৮ জন
৩.	৪৮৬টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৯৬ জন	-	৪৯৬ জন	৯২ জন
মোট =		৫২০ জন	২৫,৬১২ জন	২৬,১৩২ জন	১০৭ জন

উল্লেখ্য যে, সারণী-০৬ এর ক্রমিক নং-৩ এ প্রদর্শিত ৪৯৬ জন কর্মকর্তাগণের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পর্যায়ে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিগুলো যে সব কর্মকর্তা সরাসরি বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে নিযুক্ত ৭ জন কর্মকর্তা, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পে নিযুক্ত ১৭ জন কর্মকর্তাসহ ৪৮৬টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানার ৪৯৬ জন যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মধ্য থেকে ৯২ জন অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে শতকরা ১৮.৫৫ ভাগ এ গবেষণায় নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়।

২.০৬ নমুনায়ন পদ্ধতি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবৎ যত যুব ও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদেরকে সমগ্রক হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তাদের মধ্য থেকে সুবিধাজনক নমুনায়ন পদ্ধতির (Convenience Sampling Method) মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুব ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যাদের সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব হয়েছে সেই সব যুব ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়েছে। সচরাচর যে সমীকরণ ব্যবহার করে সরল দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতিতে (Simple Random Sampling) উত্তরদাতা বাছাই করা হয় সেটি বর্তমান গবেষণার জন্য যুবদের সংখ্যা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। সমীকরণটি সংযোজনী-৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

যুব এবং কর্মকর্তা উভয়ের ক্ষেত্রে নমুনা বাছাইকরণ প্রক্রিয়ায় বহুস্তরিভূত নমুনায়ন পদ্ধতি (Multistage Sampling Method) অনুসরণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অবরোহন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, যা শুরু হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে একেবারে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত। যুবদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে অনুসৃত পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:

যুবদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত বহুস্তরবিশিষ্ট নমুনায়ন প্রক্রিয়া

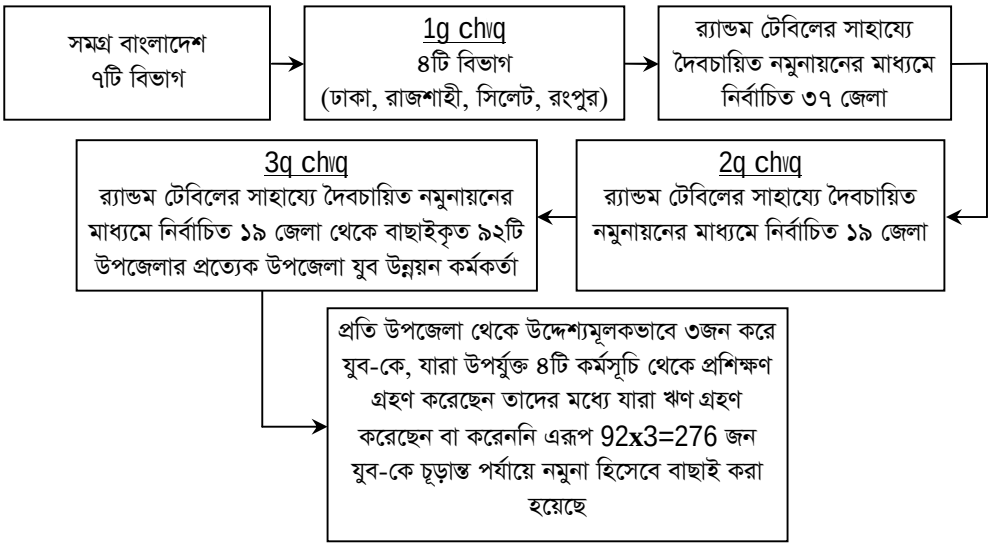

চূড়ান্ত পর্যায়ে উপরোক্ত পরিসংখ্যানিক সূত্র অনুসারে নমুনার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৬ (১৫৪+৮৬+৩৬), কর্মসূচিভিত্তিক যার বণ্টন সারণী-০৬ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

যুবদের ন্যায় কর্মকর্তাদের নমুনা হিসেবে বাছাইকরণের ক্ষেত্রেও বহুস্তরিভূত নমুনায়ন পদ্ধতি (Multistage Sampling Method) অনুসরণ করা হয়েছে, যার লেখচিত্র নিম্নরূপ:

কর্মকর্তাদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত বহুস্তরবিশিষ্ট নমুনায়ন প্রক্রিয়া

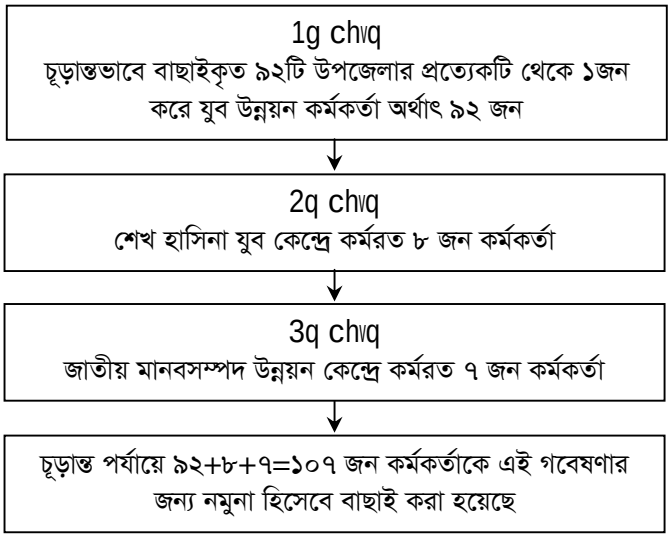

যুব ও কর্মকর্তাগণের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ছাড়াও যুবদের ৮টি নাতিদীর্ঘ কেস স্টাডির মাধ্যমে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে কেন তারা সফল অথবা ব্যর্থ হলো তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.০৭ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলতঃ একটি নমুনা-জরিপ (Sample Survey)। মুক্ত ও আবদ্ধ প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নমালার সাহায্যে জরিপটি পরিচালিত হয়। প্রশ্নমালাটি চূড়ান্তকরণের আগে গবেষণা-পূর্ব প্রশ্নমালা যাচাই (pre-testing) করা হয়েছিল। গবেষকসহ তাঁর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ৮জন গবেষণা সহকারী প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। মাধ্যমিক (Secondary) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ব্রশিউর, যুব সাময়িকী, যুব বার্তা, বই, দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন গবেষকের গবেষণা প্রতিবেদন, বিভিন্ন জার্নাল, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রবন্ধ এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং ঋণগ্রহীতা যুবদের বাস্তব সমস্যা অনুধাবন এবং তাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে তা উদ্‌ঘাটনের জন্য ০৭জন যুবের ওপর নাতিদীর্ঘ কেস স্টাডি প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর বিশদ বিবরণ মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২.০৮ গবেষণার নির্দেশক/নির্ধারকসমূহ

পরিমাপ হলো যে কোন গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে কি ধরনের নির্দেশক এবং নির্ধারক স্থির করা হলো তার ওপরে নির্ভর করে পরিমাপটি কতটা সঠিক কিংবা ভুল হলো। আমাদের এ গবেষণায় ৪টি কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরুপণের জন্য মূলতঃ নির্দেশক/নির্ধারক ছিল একটি, তা হলো- যুবরা যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে এবং পরবর্তীকালে যে ঋণ পেয়েছে এই দুইয়ের ফলশ্রুতিতে তারা আদৌ কোনো কর্মসংস্থানের কিংবা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে কিনা তা যাচাই করা। এই মৌল উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য যে নির্ধারক/নির্দেশক ছিল তা হলো- প্রশিক্ষণের বিষয়, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ, ঋণের ধরন, ঋণ পরিশোধের ধরন, ঋণের ব্যবহার এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান বা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ। এই সুযোগ লাভের ফলে তাদের পূর্বের আয়ের সঙ্গে কর্মসংস্থান বা আত্ম-

কর্মসংস্থান লাভের পরের অর্জিত আয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান রয়েছে কিনা তার পরিমাণ করাও ছিল এই গবেষণার নির্ধারক।

২.০৯ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়সমূহ (Concepts)

গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্যতা বজায় রেখে মোট ১০টি প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হলো- যুব, প্রশিক্ষণ, ঋণ, কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান, উন্নয়ন ও যুব উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং ফলপ্রদতা। প্রথমেই রয়েছে 'যুব' প্রত্যয়টি।

যুব: জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৫-২৪ বছর বয়সী হলো যুব (জাতিসংঘ, ১৯৯৮)। কিন্তু এ সংজ্ঞা পৃথিবীর অনেক দেশ অনুসরণ করে না যেমন- মালয়েশিয়ায় ১৪-৪০ বছর বয়সীরা যুব, ব্রুনাইয়ে ১৫-৩৫ বছর, ভারতে ১৫-৩৪ বছর, পাকিস্তানে ১৮-৩০ বছর, হংকংয়ে ১০-২৪ বছর, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকায় ১৫-৩০ বছর। বাংলাদেশের মোট যুব সংখ্যা ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ১৭টি দেশের মোট জনসংখ্যার সমান ও অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার দ্বিগুণ (রায়, ২০০৮)। সে যাই হোক, আমাদের এই গবেষণায় বাংলাদেশ জাতীয় যুবনীতি, ২০০৩ প্রদত্ত সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেছি এবং তার আলোকে ১৮-২৫ বছর বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশি নাগরিককে যুব হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছি (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৩)।

প্রশিক্ষণ: কোনো বিশেষ পেশায় নৈপুণ্য অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের যে প্রক্রিয়া সেটাকে প্রশিক্ষণ বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে ও সুন্দরভাবে Milkovich & Bordreau (1997) প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মতে "Training is a systematic process to foster the acquisition of skills, rules, concepts or attitudes that result in an improved match between employee characteristics and employment requirements" (p. 408)। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডও মোটামুটি এ সংজ্ঞার অনুসরণেই তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। তবে তারা সমগ্র

প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটিকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপরটিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের যে দু'টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো:

১) যুবদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন এবং কর্মসংস্থানে সক্ষমতা সৃষ্টি করা; এবং

২) জাতীয় উন্নয়নের স্রোতধারায় যুবসমাজের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৪)।

ঋণ: ইংরেজি Credit শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'credere' হতে, যার অর্থ হলো এক ধরনের আস্থা ও বিশ্বাস। যার উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে অর্থ এবং সম্পদ হস্তান্তর করে থাকে, যা ফেরতযোগ্য, তবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নয়। যে ব্যক্তিকে এই অর্থ ও সম্পদ হস্তান্তর করা হলো সেই ব্যক্তিটি ঐ অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে মোটামুটি স্থায়ীভাবে আয় বৃদ্ধিমূলক কোনো অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এই অবস্থাটি একসময় ঐ ব্যক্তিটিকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ এনে দেয়, যখন তার পক্ষে নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ দিয়েও গৃহীত ঋণটি সুদ-আসলসহ ফেরত প্রদান করা কষ্টসাধ্য হয় না (Goetz & Gupta, 1996)।

ক্ষুদ্র ঋণ: কোনো রকম বন্ধকী (collateral) সাহায্য ছাড়াই ক্ষুদ্র পরিমাণে কেবলমাত্র বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়, কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য নামমাত্র সুদে যে অর্থ প্রদান করা হয় সেটাই বর্তমান বিশ্বে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে পরিচিত (Salehuddin & Hakim, 2004)।

কর্মসংস্থান: চাকুরী বা কর্মসংস্থান বলতে দু'টি পক্ষ; যথা- নিয়োগ দাতা ও নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তি – এই দু'জনার মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো কাজ করা বোঝায় (about.com, 2015)। যে কাজটি

নিয়োগকর্তা অথবা তাঁর সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃত এবং যার বিনিময়ে নিয়োগকৃত ব্যক্তিটি নির্দিষ্ট হারে বেতন কিংবা মজুরি পেয়ে থাকেন।

আত্মকর্মসংস্থান: আত্ম-কর্মসংস্থান হচ্ছে, "To start any economic activity of your own for being self-employed. The activity may be a small business, manufacturing unit or service-cum-repair unit" (হক, ২০১৩)। আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজ মূলতঃ কোনো ব্যক্তির নিজের যোগ্যতা ও সময়ের সদ্ব্যবহারের উত্তম সুযোগ। নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার উত্তম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ক্রমোন্নতি ঘটে। নিজের কর্মক্ষেত্রে কাজ করে দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে তাকে সর্বদাই সিদ্ধান্ত দিতে হয়, বিভিন্ন রূপে তার প্রকাশ ঘটে, অনেক কিছু আয়ত্বে আনতে হয়। ফলে ব্যক্তির আত্মোন্নতি ঘটে। বর্তমানে আত্ম-কর্মসংস্থান তিনটি বিষয়ের সমন্বিতরূপের উপর নির্ভরশীল; যথা- ক) উদ্বুদ্ধকরণ; খ) সমর্থন; ও গ) ফলোআপ। এ তিনটি বিষয় মূলতঃ পারস্পরিক আবর্তক।

উন্নয়ন ও যুব উন্নয়ন: ১৯৭০ দশক থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল যে, উন্নয়ন অর্থনৈতিক অগ্রগতির চেয়েও বড় একটা কিছু; উন্নয়ন বস্তুগত কিংবা অন্য কোনো জিনিসপত্রের জন্য নয়, মানুষের জন্য [Something more than economic progress because it has to do more with persons than with things (Heredero, 1977)]। এমতাবস্থায়, উন্নয়ন যদি পরিমাপ করতে হয় তাহলে একজন ব্যক্তির সমগ্র সত্ত্বার উন্নয়ন এবং তার ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও বিকাশের সর্বোচ্চ উৎকর্ষতায় পৌঁছানোকেই উন্নয়ন বলা যাবে। অধ্যাপক ড. ইউনূস (২০০৭) এর ভাষায়, "সরাসরি দারিদ্র দূরীকরণই হবে সকল উন্নয়ন চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য; তাই উন্নয়ন ধারণাটিকে মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে পরিমাপ করতে হয়। এটা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চলবে না"। ড. ইউনূস যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা হলো "যে কোনো দেশ ও সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণির ৫০ ভাগ মানুষের মাথাপিছু যে আয় সেই আয়টিকেই জাতীয় আয়ের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। সম্পদের অন্য শ্রেণির মানুষের মাথাপিছু আয় যোগ করে যদি জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয় তাহলে সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে না।"

অতি সম্প্রতিকালে টেকসই উন্নয়ন তথা Sustainable Development -এ যে কথা বলা হচ্ছে সেই উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেও একটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে, তা হলো, বর্তমানে যেসব উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে সেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পেছনে আমরা প্রাকৃতিক যত সম্পদ বিনিয়োগ করছি তা যেন কোনোমতেই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে এবং পৃথিবীতে আগামীতে যেসব প্রজন্ম আবির্ভূত হবে তারাও যেন নিজেদের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রকৃতির সকল সম্পদ সমানভাবে ভোগ করতে পারে সেই সুযোগ সংরক্ষিত রাখতে হবে। সে যাই হোক, বক্ষমাণ এই গবেষণায় আমরা যুব উন্নয়ন বলতে এক ধরনের বিশেষ বয়সী মানুষের উন্নয়ন বোঝাচ্ছি যারা পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ঋণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সহায়তার মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্র দূর করে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর সঙ্গে আরও দু'টি বিষয় সম্পৃক্ত; একটি হলো সকল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবসমাজের অংশগ্রহণ এবং তাদের ক্ষমতায়ন।

ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ: ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Empowerment' বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীর একাডেমিক আলোচনা এবং প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বহুল আলোচিত একটি শব্দ। তবে এই প্রত্যয়টি এখনও কোথায়ও পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত কিংবা বাস্তবে কোন্ মানদণ্ডের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে আমাদের এই বক্ষমান গবেষণায় Gajanayake (1993) এর নির্দেশনাটুকু আমরা অনুসরণ করতে পারি। তিনি উল্লেখ করেছেন, "ক্ষমতায়ন হলো জনগণের মধ্যে এই বোধ এবং উপলব্ধিটুকু জাগ্রত করা যার মাধ্যমে সে যেই পরিস্থিতিতে আছে সেটির বাস্তবতাটুকু যেন সে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়; এখানেই সে থেমে থাকবে না, সমগ্র পরিস্থিতিটুকু সে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন করবে। অতঃপর তার অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে এবং এই ধারায় সে এমন একটা অবস্থানে পৌঁছাবে যে অবস্থানে থেকে তার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করবে।" এখানে এই গবেষণায় জনগণের স্থানে যদি আমরা বাংলাদেশের যুবসমাজ শব্দটি প্রতিস্থাপন করি তাহলে বাংলাদেশের যুবসমাজের ক্ষমাতায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারে।

অপরদিকে অংশগ্রহণ শব্দটিও আলোচিত এবং বিতর্কিত একটি প্রত্যয়। আমরা শুরুতেই জাতিসংঘ (১৯৭৫) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করতে পারি। এই বিশ্বসংস্থার মতে, "অংশগ্রহণ হলো তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি প্রক্রিয়া। প্রথমতঃ এখানে থাকবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের সম্পৃক্ততা, দ্বিতীয়তঃ উন্নয়ন কর্মসূচিতে তাদের অবদানটি পরিস্কারভাবে উন্মোচন করা; এবং তৃতীয়তঃ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে সুফল সেই সুফলের ভাগীদার হিসেবে গণ্য করা তথা সুফল ভোগ করার যে অধিকার তা নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্প্রতিকালে অংশগ্রহণের ধরন, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের শ্রেণিবিন্যাস (Typology) উপস্থাপন করেছেন। তার মধ্যে Paul (1987) এবং Pretty (1995) বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। Paul চার ধরনের এবং Pretty আট ধরনের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বক্ষমাণ গবেষণায় আমরা উপরে বিধৃত জাতিসংঘের সংজ্ঞাটি-ই গ্রহণ করবো।

ব্যবস্থাপনা: ব্যবস্থাপনা মানব সভ্যতার শুরু থেকেই সভ্যতার ধারার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। অনেকের মতে Management শব্দটি ইতালীয় ল্যাটিন শব্দ 'Managgaire' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। শব্দগত অর্থে Management শব্দের অর্থ হচ্ছে 'To train up the horses' অর্থাৎ অশ্বকে সুশিক্ষিত করে তোলা (Carpenter, 2009)`। সাধারণ অর্থে ব্যবস্থাপনা হলো To handle অর্থাৎ চালনা করা। কোনো সংগঠনের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থাপক সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন সেটাই হলো ব্যবস্থাপনা।

ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য: ব্যবস্থাপনা একটি নির্বাহীমূলক কার্যক্রম। কোনো উদ্দেশ্য অর্জন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নই এর মূল কাজ। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তি ও উপকরণের সবচেয়ে কাম্য ব্যবহারে ব্যবস্থাপনা হলো একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি স্থান-কাল-পাত্রভেদে কিছুটা ভিন্নতর হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষের জন্য ব্যবস্থাপনা, সুতরাং ব্যবস্থাপনা একটি

সামাজিক প্রক্রিয়া। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তাদেরকে একটি পরিবারভুক্ত করে, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে পরস্পর এবং প্রত্যেকের পৃথক কর্মপ্রয়াসকে সমন্বিত করে। এর ফলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয় (Allen, 1958)।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপকরণ: কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মানব সম্পদসহ অন্যান্য নানাবিধ সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য কি কি কৌশল অনুসৃত হবে, পাশাপাশি কি ধরনের বস্তু বা সম্পদ এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে – এ সবকিছুর সমাহারকে ব্যবস্থাপনার উপকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা হলো উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া। যার সাথে পরিকল্পনা সংগঠন অন্যান্য কাজ জড়িত। Terry & Franklin (1994) ৬টি M এর সাহায্যে ব্যবস্থাপনার ৬টি উপকরণ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থঅপন করেছেন, যা নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

ক) মানুষ (Men): মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যই উৎপাদন বা সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করে। অনেক সময় যথাযথভাবে যথাসময়ে দক্ষ জনশক্তির অভাবে এ কাজটি সুসম্পন্নভাবে করা সম্ভব হয় না, তখন দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করতে হয়। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় কর্ণধার/ব্যবস্থাপকগণ উপযুক্ত দক্ষ মানব সম্পদ নিযুক্ত করে সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। মানবসম্পদের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হলে মানুষের বস্তুগত অভাব পূরণের জন্য সম্পদের প্রয়োজন। অন্যান্য বস্তুগত উপকরণের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হয়।

খ) মালামাল (Materials): মালামাল বলতে উৎপাদন বা প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার্য কাঁচামাল বা প্রস্তুত পণ্যকে বুঝায়। যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন বা তা সংগ্রহ করে বাজারজাত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা বিক্রয় করলেও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কিছু মালামাল বা সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার করে। মালামাল মানসম্মত হলে মানবীয় প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

গ) যন্ত্রপাতি (Machines): প্রাকৃতিক উপাদানকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের হাতিয়ারকে যন্ত্রপাতি বলে। ব্যবস্থাপনার মৌল উপকরণের মধ্যে যন্ত্রপতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত মানের যন্ত্রপাতি দিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের পণ্য বা সেবা উৎপাদন সম্ভব হয়। এ জন্য বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা চালায়।

ঘ) অর্থ (Money): সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যুকৃত বিহিত মুদ্রাকে অর্থ বলে। যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান হলো এই অর্থ। অর্থ বা পুঁজি ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানই কার্যতঃ গঠন ও পরিচালনা করা যায় না। প্রয়োজনীয় অর্থ যথাসময়ে সংগ্রহ এবং অর্থের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জন করা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ) বাজার (Market): বাজার হলো বিক্রেতার উৎপাদিত/পরিবেশিত পণ্য বিক্রয় এবং তা ভোক্তা অথবা ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়ের নির্দিষ্ট একটি স্থান বা মাধ্যম, যা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা স্বীকৃত। এখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই পরস্পর মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় এবং পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার প্রতিনিয়ত উঠা-নামার মাধ্যমে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন অবয়বের বাজার লক্ষ করা যায়, যা বিভিন্ন পদ্ধতি, সম্পর্ক এবং অবকাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বর্তমানকালে এই বাজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় পরিচালনার প্রয়োজনে একজন দক্ষ উদ্যোক্তা বাজার থেকেই সহজেই পুঁজি (স্টক মার্কেট/ক্যাপিটাল মার্কেট) সংগ্রহসহ স্বয়ংক্রিয় ও উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় বাজার সৃষ্টি খুব কঠিন।

চ) পদ্ধতি (Method): উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কাজের কিছু নিয়ম বা কৌশল থাকে। কার্য সম্পাদনের জন্য এসব নিয়ম ও কৌশলের প্রয়োগকেই পদ্ধতি বলে। অনুসৃত এসব পদ্ধতিও ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপকরণ। যে কোন প্রতিষ্ঠানেই দীর্ঘদিনের

কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রতিটা কাজের সুবিধাজনক উপায় বা পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে। কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সময়ের সাশ্রয় ঘটে এবং গতিশীলতা বাড়ে।

ফলপ্রদতা: ব্যবস্থাপনার সাফল্যের সূত্রে ফলপ্রদতা যে অপরিহার্য এ ব্যাপারে প্রথমে পিটার ড্রাকার (১৯৬৭) বক্তব্য রাখেন। ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবিসংবাদিত এ লেখকের ভাষায় ফলপ্রদতা হলো "doing the right thing" (সঠিক কাজটি করা)। এ কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে ফলপ্রদতা সঠিক লক্ষ্য (right goals) নির্ধারণের সাথে জড়িত। যে ব্যবস্থাপক ভুল বা বেঠিক লক্ষ্য নির্বাচন করেন (যেমন- গাড়ির বাজারে ছোট গাড়ির বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বৃহদাকারের গাড়ি নির্মাণ) তিনি অদক্ষ ব্যবস্থাপক। সর্বোচ্চ নৈপুণ্যের সাথে বড় গাড়ি তৈরি করতে পারলে তিনি অদক্ষ; কারণ তিনি সঠিক কাজটি করেননি। অনেক ক্ষতির পর যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরস্ এ শিক্ষাটি পেয়েছিল। ১৯৭০-এর দশকে যখন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কম পেট্রোলে অধিকতর মাইল যায় এমন ধরনের ছোট আকারের গাড়ির চাহিদা বেড়ে গেল, তখন জেনারেল মোটরস্ জাপানি ও জার্মান গাড়ির প্রতিযোগিতাকে তোয়াক্কা না করে বড় গাড়ি তৈরির পরিকল্পনা অব্যাহত রাখে। ব্যবস্থাপকরা ধরে নেন যে, আমেরিকার পণ্যের প্রতি অনুগত আমেরিকান ক্রেতারা বিদেশি পণ্য কেনা থেকে বিরত থাকবে এবং ছোট গাড়ির চাহিদা আসলেই একটি সাময়িক ঝোঁক, বেশি দিন থাকবে না। ফলে, বিদেশি প্রতিযোগীদের হাতে জেনারেল মোটরস্ মার খেয়ে গেল।

ফলপ্রদতার দৈন্য বা অভাব যে কোনো পরিমাণ নৈপুণ্য দিয়ে পূরণ করা যাবে না। Drucker (1967) আরও বলেন, প্রতিষ্ঠানের সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো ফলপ্রদতা। সুতরাং নৈপুণ্যের সাথে কাজ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার আগেই ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত করতে হবে সঠিক কাজটি তিনি খুঁজে পেয়েছেন। অতএব সঠিক কাজটি নির্বাচন করাই হচ্ছে ফলপ্রদতা।

২.১০ তথ্য টেবুলেশন

চলতি গবেষণার সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তসমূহ প্রচলিত পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক টেবুলেশন করা হয়েছে। গণসংখ্যা নিবেশন (Frequency distribution) করে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত টেবুলেশন করা হয়েছে। গণসংখ্যা নিবেশনের সময় প্রত্যেক যুবক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রশ্নপত্রসমূহ নিরপেক্ষ চলক ও নিভরশীল চলকের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে টেবুলেশন করা হয়েছে।

২.১১ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ করার পরে তা যদি যথাযথভাবে টেবুলেশনের মাধ্যমে উপযুক্তরূপে বিশ্লেষণ করা না হয় তাহলে অনেক তথ্য-উপাত্তের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না। কাজেই সেদিক থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ অপেক্ষা তা বিশ্লেষণ করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন সময় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি দুর্বল হলেও অভিজ্ঞ গবেষকের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হওয়ার পরে সংগ্রহের সময়কার দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায়। পক্ষান্তরে, সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হওয়ার পরেও যদি তা যথাযথভাবে দক্ষ হাতে বিশ্লেষিত না হয় তাহলে দক্ষ সংগ্রহ কার্য অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই বর্তমান গবেষণার তথ্য-উপাত্তসমূহ অভিজ্ঞ সুপারভাইজারের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.১২ তথ্য উপস্থাপন

তথ্য বিশ্লেষণ অপেক্ষা তথ্য উপস্থাপন আরও গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠুভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহান্তে বিশ্লেষণ কার্যটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা গেলে গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জন সহজসাধ্য হয়। অনেক সময় দেখা যায়, তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবেই সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু উপস্থাপনা ততটা দক্ষতার সাথে করা হয়নি বা বিশ্লেষণেও অসংলগ্নতা রয়েছে। এ অবস্থায় গবেষণার উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে অর্জন করা কষ্টসাধ্য হয়। অন্যভাবে বলা যায়, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে কিছুটা অদক্ষতা থাকলেও উপস্থাপনার শৈলিতার বদৌলতে গবেষণা প্রতিবেদন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য। বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের তথ্যাদি সুপারভাইজার মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত কম্পিউটার পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৩ কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার

কম্পিউটারের ব্যবহার গবেষণার জগতেও খুব জনপ্রিয়। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, উপস্থাপন, প্রচার প্রভৃতি কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার আধুনিক প্রযুক্তির এক অনবদ্য অবদান। বর্তমান গবেষণার সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটার মাইক্রোসফ্‌ট ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল, SPSS প্রভৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটার এক্সেলে টেবিল এবং চিত্র (graph) আকারে উপস্থাপন করে অভিসন্দর্ভে যথাস্থানে বসানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতাও গ্রহণ করা হয়েছে। সুপারভাইজার মহোদয়ের পরামর্শও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

৩.০১ ভূমিকা

বিষয় সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা যে কোনো গবেষণা কর্মে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং শূন্যতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে বর্তমান অধ্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা। কেননা, সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন, অনুমান গঠন, ফলাফল নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রায়োগিক কৌশল সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বর্তমান গবেষণা কর্মটিকে বস্তুনিষ্ঠ করতে সংশ্লিষ্ট কিছু সাহিত্য পর্যালোচনা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

৩.০২ যুব উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক মাল্টিডিসিপ্লিনারী বিষয়

মনোবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, অপরাধ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আইনশাস্ত্রের মতো সামাজিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের বহু মনীষী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক যুব উন্নয়ন ধারণাটির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। যুবসমাজের জীবন-জীবিকা ও তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সমস্যাবলীর উপর বহু গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তবুও যুব উন্নয়ন প্রকল্প ও যুব সম্প্রদায়ের অনেক বিষয় মনীষীদের চিন্তা-ভাবনা ও বোধদয়ের বাইরেই থেকে গিয়েছে এবং সে কারণেই এই বিষয়ে অধিকতর গবেষণা ও অনুসন্ধানের আকাংক্ষা অনেক গবেষকের মধ্যেই আছে। সেই আকাঙ্খা পূরণের ফলশ্রুতিতে যুবসমাজের ওপর প্রচুর সাহিত্য কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধানতঃ তিন ধরনের সাহিত্যকর্ম চোখে পড়ে। প্রথমতঃ বিভিন্ন পাক্ষিক, দৈনিক, সম্পাদকীয় এবং সমীক্ষা রিপোর্টে উদ্ধৃত সাংবাদিকতা ভিত্তিক সাহিত্যকর্ম। দ্বিতীয় ধরনের সাহিত্যকর্ম হচ্ছে মনীষীদের পর্যবেক্ষণমূলক, অনুধাবনমূলক ও গবেষণাধর্মী ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যকর্ম। তৃতীয় ধরনের সাহিত্যকর্ম হচ্ছে বিভিন্ন সরকারী প্রতিবেদন, নথিপত্র ইত্যাদি, যাকে মূলতঃ পরিসংখ্যাণমূলক সাহিত্যকর্ম বলা হয়। পরিসংখ্যাণ ব্যুরো এবং পরিকল্পনা কমিশন সাধারণত এ জাতীয় সাহিত্যকর্ম নিয়ে

কাজ করে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, কর্মসংস্থান প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে পরিসংখ্যাণমূলক সাহিত্যের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেরও যুব পরিসংখ্যাণমূলক উপাত্ত সংগ্রহের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে। এর বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন পরিসংখ্যাণমূলক উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে তার প্রচার করে থাকে। আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ পালনকালে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের পরিসংখ্যাণ অফিস যুব সম্প্রদায়ের উপর পরিসংখ্যাণমূলক আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং মানবাধিকার বিষয়ক বিভাগ, জাতিসংঘ সদর দপ্তর, ILO, FAO, UNESCO এবং WHO এর পরিসংখ্যাণ অফিসের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে নানা ধরনের প্রচারপত্র প্রচার করে।

৩.০৩ বক্ষমাণ পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য সংকলন

তবে, বিদেশে প্রকাশিত ব্যবস্থাপনার ওপর ৪টি আকর গ্রন্থ ছাড়াও আমাদের এই পর্যালোচনায় মূলতঃ বাংলাদেশে ১৯৭৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ, প্রবন্ধ এবং সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনসহ ২৬টি সাহিত্য পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, এগুলোর মধ্যে মাত্র ৭টি গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত নির্ভর, অবশিষ্ট ১৯টি কোনো গ্রন্থাকার/নিবন্ধকার এককভাবে ব্যক্তিগত চিন্তা ও প্রজ্ঞা অনুসারে বিশ্লেষণ করেছেন, আবার বেশ কিছু নিবন্ধ ও প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান/সংস্থা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে প্রকাশ করেছে। এই সাহিত্য পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মূল অভিসন্দর্ভে দেয়া হয়েছে। কালক্রম অনুসারে ১৯৭০ দশক থেকে পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে এবং ২০১৩ সালে এসে তার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে।

৩.০৪ ১৯৭০ এবং আশির দশকে প্রকাশিত/সম্পাদিত গবেষণা/সাহিত্য

সাদেক (১৯৭৮) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন যা বাংলাদেশে যুবসমাজকে নিয়ে পরিচালিত গবেষণার সারিতে পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ঐ গবেষণাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত যুবসমাজের আর্থ-সামাজিক পটভূমি খুঁজে বের করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পে অংশগ্রহণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা। উপরন্তু, এটি প্রধানত সংশ্লিষ্ট ছিল শিক্ষিত গ্রামীণ যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার সাথে।

গবেষণাটি রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় পরিচালনা করা হয়েছিল। এই গবেষণাটির জন্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষকগণ মূলত সামাজিক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। প্রারম্ভিক পর্যায়ে গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অনেকবার গিয়েছেন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। মোটামুটি প্রত্যেকটি পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা গঠনের পর তার ভিত্তিতে তিনি ৪০৫ জন শিক্ষিত যুবককে নির্দিষ্ট করেছেন। তার মধ্য থেকে গবেষক ১৪৩ (৩৬%) জন শিক্ষিত যুবকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যাদেরকে স্তরিভূত নমুনায়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছে। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রসমূহ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষিত যুবসমাজের আর্থ-সামাজিক পটভূমি, তাদের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা, সমাপ্ত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান।

রাজশাহীর শিক্ষিত যুবকদের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উন্মুক্ত করেছে:

(১) যুবক এবং বয়োবৃদ্ধদের মধ্যকার প্রজন্মগত ব্যবধান ব্যাপক এবং সমাজের প্রাপ্তবয়স্করা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রামীণ যুবকদের সময়োপযোগী নির্দেশনা ও সুযোগ প্রদানে ব্যর্থ;

(২) বাংলাদেশে জাতীয় যুব নীতির দারুণ অভাব;

(৩) যুব প্রকল্প যেমন- বয় স্কাউট, গার্ল গাইড এবং অন্যান্য কর্মসূচিগুলো শহরকেন্দ্রিক;

(৪) গ্রামীণ স্কুল ও কলেজগুলোতে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক কল্যাণমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ কম; এবং

(৫) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পগুলো নগরের যুবসমাজকে গুরুত্ব দেয়।

সাদেকের গবেষণায় অন্যান্য যে সব তথ্য ও উপাত্ত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা হলো:

(১) বেশিরভাগ যুবকের বয়স ২০-২৪ বছরের মধ্যে;

(২) অর্থনৈতিক চাপের কারণে অনেক গ্রামীণ যুবকেরা পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়;

(৩) প্রায় সকল যুবক এবং তাদের পিতারা গতানুগতিক সরকারি চাকরির প্রত্যাশা করে;

(৪) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুবক নিয়মিত রেডিও শোনে এবং পত্রিকা পড়ে;

(৫) মাত্র এক-তৃতীয়াংশ যুবক বৃত্তিমুলক দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী;

(৬) অনেক যুবক চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ সমর্থনের অভাব থেকে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে;

(৭) পরিস্থিতি শিক্ষিত যুবকদেরকে তাদের পারিবারিক পেশায় যোগ দিতে বাধ্য করে এবং অনেক যুবক কৃষিকাজ, ব্যবসার মাধ্যমে তাদের পরিবারকে সহায়তা করে;

(৮) কিছু পিতা তাদের শিক্ষিত সন্তানকে পরিবারের দায়িত্বশীল সদস্য বানানোর জন্য বিয়ে করিয়ে দেন;

(৯) এক-তৃতীয়াংশ আত্ম-নির্ভরশীল যুবক তাদের স্কুলের দিনগুলোতে কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং অল্প সংখ্যক যুবক সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করত;

(১০) ঐ পুরো এলাকায় মাত্র একটি যুব সংগঠন রয়েছে এবং গ্রামগুলোতে বিনোদনের জন্য কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না।

চলমান এমন পরিস্থিতিতে সাদেকের পরামর্শ হলো:

(১) সব ধরনের যুবকের আর্থ-সামাজিক চাহিদা চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে একটি জাতীয় যুব নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(২) স্কুল ও কলেজে অনুসৃত শিক্ষার কোর্স এবং পাঠদানের পদ্ধতির ভিত্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা;

(৩) শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যারা শিক্ষিত তাদেরকে উন্নততর কৃষি জ্ঞান প্রদান করা;

(৪) জমির ব্যাপক সংস্কার করা এবং জমির সর্বোচ্চ সীমা ৫০ বিঘায় নামিয়ে আনা;

(৫) ধাপে ধাপে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা; এবং

(৬) ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে কার্যকরী যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

"Youth Power" ড. মিজানুর রহমান শেলী (১৯৭৯) প্রণীত একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা। তিনি যখন ১৯৭৯ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগে পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন তখন সরকারিভাবে এই পুস্তিকাটি

প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় লেখক বাংলাদেশের যুবদের হতাশা, মাদকাসক্তি, নৈতিকতার অবক্ষয় রোধ করে কর্মমুখী শক্তিতে রূপান্তরের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যুব উন্নয়ন সংস্থা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে যুবদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার যে প্রয়াস হাতে নিয়েছে তা বৃথা যেতে পারে না। তিনি আরো বলেছেন, যুবদের মধ্যে আত্মমর্যাদা, আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম বোধ এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ফলে যুবসমাজ বেকারত্বের বেড়াজাল থেকে অর্থকরী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়াও গ্রন্থটিতে লেখক বাংলাদেশের যুবসমাজের জন্য নৈতিকতার দিকটির গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ যুব শক্তি বিনির্মাণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

খান (১৯৮৩) ESCAP এ উপস্থাপিত 'Economic Aspects of the Lives of Youth in Bangladesh' শীর্ষক মনোগ্রাফে আলোকপাত করেন যে:

(১) বাংলাদেশের ৯০ শতাংশের বেশি যুবক গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে বিরাট একটি অংশ কৃষি ও চাষাবাদকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত;

(২) বেশিরভাগ গ্রামীণ যুবকদের বৃত্তিমূলক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগও সীমিত;

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যন্ত পড়ালেখা করা বেকার যুবকের হার যথাক্রমে ৫৮ ও ৩২।

তিনি অন্যান্য আরও যেসব তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন তা হলো:

(১) গ্রামীণ যুব-শ্রমশক্তি হিসেবে যারা নিয়োজিত তাদের মধ্যে সবাই পুরুষ এবং তাদের মধ্যে বেকার হয়ে যাওয়ার একটি উদ্বেগ সবসময় কাজ করে;

(২) গ্রামীণ প্রথা অনুসারে ২০ বছরের কম বয়সীদেরকে কম মজুরি প্রদান করা হয়;

(৩) শ্রম বাজারের যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চাকরিপ্রার্থী হয়। তারা পরিবারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিশু শ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করে এবং গ্রামীণ যুবকদের মধ্যে ছদ্মবেশী বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়;

(৪) এই প্রবণতা এমনকি স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও রয়েছে।

উপরোক্ত গবেষণাটিতে পেশা হিসেবে কৃষিকাজ বেছে নেয়ার বিষয়ে যুব সম্প্রদায়কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই গবেষণায় যুবসমাজসহ শিশুদের দারিদ্র, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থাও তুলে আনা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'জাতীয় উন্নয়নে যুব শক্তির ব্যবহার ও সরকারী নীতি' শীর্ষক নিবন্ধে বাংলাদেশে যুব সম্প্রদায়ের দারিদ্রের স্বরূপ উন্মোচন করার সূত্রে বলেছেন যে, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত যুব ও যুব মহিলাগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, সমাজ সচেতন এবং আত্মসচেতন দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এ উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যুব দারিদ্র মূলত অশিক্ষা, অদক্ষতা এবং কর্মহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাই, তিনি যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে যুবসমাজকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

UNESCO'র অর্থায়নে খান এবং রওশনজ্জামান ১৯৮৫ সালে 'Role of Youths in National Development' শীর্ষক Country Study টি সম্পন্ন করেন। গবেষণাটির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। জরিপ কাজটি ঢাকা ও ফরিদপুর শহর এবং কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের দুটি গ্রামে পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় যুব সম্প্রদায়কে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় যথা- কর্মরত যুবক, বেকার যুবক ও ছাত্র। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রশ্নমালার সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

এই গবেষণায় দেখা যায় যে, পারিবারিক আয়ে কর্মরত যুবকরা আর্থিকভাবে ২৫% এবং বেকার যুবকরা মাত্র ১.৭৬% অবদান রাখতে পারছে। এই গবেষণার আরও একটি চিত্র হলো সব ধরনের যুবকদের মধ্যে ৬৭.৫৭% যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ বিষয়ে অজ্ঞানতার হার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে

সবচেয়ে বেশি (৮১.০৭%), মাত্র ১৮.৬১% কেবলমাত্র নাম শুনেছে। মাত্র ১৭% যুবক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নাম এবং এর কাজ সম্পর্কে জানে।

এই গবেষণায় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে অনুকূল সম্পর্ক রয়েছে বলে যুক্তি দেখানো হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুবসমাজের মধ্যে যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা উঁচু মাপের চাকুরি লাভে সক্ষম হয়েছেন। দেখা যায় যে, মোট যুবকদের ৭৮.২৪% চাকুরির ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। তারা এই ধারণাও পোষণ করেন যে, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তারা যে চাকুরিটি পেয়েছেন সেটি যথার্থ। চমকপ্রদ একটি বিষয় হলো এই যে, যারা তুলনামূলকভাবে নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত, তারা শিক্ষিত যুবকদের তুলনায় অনেক কম সময় বেকার জীবন কাটিয়েছে। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ১১.১১% যুবককে পাঁচ বছরের অধিক সময় বেকার জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ৫৮.৯১% বেকার যুবক মনে করে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের অভিশাপ দূর করা সম্ভব।

একইভাবে গবেষণাটি থেকে জানা যায় যে, প্রায় সব ধরনের ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যাগুলো সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত। মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে ৮০% যুবক স্বীকার করে নিয়েছে যে, যুবকরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ এবং রাষ্ট্র ও আইন বিরোধী নানা রকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এর পিছনে অস্বাস্থ্যকর আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া বেকারত্ব এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিকে তারা দায়ী করেছেন।

যুবসমাজের সার্বিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে জনাব খান ও রওশন যুবসমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষে পরামর্শ প্রদান করেছেন:

(১) সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে নারীদের জন্য শিক্ষালাভের বিষয়টি আকর্ষণীয় করে তোলা;

(২) কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বেশি বেশি গুরুত্বারোপ করা;

(৩) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ যুবকেরা চাকুরির বাজারে যেন দ্রুত উপযুক্ত চাকুরি লাভে সক্ষম হয় সেই বিষয়টি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সরাসরি দেখভাল করা;

(৪) কায়িক পরিশ্রমের প্রতি যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি চালু করা;

(৫) অশিক্ষিত যুবকদের জন্য সরকার কর্তৃক যে ধরনের কর্মসংস্থানমূলক নীতি অনুসৃত হচ্ছে তার আমূল পরিবর্তন সাধন করা; এবং

(৬) যুবসমাজ যেন নেশাগ্রস্থ, ধূমপানে আসক্ত, অপরাধ ও অন্যান্য অনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ ধ্বংসাত্মক ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর উদ্বুদ্ধমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

খুব সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে প্রতিভাত হয় যে, এই গবেষণায় বেশিরভাগ যুবদেরকে বাছাই করা হয়েছে নগর, আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং শিক্ষাগতভাবে এগিয়ে থাকা পরিবার থেকে। তাই, এই গবেষণায় গ্রামীণ যুবসমাজ ততটা গুরুত্ব পায়নি।

মিয়া (১৯৮৫) তাঁর 'Youth in Distress: A Psycho-Social Analysis of Youth Unemployment in Bangladesh' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের যুবসমাজ সৃজনশীলতা, গতিময়তা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পর্শকাতরতার জন্য সুবিদিত। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজ যেন কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই লক্ষ্যে তিনি সর্বস্তরের জনগণের পৃষ্ঠপোষকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাংলাদেশের যুবসমাজ সম্পর্কে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের আলোকে যেসব চিত্র উন্মোচন করেছেন সেগুলো হলো:

(১) মাত্র ২০-২২ শতাংশ যুবক অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং তাদের বেশিরভাগই (৮০ শতাংশের বেশি) গ্রাম অঞ্চলে বাস করে;

(২) গ্রামীণ দারিদ্রের নিকৃষ্ট রূপ হলো বেকারত্ব;

(৩) যুবসমাজের বড় একটি অংশ শিক্ষালাভের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়নি কিংবা জীবনধারণের ব্যয় নির্বাহের উপযোগী কোনো পেশায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য যে ধরনের দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন সেটাও অর্জন করতে সক্ষম হয়নি;

(৪) অধিকাংশ যুবকই স্কুল থেকে ঝরে পড়া বেকার এবং ভবিষ্যৎ জীবন সে কিভাবে অতিবাহিত করবে সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনাহীন;

(৫) প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে পরাজিত এই যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত, মাসনিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং এমন ধরনের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের নিবিষ্ট, যা একজন সুস্থ, স্বাভাবিক তরুণের পক্ষে সম্ভব নয়; এবং

(৬) তাদের মধ্যে এই যে অস্বাভাবিকতা, তা নিয়ে তাদের পিতামাতা, শিক্ষক, জননেতা, পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা – সবাই উদ্বিগ্ন।

এসব পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ড. মিয়া পেশাদার ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে যুবসমাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি যুবসমাজের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট একটি নীতি প্রণয়নের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় ড. মিয়ার পরামর্শ হলো:

(১) যুবকদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে পেশাদার কর্মীবৃন্দের অধীনে পরীক্ষামূলক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

(২) যুবসমাজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম এরূপ প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা;

(৩) সুনির্দিষ্ট যুব নীতিমালা প্রণয়ন এবং যুবদের জন্য উপযুক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে যুবসমাজ ও সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে, সরকার ও যুবসমাজের মধ্যে এবং নেতা ও সাধারণ যুব সদস্যের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ভট্টাচার্য (১৯৮৭) পরিচালিত 'Effectiveness of a Training Programme in Secretarial Science and Typing for the Unemployed Youth in Bangladesh' শীর্ষক সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল বেকার যুবদের জন্য মুদ্রাক্ষরিক এবং দাপ্তরিক বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ন করা এবং

আত্ম-কর্মশীলদের উন্নয়ন ও অন্যান্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দক্ষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল যাচাই করা। প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ কর্মসূচির কার্যকারিতা পরিমাপের জন্য দু'ধরনের নির্দেশক; যথা- পরিমাণগত এবং গুণগত পরিমাপক ব্যবহার করা হয়।

গবেষণায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, ৬১ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে চাকুরি লাভের আশায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এবং ২৫ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী নিজে ব্যবসায় শুরু করার উদ্দেশ্যে এবং কিছু কিছু প্রশিক্ষণার্থী তাদের বিদ্যমান প্রকল্পগুলোর পরিসর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তবে ১৯.৪ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার আগেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ বন্ধ করে দেয়, ২৩.৫ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী অর্থনৈতিক কারণে, ২১.৩১ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী পর্যাপ্ত পরিচর্যা ও প্রণোদনার অভাবে প্রশিক্ষণের মাঝ থেকে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়ার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে – কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া, লেখাপড়ার চাপ, অসুস্থ্যতা ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা যায়, দক্ষতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের প্রতি প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই হার ছিল ৯০.০৭ শতাংশ, যা ১৯৮৪-৮৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯১.১২ শতাংশ।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপকারিতা সম্পর্কে ৩০.২ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী মনে করে তাদের চাকুরির জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ খুবই জরুরী। অবশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ২০.৮ শতাংশ মনে করে প্রশিক্ষণের বিষয় তাদের চাকুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ২৪.৮ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন যে, প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে তাদের উপার্জন কোন না কোনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেবলমাত্র ৩.১ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী, যা প্রায় ৫৭.৯ শতাংশ মনে করেন আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো ভূমিকা নেই।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে জনাব ভট্টাচার্য নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেন:

(১) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ;

(২) সুবিধা বঞ্চিত এবং বেকার যুবদের জন্য সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(৩) প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যক্রমভিত্তিক এপ্রোচ অবলম্বন করা এবং তা প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা থেকে শুরু করে তাদেরকে চাকুরিতে বহাল অবধি অব্যাহত রাখা;

(৪) উপযুক্ত সাংগঠনিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের বিষয়টি পরিকল্পিতভাবে পরিবীক্ষণ ও ফলোআপ করা।

৩.০৫ ১৯৯০ এর দশকে প্রকাশিত/সম্পাদিত গবেষণা/সাহিত্য

আই.এল.ও (১৯৯১) কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা হচ্ছে 'Self-employment Programme in Bangladesh: Experience of Selected Organization' যা যুব সম্প্রদায়ের আত্ম-কর্মসংস্থান বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা। এটি বাংলাদেশে নিয়োজিত কিছু নির্বাচিত সংস্থার উপর পরিচালনা করা হয়, যার মধ্যে ৫টি সরকারি এবং ৫টি বেসরকারি সংস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ গবেষণাটি মূলত দু'টি বিষয় নিয়ে আবর্তিত। প্রথমতঃ আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এসব সংস্থা কি ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সুফলভোগী এবং এসব সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ/যোগাযোগ স্থাপনে যে বিচ্ছিন্নতা এবং শূন্যতা রয়েছে তার মাত্রা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা।

এই গবেষণার উপাত্তসমূহ প্রাথমিক ও গৌণ উৎসসমূহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমতঃ ৯৪টি সংস্থার একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই তালিকার ৩৫টি সংস্থা ৩.৫ মিলিয়ন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করেছিল। ৩৫টি সংস্থার মধ্যে ১০টি সংস্থা পূর্ণাঙ্গ মাঠ জরিপ এবং প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। যে ১০টি সংস্থা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে:

(১) সামাজিক সেবা বিভাগ;

(২) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী;

(৩) বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(৪) ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ;

(৫) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সংস্থা;

(৬) গ্রামীণ ব্যাংক;

(৭) স্বনির্ভর বাংলাদেশ;

(৮) বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কমিটি;

(৯) প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র; এবং

(১০) রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ উন্নয়ন।

গবেষণায় লব্ধ ফলাফলসমূহ ৮টি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু সত্য উন্মোচিত হয়েছে যেমন- এন.জি.ও-দের সমর্থন ও উদ্বুদ্ধকরণের ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মধ্যে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারি সম্পদে তাদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব পাওয়ার দাবী পেশ করার শক্তির উত্থান ঘটেছে, যা অতীতে তাদের আর্থ-সামাজিক ভঙ্গুর অবস্থানের কারণে সম্ভব হতো না। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছে যে, সমন্বয় সাধন, কর্মী বাহিনীকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ও সুফলভোগীদের পারস্পরিক দূরত্ব/বিচ্ছিন্নতা দূর করা গেলে এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন সম্ভব। এ গবেষণায় লব্ধ ফলাফল ভবিষ্যৎ যুব উন্নয়ন কৌশল ও নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে বলে মনে হয়েছে।

তাহের (১৯৯২) তাঁর 'যুবসমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বই শুধু ব্যাপক নয়, দারিদ্র্যও এদের নিত্য সঙ্গী। যুবরা কর্মঠ এবং কাজে আগ্রহী কিন্তু এদের কর্মে নিয়োগের সুযোগ মোটেই আশানুরূপ নয়। তিনি যুবসমাজের ২.৪৭% শিল্প দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, ৭.২৫% ব্যবসা, ৫৫.৪০% কৃষি কাজ এবং ১৬.৪৬% বেকার এবং ১২.৮৮% অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকার তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি আরও জানান যে, যুবকদের মধ্যে কৃষিকাজে ৫৫.৪০% এবং মহিলাদের মধ্যে ৮৬.৮৫% গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত। আলোচনার উপসংহারে তিনি এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যুবসমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সরকার উভয়কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

এবং সক্রিয় হতে হবে। কর্মচঞ্চল তারুণ্যকে সমাজের মূল কর্মপ্রবাহে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে যথোপযুক্ত স্থান। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন বলে আশা করেন।

তাহমিনা আক্তার ও রাজিনা সুলতানা (১৯৯৩) তাঁদের "Youth in Bangladesh: Problem and Prospects' শীর্ষক নিবন্ধে যুব উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন পরিকল্পনার মেয়াদে কি পরিমাণ অর্থায়ন করা হয়েছে তার পর্যালোচনা করেছেন। পাশাপশি, জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবসমাজকে সরাসরি সম্পৃক্তকরণের অপরিহার্যতার বিষয়টি তুলে ধরে তাদের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাত (১৯৯৩) রচিত দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুবকদের স্বাবলম্বীকরণ প্রক্রিয়া' শীর্ষক নিবন্ধে বাংলাদেশে যুব সম্প্রদায়ের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রশিক্ষণ মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণ মানুষের দক্ষতা বাড়ায় এবং কর্মক্ষেত্রে সুযোগ করে দেয়, সেখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পথ উন্মুক্ত করে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির বিষয়টি কিভাবে যুবসমাজের সামনে আকর্ষণীয় এবং সহজলভ্য করে তোলা যায়, সেই বিষয়টির প্রতি সকলের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

মো: নূরুল ইসলাম ও মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম (১৯৯৫) "যুব বেকারত্ব ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা কর্মে উল্লেখ করেন যে, প্রশিক্ষিত যুব ও যুব মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তারা আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে (income generating activities) নিয়োজিত হতে পারে। অর্থ উপার্জনের সক্ষমতা কেবলমাত্র বেকারত্বের গ্লানিই মুছে দেয় না বরং সামাজিক পরিমণ্ডলেও তাদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। এক কথায়, যুবসমাজকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থানমূলক অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার

মাধ্যমে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হতে পারে 'যুব উন্নয়নের অন্যতম প্রধান একটি কৌশল' – এই সত্যটি এ নিবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে।

মো: এমরান হুসাইন (১৯৯৬) 'বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন: একটি পর্যালোচনা', শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, যুব উন্নয়ন বা যুব কর্ম শুধুমাত্র যুবকদের উন্নয়নের জন্য নয় বরং একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রয়োগ করা উচিত। যে কারণে তিনি (১) শিক্ষা; (২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ; (৩) দারিদ্র্য বিমোচন; (৪) কৃষি উন্নয়ন; (৫) সমাজ সেবা; (৬) আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন; (৭) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; (৮) মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ; (৯) জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন; (১০) দেশের ঐক্য ও সংহতি; (১১) নৈতিক অবক্ষয়; (১২) কারিগরি প্রশিক্ষণ; (১৩) দুর্নীতি দমন; (১৪) গোষ্ঠী উন্নয়ন; (১৫) জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা; (১৬) যুব সময়; (১৭) বেকার সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান; (১৮) নেতৃত্বের বিকাশ এবং গণতন্ত্রায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

মুহ: আল-আমীন চৌধুরী (১৯৯৬) 'যুব অঙ্গন' গ্রন্থে যুবদের কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা, সমস্যা এবং সমাধানের ব্যাপারে সম্যক ধারণা প্রদান করেছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব ও যুব মহিলাদের স্বনির্ভরতা অর্জনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রমের গুরুত্বও গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও কি কি পদক্ষেপ যুব কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন গ্রন্থটিতে সে বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যুব ও উন্নয়ন শব্দ দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। যুব ও ধ্বংস এ দুটি শব্দও বহুল ব্যবহৃত। গ্রন্থে লেখক যুব উন্নয়ন বলতে- যুবদের উন্নয়ন, যুবদের দ্বারা উন্নয়ন, যুবদের জন্য উন্নয়ন বিষয়টির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

সুলতানা (১৯৯৭) এর গবেষণাটি ছিল মূলত জরিপ এবং ডকুমেন্টারী স্টাডি ও কেস স্টাডি নির্ভর। গবেষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২০ জন মহিলার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং মাত্র ৭ জন মহিলাকে কেস স্টাডি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সর্বসাকুল্যে ২০ জন মহিলার ওপরে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। তবে মহিলারাও যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে নিজেরাই আয়-রোজগার করতে পারে এবং তার ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পায় – এই অনুকল্পটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

আলী ও অন্যান্য (১৯৯৯) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কর্মটি যুব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের উপর এটি একটি মূল্যায়ন গবেষণা। কুমিল্লা জেলার সদর থানা ও বুড়িচং থানা, নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানা ও সিলেট জেলার সদর উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশিক্ষিত যুবকদের উপর জরিপটি পরিচালিত হয়েছিল। গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল যারা এ কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তারা এখন কি ধরনের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছে।

গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, মোট ২,৫০০ জন যুবক প্রশিক্ষণ নিলেও তাদের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক যুব কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে বেকারত্ব এবং অর্ধ বেকারত্ব প্রকট। এসব যুবকদের চাহিদা যদি নিরূপণ করা হতো এবং সে মতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যদি উন্মুক্ত করা যেতো, তাহলে তাদের মধ্যে বেকারত্ব এবং অর্ধ বেকারত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেত বলে গবেষক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইসলাম (১৯৯৯) পরিচালিত গবেষণাকর্মটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্বের প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও তার কারণ নির্ণয় করা। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ততা নির্ণয় করা এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও প্রত্যাশা পূরণে কেন তারা ব্যর্থ হয়েছে তা নির্ণয় করা। এই জরিপে যারা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন এমন যুবদেরকে এ গবেষণায় শিক্ষিত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলাধীন দূর্গাপুর উত্তর ইউনিয়নের ১২টি গ্রামে পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় যুগপৎভাবে সামাজিক জরিপ, পর্যবেক্ষণ এবং কেস স্টাডি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ গবেষক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে আদমশুমারি সম্পন্ন করেছেন এবং ২০১০ জন শিক্ষিত মানুষের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে থেকে তিনি ২২৯ (১৫%) যুবকে সরল দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

গবেষণায় দেখা যায়, মোট অংশগ্রহণকারীর একটি বড় অংশ যা প্রায় ৩০.৫৭ শতাংশ ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে ১৮.৩৫ শতাংশ ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত, ১৭.৯০ শতাংশ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত, ১৪.৪২ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত এবং ৫.৬৭ শতাংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত।

গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩.৬৫ শতাংশ কৃষি কাজে, ১২.৬০ শতাংশ চাকুরিতে, ১২.৪০ শতাংশ বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ২১.৪২ শতাংশ ছাত্র এবং ৪৮.৭৬ শতাংশ বেকার। এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গ্রামাঞ্চলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। শিক্ষিত বেকার যে অনানুষ্ঠানিক পেশা কিংবা বৃত্তিতে নিয়োজিত হবে সেই সম্ভাবনাও রূদ্ধ। এর পিছনে উপযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবকেই গবেষক দায়ী করেছেন।

উপরে বিধৃত প্রেক্ষাপটে জনাব ইসলামের সুপারিশসমূহ হচ্ছে:

১) সমাজে বিদ্যমান অসমতা যদি দূর করতে হয়, তাহলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে উন্নয়নের যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে সামাজিক কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করতে হবে;

২) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক এবং কারিগরি শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে;

৩) শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে;

৪) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগসহ যে কোনো ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

এই গবেষণাটির সঙ্গে বক্ষমাণ গবেষণার বহু বিষয়ে সাযুজ্য রয়েছে। কিন্তু গবেষণাটিতে শিক্ষিত যুবকদের আর্থ-সামাজিক চাহিদা এবং তাদের স্বপ্ন ও বাস্তবতার বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

৩.০৬ একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রকাশিত/সম্পাদিত গবেষণা/সাহিত্য

মাসুদ আল মাহ্‌দী (২০০০) তাঁর 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবসমাজের ভূমিকা' শীর্ষক নিবন্ধে দেশ গঠনে ও সমাজ পরিবর্তনে যুবসমাজের দায়িত্বের ও কর্তব্যের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০'র গণঅভ্যুত্থানে আমাদের যুবসমাজের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধে লেখক যুবদের সফলতার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যুবদের সাফল্যের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ ও প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, একজন হতাশাগ্রস্ত যুব ও যুব মহিলাকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কেবলমাত্র স্বনির্ভরতা অর্জনেই সহায়তা করছে না, জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে এ ধরনের কাজ আরও আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

রহমান (২০০১) এর গবেষণায় ১৯৮০'র দশকে শুরু হওয়া TRDEP* এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য পরিচালিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কাজে যুবসমাজ কতটা সম্পৃক্ত হতে পেরেছে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা উন্নীত হয়েছে তা যাচাই করে দেখেছেন। এ গবেষণায় লব্ধ ফলাফল থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, TRDEP এর সুফলভোগীরা কেবলমাত্র আয় বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তারা জমি-জমা ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছে এবং এইভাবে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মালিকও হয়েছে। তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। তারা আবাসগৃহের গুণগত পরিবর্তন করতে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবহার শুরু করেছে। গবেষক দৃঢ়ভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের কারণেই যুবসমাজের মধ্যে উপরে উল্লেখকৃত সকল অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে সেহেতু এ অধিদপ্তরের উচিৎ হবে আরও বেশি বেশি করে ঋণ বিতরণ করা এবং ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা।

সমীক্ষাটি যুব সম্প্রদায়ের উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও যুবসমাজ কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কি ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে, সে বিষয়ে কোনো আলোচনা কিংবা বিশ্লেষণ করে নি।

* TRDEP: Thana Resource Development and Employment Project.

সামাদ ও রহমান (২০০১) তাঁদের নিবন্ধে অন্যান্য গবেষকদের ন্যায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশেষত দারিদ্র বিমোচনে এসবের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এ ধরনের কর্মসূচি আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জনাব আলী (২০০২) কর্তৃক সম্পন্নকৃত গবেষণাটি এ যাবৎ বাংলাদেশে আত্ম-নির্ভরশীল কর্মসূচির ওপর যতগুলো সমীক্ষা করা হয়েছে তার মধ্যে এই সমীক্ষাটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা হিসেবে স্বীকৃত। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আয়ে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব প্রশিক্ষণ এবং আত্ম-নির্ভরশীল কর্মসূচির অবদান নির্ধারণ করা। গবেষণাটি বাংলাদেশের ৬টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬টি নির্ধারিত উপজেলায় করা হয়েছিল। সাধারণ জরিপের মাধ্যমে গবেষণার প্রশাসনিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা ছিল ১৬০ জন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং যারা প্রশিক্ষণ ও ঋণ উভয়ই গ্রহণ করেছিল তারাই গবেষণা নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নমুনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বহুপর্যায়ী স্তবিত এবং দৈব নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নমুনা জরিপের ক্ষেত্রে দুই প্রস্থ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছিল। উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস হতে যে যুবরা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং বিভিন্ন বছরে ঋণ গ্রহণ করেছিল তাদের নিকট হতে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এক প্রস্ত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। নমুনা যুবকদের নিকট হতে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য, অন্য আরেক প্রস্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছিল। উপরন্তু সমগ্র গবেষণায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

প্রশিক্ষণ পূর্ব পেশা সম্পর্কে গবেষণায়/সমীক্ষায় দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে অধিকাংশ উত্তরদাতা হয় ছাত্র অথবা বেকার ছিল। গবেষণায় লব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে, অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়ছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, পশুপালন, গবাদিপশু, সেলাই, চারাগাছ, মুদ্রাক্ষরিক এবং হস্তশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ট্রেডসমূহের মধ্যে মৎস্য চাষ ও সেলাই কর্মের মধ্যে মুরগি পালন প্রথম স্থানে প্রাধান্য পায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতারা

তিন মাসের অধিক সময় প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। প্রায় ৯০ শতাংশ উত্তরদাতার অভিমত হচ্ছে যে, প্রশিক্ষণের মান উন্নত, ফলপ্রসূ এবং কার্যকর।

আত্মনির্ভরশীল কর্মসূচির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক আত্ম-নির্ভরশীল কর্মসূচিতে নিজেদেরকে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় প্রকাশ পায়, যারা আত্ম-কর্মশীল কর্মসূচি গ্রহণ করে তারা প্রতিমাসে গড়ে ৯,৪৬৩ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে তারা অন্যের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, যে যুবক আত্ম-কর্মসংস্থান গ্রহণ করে, সে নিজেকেসহ দুইজনের জন্য পূর্ণ সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

এ গবেষণায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ বিতরণ কর্মসূচির উপর বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এতে দেখা যায় যে, এক চতুর্থাংশ উত্তরদাতা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ঋণ ফরম গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা অন্য উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন। গবেষণায় দেখা যায়, ৪৭.৮ শতাংশ যুবক নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে। পক্ষান্তরে ৫২.৮ শতাংশ উত্তরদাতা ঋণ পরিশোধে অনিয়মিত।

যুব আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে বিষয়ে যুবদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানায় যে, রোগ সংক্রমণ, উপযুক্ত ঔষধের অভাব, পশু ডাক্তার, মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং যথাযথ প্রযুক্তির অভাবকে দায়ী করেছেন। এরূপ অবস্থায় জনাব আলী কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। যথা-

১) প্রশিক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ;

২) ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি;

৩) যথাসময়ে ফল পাওয়ার জন্য পশুদের ভাল খাবার এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ;

৪) উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে যথাযথ ব্যবস্থাকরণ; এবং

৫) যদি কোনো কর্মসূচি প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা অনুরূপ কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

এই গবেষণাটি যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যুবকদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির যে সব ভাল দিক আছে এবং সেগুলোর কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য কি কি সহায়ক সেবা/উপাদান প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়নি। যাই হোক, গবেষণাটি যুব আত্ম-নির্ভরশীল কর্মসূচি সম্পর্কে গভীরতম কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। এই গবেষণায় আত্ম-কর্মশীল যুবক এবং তাদের পরিবর্তন নির্ণায়ক সহযোগী কার্যক্রমের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণে ব্যর্থ হয়েছে।

আলী এবং অন্যান্য (২০০৩) পরিচালিত গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীসমাজের উন্নয়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের ভূমিকা এবং চলমান কর্মসূচিসমূহের সমস্যাবলী, সম্ভাবনা এবং গুরুত্ব নির্ণয় করা।

গবেষণাটি চট্টগ্রাম বিভাগের ৪টি নির্বাচিত উপজেলায় পরিচালিত হয়েছিল এবং ঐ ৪টি উপজেলায় যুব উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নাধীন ছিল/চলমান ছিল। গবেষণার প্রয়োজনে ১৯৮৭-৮৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (DYD) কর্তৃক পরিচালিত যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এমন ১০০ জন যুবককে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে Simple Random Sampling Method অনুসরণ করা হয়েছিল। আর এভাবেই ৪০১ জন যুবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। উপরন্তু এই গবেষণায় সেকেন্ডারী উৎসসমূহও ব্যবহার করা হয়।

৭৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর বয়স ছিল ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে, ৬৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ভূমিহীন শ্রেণির এবং প্রান্তিক কৃষক শ্রেণির ৫৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত। ৮৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সাধারণ প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের বাইরেও প্রায় ১৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য হস্তশিল্পে যেমন- খেলনা প্রস্তুতকরণ, সেলাই মেশিন ইত্যাদি বিষয়েও কাজ শিখেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৪০১ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৩৯৯ জন অর্থাৎ ৯৯ শতাংশই আয়-উপার্জন নির্ভর কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মোট আয়ের ২০-৯০ শতাংশ পরিবারের পিছনে ব্যয় করার জন্য পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

গবেষণায় দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি পারিবারিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাধীন ৭২ শতাংশ আত্মকর্মী যুবক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৬৮০ জন) বেকার যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। প্রায় ৫০ শতাংশ চাকুরিজীবী যুবক স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন এবং তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন- স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা প্রায় পরিপূর্ণভাবে পূরণ করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করছেন এবং তারা বর্তমানে তাদের সমাজে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদায় আসীন হতে পেরেছেন।

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে আরও দেখা যায় যে, আয়-উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও গৃহস্থালী সম্পদ সংরক্ষণ, শিক্ষার হার, বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা, বিশুদ্ধ খাবার পানি গ্রহণ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার বিগত ৫ বছরে কমে এসেছে এবং এভাবেই গবেষণার ফলাফল থেকে এই উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে, সামাজিকভাবে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অত্যন্ত কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে জনাব আলীর সুপারিশসমূহ হচ্ছে:

(১) দরিদ্র পরিবারের যুবকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং প্রশিক্ষণের বর্তমান পদ্ধতি ভবিষ্যতেও অনুসরণ করা;

(২) প্রশিক্ষণার্থীদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিনোদন ও প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(৩) দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সময়কাল বৃদ্ধি করা;

(৪) উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে নতুন প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর খোঁজখবর ও তদারকি করা।

গবেষণা কর্মটি বর্ণনামূলকভাবে ছকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংযোজিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংগৃহিত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহজ পরিসংখ্যানমূলক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং গবেষণার চলকসমুহের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে কোনো ক্রস টেবুলেশন হয়নি। যে কারণে গবেষকের সকল সিদ্ধান্তই যে সঠিক সে ব্যাপারে অনেকেই সহমত নাও প্রকাশ করতে পারেন।

ইসলাম (২০০৪) পরিচালিত গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য ছিল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের যথার্থতা ও উপযোগিতা নির্ণয় করা।

গবেষণাকর্মটি তিনটি প্রশাসনিক বিভাগের নির্বাচিত ৩টি উপজেলায় সম্পন্ন করা হয় এবং গবেষণার প্রয়োজনীয় গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্তসমূহ জরিপ পদ্ধতি এবং FGD – উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উপাত্তসমূহ নমুনা জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। সমগ্রক থেকে ৩০২ জন যুবক অংশগ্রহণকারীকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বহুপর্যায়ী স্তরিত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। উপরন্তু অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে উপাত্ত সংগ্রহের সময় নিয়ন্ত্রণহীন কর্মসূচির আগে ও পরে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। গবেষক দেখতে পান, ৯০ শতাংশ সুবিধাভোগী DYD কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সময় হয় ভূমিহীন নতুবা প্রান্তিক চাষী ছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বিপন্ন যুবসমাজকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা যায়, এক-তৃতীয়াংশ সুবিধাভোগী অর্থাৎ ৩৪ শতাংশ সুবিধাভোগীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা।

কর্মসূচি পূর্ব সময়ে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসূচি শুরুর পরে দারিদ্র্যসীমার হার শতকরা ১৫ ভাগের নিচে নেমে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে দরিদ্র যুবকদের একটি বড় অংশ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। গবেষণা থেকে আরও দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন

মৎস চাষ (৩৬.৮ শতাংশ) এবং তারপরেই আছে হাঁস-মুরগি খামার (২২.৯ শতাংশ), গরু মোটা-তাজাকরণ (১৮.২ শতাংশ), পোশাক তৈরি (৯.১ শতাংশ), রেডিও-টিভি মেরামত (৫.৬ শতাংশ), কম্পিউটার (২-৬ শতাংশ) এবং ফ্রিজ-এসি মেরামত (২-৬ শতাংশ)। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী হাঁস-মুরগি পালনের উপর (৪০ শতাংশ) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং গরু মোটা-তাজাকরণ (২৪ শতাংশ), মৎস চাষ (১২ শতাংশ), নার্সারী (১০ শতাংশ), পোশাক তৈরি (৭ শতাংশ) এবং তাঁতের কাজ (৪ শতাংশ) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ৬৩ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৭ শতাংশ মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ৭১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী তাদের পুঁজির স্বল্পতা (৫৪ শতাংশ) এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ প্রাপ্তির অসুবিধা (১৮ শতাংশ) এই দুই অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করেছেন। গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় ৭০ শতাংশ সুবিধাভোগী ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু ৩০ শতাংশ সুবিধাভোগী নানাবিধ কারণে যেমন- ঋণদান পদ্ধতি, জামানত প্রদান ইত্যাদি কারণে ঋণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

গবেষণায় প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু নীতি নির্ধারণী বিষয় বেরিয়ে এসেছে। প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। মহিলাদের প্রশিক্ষণের পরিবেশ উন্নতকরণ, প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন এবং দক্ষ প্রশিক্ষক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। DYD বিবেচনায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ঋণ গ্রহণে দ্বৈততা হ্রাসকরণ, প্রশিক্ষণের সাথে ঋণের সমন্বয় সাধন, সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহে যেমন- হাঁস-মুরগি পালন, পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ, দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বান্ধব সুদের হার কাঠামো ইত্যাদি বিষয়েও সুপারিশ করা হয়েছে।

গবেষণাটিতে উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহজ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উপরন্তু গবেষক সুবিধাভোগীদের মতামত এবং অনুমানকে বিবেচনায় রেখে কিছু কিছু বিষয়ের প্রভাব নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন যেমন- আয় বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। গবেষণাটিতে এই গবেষণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশ কিছু দেশি-বিদেশি গবেষণা/সমীক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে যা এই গবেষণার একটি বলিষ্ঠতম দিক।

আব্দুল মোমেন (২০০৬) 'যুবকর্মের আদ্যোপান্ত' শীর্ষক নিবন্ধে বাংলাদেশের যুবকর্মের ধারণা ও যুবকর্মের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে লেখক যুব সম্পর্কিত যেমন যুবদের বৈশিষ্ট্য, যুবদের সংস্কৃতি, যুবদের শ্রেণি বিন্যাস, যুবদের পরিবেশ, যুবদের নেতৃত্ব, যুবকর্মের ক্ষেত্রসমূহ ইত্যাদি বিষয়াদি ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়াও লেখক উল্লেখিত গ্রন্থে যুবকদের উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মীবাহিনী নিয়োজিত আছে তাদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব যুব উন্নয়নকে কতটা ব্যাহত করতে পারে তা সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন।

শহিদুল (২০১৩) 'দারিদ্র বিমোচনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির ভূমিকা: সাভার উপজেলার একটি কেস স্টাডি' একটি অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

(১) বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা;

(২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণ প্রদান, বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা অনুসন্ধান করা।

সমীক্ষাটি ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় করা হয়েছিল। এ সমীক্ষার জন্য গবেষক উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে প্রাথমিক ও গৌণ এই দুই উৎস থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণ গ্রহণকারী ৫৮৮ জনের মধ্য থেকে ৩৫১ জনকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার সাহায্যে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে:

(ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যুব ও যুব মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে; এবং

(খ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণ কার্যক্রম যুব ও যুব মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

তবে বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যেসব সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা দূরার করার জন্য গবেষক নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেছেন:

(ক) প্রশিক্ষণের জন্য যে সকল যুব ও যুব মহিলা নির্বাচিত হন সেই প্রক্রিয়াটি আরও স্বচ্ছ ও কঠোর গুণগত মানসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়;

(খ) ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কঠোর শর্ত প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শিক্ষিত যুবরা যেন বিরূপভাবে ঋণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে;

(গ) অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রকল্পের জন্য ঋণের পরিমাণ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকায় উন্নীত করা;

(ঘ) যুব মহিলাদের আরও বেশি সংখ্যক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা;

(ঙ) সুদের হার ১৬% থেকে কমিয়ে বাজার নির্ধারিত অথবা এলাকা বিশেষ ভর্তুকি দিয়ে সুদের হার নির্ধারণ করা;

(চ) পল্লী কর্মী সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) ও অন্যান্য এনজিও ফান্ডের টাকা যাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিতরণ করা যায় সে রকম সমন্বয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা;

(ছ) সকল আত্মকর্মী প্রকল্প ইন্স্যুরেন্স এর আওতায় আনা;

(জ) প্রতি উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসারগণ পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির আওতায় যুবগণের সার্বিক চাহিদা ও যোগানের হিসাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;

(ঝ) বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, যুবসমাবেশ ইত্যাদি আয়োজন এবং গণমাধ্যমে (যেমন- রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্র ইত্যাদি) তা ব্যাপকভাবে সম্প্রচারের ব্যবস্থাকরণ, যুব উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর ব্যবস্থা করাসহ আরও অনেক সুপারিশ পেশ করেন।

গবেষণাটি/সমীক্ষাটি যেহেতু বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটিমাত্র উপজেলা অর্থাৎ সাভারে করা হয়েছে, সেহেতু এ সমীক্ষার ফলাফল বাংলাদেশের যুবসমাজের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে না। এছাড়াও শুধুমাত্র একটি উপজেলায় সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষ করে যুব প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচির মত এত বড় একটি বিষয়ের মূল্যায়ন করা সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না। এছাড়াও সমীক্ষাটিতে গবেষক কোনো কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করেননি। এদিক থেকে এ সমীক্ষায় অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

হক (২০১৩) এর পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রূপটি হলো 'Youth Self-employment Programme in Rural Bangladesh'। টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ২৪০ জন এবং অংশগ্রহণ বহির্ভূত ২৬৪ জন যুবদের মধ্য থেকে ৬০+৬০=১২০ জন যুবদের উপর এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। প্রাথমিক ও গৌণ উভয় ধরনের তথ্য-উপাত্ত এই গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছে এ ধরনের যুবদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি কি, তাদের পেশা, বৃত্তি এবং ব্যবসায়ের ধরন কেমন, তাদের আয় ও ব্যয়ের প্রকৃতি, তাদের লাভ-ক্ষতিসহ সঞ্চয়ের পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তাদের অবদান সমাজে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে তাদের ভূমিকা, নারীর ক্ষমতায়নে আত্ম-কর্মসংস্থানের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় এই গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। যুবদের জন্য উন্নয়ন অধিদপ্তর যে প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় তার প্রভাব এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গবেষক এই উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে ২০১০ সাল অবধি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক যে সব প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে তা বেকারত্ব দূরীকরণে ও দারিদ্র বিমোচনে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তবে দু'টি ক্ষেত্রে গবেষক এই সব প্রকল্প এবং কর্মসূচির দূর্বলতা চিহ্নিত করেছেন; প্রথমটি হলো উৎপাদিত দ্রব্যের বিপনন এবং অপরটি হলো প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রে। পরিশেষে তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তার গবেষণাটি যেহেতু পুরোটাই টাঙ্গাইল জেলা নির্ভর ছিল, তাঁর গবেষণায় লব্ধ ফলাফল সমস্ত বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব করে না। ব্যাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি 'মাইক্রো স্টাডি' মাত্র, তাই সমস্ত দেশব্যাপী

জাতীয়ভিত্তিক একটি ম্যাক্রো স্টাডি পরিচালিত হওয়া জরুরী। বক্ষমাণ গবেষণার গবেষকও জনাব হকের সঙ্গে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করে এবং তারই অনুবৃত্তিক্রমে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

৩.০৭ ব্যবস্থাপনা বিশেষতঃ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থের পর্যালোচনা

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কি ধরনের নীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ বর্তমান যুগের ব্যবস্থাপকদের মেনে চলা উচিৎ – সে বিষয়টি Ricky W. Griffin (2006) এ গ্রন্থে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'কর্পোরেট গভর্ন্যান্স' এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ এবং সেই সঙ্গে ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদনে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহার কিভাবে সম্ভব তার দিক-নির্দেশনাও এ গ্রন্থে রয়েছে। অধিকন্তু ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে যে সকল তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভাব্যতা কতটুকু এবং এর কার্যকারিতাই কিরূপ – এসব প্রশ্নের উত্তরও এ গ্রন্থের মাধ্যমে যুবসমাজ খুঁজে পাবেন। সর্বোপরি ব্যবস্থাপনা বিষয়টিকে বৃহৎ ব্যবসা/শিল্প কেন্দ্রিক বাঁধাধরা গণ্ডিতে আটকে না রেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য – এমনকি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যেমন- এন.জি.ও ব্যবস্থাপনার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক তাও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠান করা এবং এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে যে ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তাও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই বিশেষ কারণটির জন্য হলেও যুবসমাজের এ গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠ করা উচিৎ।

বিশ্বায়নের এই যুগে সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভব ঘটছে নতুন নতুন ধারণা, তত্ত্ব, মডেল ও অনুশীলনের। এটি এখন আর নির্দিষ্ট একটি সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, এন্টারপ্রাইজ কিংবা নির্দিষ্ট একটি দেশের গণ্ডির মধ্যেও সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আন্তর্জাতিক মান ও পরিমাপের ব্যবস্থাপনা। সার্বিকভাবে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এখন ব্যবস্থাপকদেরকে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যে ধরনের একাডেমিক প্রস্তুতি, যেমন- হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত, সমকালীন প্র্যাকটিস বা অনুশীলন/প্রয়োগ, প্রবহমান ধারা এবং এ বিষয়ে যে সব আইন-কানুন রয়েছে এ সবের বিশদ আলোচনা Wendell French (1997) এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ কিংবা ব্যবস্থাপকদের জন্যই কেবল নয় – অব্যবস্থাপকদের (no-manager) জন্যও গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠ্য। এ গ্রন্থের আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো – নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য যে পৃথক ধরনের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, তার স্বরূপ কি হবে সে বিষয়টিও এ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এক কথায় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে সমকালীন যে জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, কলাকৌশল সেসব বিষয়ে পারঙ্গমতা অর্জনের জন্য এ গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠ্য। যুবসমাজকে ভবিষ্যতে মানবসম্পদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যে ৪ স্তর বিশিষ্ট 'ডায়াগনিস্টিক এ্যাপ্রোচ' অনুসরণ করা হয় Milkovich Boudreau (1997) লিখিত গ্রন্থটির অধিকাংশ আলোচনা সেসব বিষয় নিয়েই আবর্তিত। এই ৪টি স্তর হলো:

(১) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কি তা নির্ণয় করা;

(২) উপরোল্লিখিত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ বিষয়ক উদ্দেশ্য স্থির করা এবং সেই আলোকে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৩) মানবসম্পদ বিষয়ক উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা বাছাই করে নেয়া যা উপরের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে ধাবিত করে;

(৪) প্রাপ্ত ফলাফলের মূল্যায়ন।

বস্তুতপক্ষে এই গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবসম্পদ বিষয়ে কিভাবে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এর সঙ্গে যে সব প্রত্যয়, তত্ত্ব এবং গবেষণা সম্পর্কিত তার বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হয়ে 'কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা' গ্রহণের অনুশীলনে লিপ্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে বাস্তবধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। যুব সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর লিখিত এ গ্রন্থটির শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিৎ।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার স্বরূপ/প্রকৃতি কি? এর জন্য কি ধরনের জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ও কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন, এশীয় মহাদেশে যেসব বহুজাতিক কোম্পানী কিংবা ট্রান্স ন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো কাজ করছে তাদের এশীয় মহাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য নতুন কোন বিষয় জানার প্রয়োজন আছে কিনা তার প্রাঞ্জল আলোচনা ও দিক-নির্দেশনা Weihrich and Harold (2005-06) প্রণীত গ্রন্থটিতে রয়েছে। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে একাধিক কোম্পানী এক সময় একীভূত হয়ে যাচ্ছে, কর্পোরেট কালচারও প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে, যার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ব্যবস্থাপনার ধরন-ধারণাও বদলে যাচ্ছে – কখন, কোথায়, কেন এটি ঘটলো তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। পরিবর্তিত পৃথিবীর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার স্বরূপ কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য যুবসমাজকে অবশ্যই এ গ্রন্থটি পাঠ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর: প্রেক্ষাপট ও কর্মসূচি

৪.০১ ভূমিকা

যুবসমাজ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, সাহস ও প্রতিভাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে একটি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এজন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, নীতি নির্ধারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এই যুবসমাজের জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনমুখী ও কর্মপ্রত্যাশি এই যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ দেশের মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ যোগান যুবসমাজ থেকেই আসে। সুতরাং দেশের জনসংখ্যার সম্ভাবনাময়, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম এ অংশকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের মাঝে গঠনমূলক মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং সুশৃংখল কর্মীবাহিনী হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার অনুকূল ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকেই বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। যার সুফল জাতীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ গ্রামে বাস করে কিন্তু সুযোগের অভাবে গ্রামের যুবকদের বিরাট একটা অংশ সুষ্ঠুভাবে কর্মে নিয়োজিত নেই। যদি তাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগান হয় তাহলে যুবরা শক্তিশালী উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে ২০০৩ সালের আগে সরকারের যুবদের উন্নয়নে তেমন কোন ব্যাপক নীতিমালা ছিল না।

৪.০২ বাংলাদেশের জাতীয় যুবনীতি ২০০৩

৪.০২.০১ ভূমিকা

বাংলাদেশের যুবদের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে যুবনীতিমালা প্রণয়ন করেন। যুবনীতিমালা ২০০৩ এর ভূমিকা নিম্নরূপ:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়াও সংবিধানের ১৪, ১৭, ২০ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব শ্রেণিভুক্ত। জনসংখ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য আজ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস যুবসমাজের গৌরবদীপ্ত ভূমিকায় ভাস্বর। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাত্তোরকালে জাতীয় ইতিহাসের সকল ক্রান্তিলগ্নেই রয়েছে যুবদের দৃপ্ত পদচারণা। গৌরবময় অতীত ইতিহাসের আলোকে যুবদেরকে অনুপ্রাণিত করে তোলা একান্তই অপরিহার্য;
- যুবসমাজ সবসময়ই যে কোনো দেশের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম চালিকাশক্তি। জাতির আশা-আকাংখ্যার প্রতিফলন প্রকৃতপক্ষে যুবদের মাধ্যমেই দেখানো সম্ভব। যুবদের অফুরন্ত সম্ভাবনা ও কর্মস্পৃহাকে তাদের নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য জাতির জন্য কাজে লাগাতে হবে। যুবদের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনার উপর জাতির উন্নতি সর্বতভাবে নির্ভরশীল। এজন্য যুবদের সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ এবং সদ্ব্যবহার জরুরি। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বর্তমান যুবনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে;
- জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যুবদের জন্য উৎপাদনমুখী বাস্তব শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, নেতৃত্বসহ সম্ভাবনাময় সকল গুণাবলীর বিকাশ সাধনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত যুবদের মধ্যে গঠনমূলক মানসিকতা তৈরিসহ জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করে সুনাগরিকের

দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সুশৃংখল, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনী গড়ে তোলাই জাতীয় যুবনীতির মূল লক্ষ্য; এবং

- বাংলাদেশের যুব ক্ষেত্রে অনুসৃত বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের যুবনীতিকে যুগোপযোগী এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে বর্তমান জাতীয় যুবনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতি, যুবসমাজের সমস্যা, অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য, চলমান যুব কার্যক্রম ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে যুবনীতির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিক যুব বলে গণ্য হবে।

৪.০২.০২ জাতীয় যুবনীতির উদ্দেশ্যবলী

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও নীতি-আদর্শের প্রতি যুবদের মাঝে সচেতনতা ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি এবং একই সাথে যুবদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- যুবদের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বাস্তবমুখী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি যুবদেরকে বিশেষ করে বেকার যুবদেরকে উৎসাহিত করা ও তাদের অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাময় গুণাবলী বিকাশের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারার সাথে অংশীদার হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়ার মত উপযুক্ত করে যুবদেরকে গড়ে তোলা;
- গৌরবময় সকল ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টিসহ যুবদেরকে নৈতিক অবক্ষয় ও বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করে নৈতিক ও সমাজ গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা এবং অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে যুবদেরকে নিবৃত্ত রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা;

- স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে উৎসাহিত হওয়ার জন্য যুবদেরকে সহায়তা করা এবং জাতীয় সেবামূলক বিভিন্ন কাজে যেমন- টিকাদান, বৃক্ষরোপণ, এইডস, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ, পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজে যুবদের সম্পৃক্ত করা;
- সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলাসহ সুস্থ বিনোদনমূলক সকল কার্যক্রমে যুবদের অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এর সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সকল সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা;
- যুব বিষয়ক তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে যুব সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করা;
- গ্রামীণ পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে যুবদের যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে যথোপযুক্ত উৎপাদনমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়নের সকল স্তরে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবক ও যুব মহিলাদের সমহারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- যুবদের স্বাস্থ্য, মানবাধিকারসহ প্রতিবন্ধী যুবদের সামাজিক অধিকার সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে যুবদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ সাধনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.০২.০৩ জাতীয় যুবনীতিতে যুবদের সমস্যা

যুব সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য বর্তমানে বিরাজমান নৈতিক শিক্ষা ও শৃংখলার অভাব, দেশে বাস্তবমুখী শিক্ষার অপ্রতুলতা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ না করা (ড্রপ আউট), শ্রম বিমুখতা, বিভিন্নমুখী বেকারত্ব, এইডস ও মাদকাসক্তিসহ অসামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যুবদের সংশ্লিষ্টতা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-তথ্য সম্পর্কিত অজ্ঞতা, আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও ঋণ সাহায্যের অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তির ভাব, তথ্য প্রযুক্তিতে অদক্ষতা, খেলাধুলা, সুস্থ্য বিনোদনের অনুকূল পরিবেশের অভাব, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদির প্রতি

সমধিক গুরুত্বারোপ করা দরকার। যুবদের জন্য উন্নয়নমূলক যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে যুব সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এজন্য যুবদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া জরুরি।

৪.০২.০৪ জাতীয় যুবনীতিতে যুবদের অধিকার

- অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, আশ্রয় ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ দেশের প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় যুবসমাজেরও থাকবে;
- কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে আত্মকর্মসংস্থানসহ যুক্তিসংগত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে যুবদের সুযোগ থাকবে;
- যুবদের যুক্তিসংগত বিশ্রাম, সুস্থ বিনোদন ও অবকাশের সুযোগ থাকবে;
- সামাজিক নিরাপত্তা অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি পঙ্গুত্ব, বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা কিংবা অনুরূপ অন্য কোনো পরিস্থিতিতে আয়ত্বাতীত কারণে অভাব গ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে সাহায্য সহযোগিতা লাভের সুযোগ থাকবে।
- যুবদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ।

৪.০২.০৫ যুব সমস্যা সমাধানে জাতীয় যুবনীতির গুরুত্ব

বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজ বড় প্রয়োজন বহুমাত্রিক উৎপাদনমুখী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশের বিশাল যুব গোষ্ঠীকে সুসংগঠিত করা। জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সাথে অবদান রাখার নিমিত্ত তাদের গঠনমূলক মানসিকতা তৈরী করা জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করে ব্যক্তি সমাজ তথা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে এদেরকে তৎপর করা। মূল্যবোধসহ কঠোর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে এদেরকে সুশৃংখল কর্মীবাহিনী হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী করা। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, একমাত্র যুবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমেই চীন, জাপান, ভারত, মালয়েশীয়া, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ ক্রমবর্ধমান জাতীয় উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুবগোষ্ঠী সার্বিক উন্নয়নে জন্য যুবনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া যুবনীতির মাধ্যমেই

(ক) দেশে বিরাজমান যুব অস্থিরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে;

(খ) যুবদের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ব্যাপকতা আরও সম্প্রসারিত হবে;

(গ) জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুবদের সম্পৃক্তকরণ বৃদ্ধি পাবে;

(ঘ) গণশিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশের উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কল্যাণে যুবদের সম্পৃক্তকরণ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, এইচআইভি/এইডস এবং এসটিভি বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে;

(ঙ) গোষ্ঠী উন্নয়নে যুবদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের ভূমিকা আরো ত্বরান্বিত হবে; এবং

চ) যুবদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা, আত্মন্নোয়নে লাভজনক কর্মসংস্থান, দেশাত্মবোধ, সার্বভৌমত্ব রক্ষা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ ব্যাপকভাবে জাগ্রত হবে।

৪.০২.০৬ জাতীয় যুবনীতিতে যুবদের দায়িত্ব

- জাতীয় ঐক্য, সামাজিক সংহতি, ঐক্যমত সহনশীলতা ও আইন-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া;
- আত্মোন্নয়ন ও সৃজনশীলতা জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের উপযুক্তকরে গড়ে তোলা;
- সকল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করা;
- মহিলা, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী অবহেলিতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবার মনোভাব গড়ে তোলা;
- সন্ত্রাস, সামাজিক অবিচার, শোষণ, দূর্নীতি ও অপরাধমুক্ত সুশীল সমাজ সৃষ্টিতে অবদান রাখা;

- সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করা এবং শিল্পায়ন, মৎস্য চাষ, বনায়ন এবং বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করা;
- কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে কর্মোদ্যমে বিশ্বাসী এবং সৃজনশীল শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখা;
- জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের দূত হিসেবে কাজ করা;
- বর্তমান কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ন না হওয়া বিষয়টি নিশ্চিত করা; এবং
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি এবং জাতীয় পর্যায়ের সমস্যা নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মনোভাব গড়ে তোলা।

৪.০২.০৭ জাতীয় যুবনীতিতে যুব কার্যক্রম

- একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শিক্ষা ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে তৃণমূল ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে;
- যুব কর্মসূচি গ্রহণের সময় দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী, সুবিধা বঞ্চিত ও বেকার যুবদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার লক্ষ্যে প্রাপ্ত ও স্থানীয় সম্পদের সুষম বণ্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;
- শ্রমের প্রতি যুবদের শ্রদ্ধাশীল ও কর্মক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করার প্রক্রিয়া প্রতিটি যুব কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে;
- বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে যুবদের দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল স্তরে যুবদের প্রতিনিধিত্বমূলক গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

- যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সহজতর করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন/যুব সমবায় সমিতিসমূহকে সুসংগঠিত এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হবে;
- যুব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত নিবন্ধীকৃত যুব সংগঠনসমূহকে সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- এইচআইভি/এইডস, এসটিভি, মাদক দ্রব্যের কুফল-এ ধরনের সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং এসব থেকে বিরত থাকার জন্য যুবদের উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে;
- গ্রাম পর্যায়ে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে যুবদের শহরমুখী অভিবাসন প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ সম্পদ বিকশিত করাসহ ব্যাপক যুব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান অন্বেষী যুবদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মিডিয়া এবং নিবন্ধিত যুব সংগঠনের মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- প্রত্যেক যুব মহিলার জন্য সমভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থাসহ সকল বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে;
- যৌবনে পদার্পনোদ্যত বয়সের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রকৃত ধারণা দেয়ার নিমিত্ত ঐ বয়সীদেরসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সম্পৃক্ত করে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত শিল্পায়ন, মৎস্য চাষ, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে;
- যুবদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করে কর্মক্ষেত্রে কম্পিউটার ও লগবই প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোরার জন্য আইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে;
- যুব নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

- সন্ত্রাস শোষণ, দুর্নীতি, অপরাধমুক্ত ও ভীতিহীন সমাজ সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য যুবদের মাঝে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা তৈরির প্রয়াস প্রতিটি যুব কর্মকাণ্ডে অর্ন্তভুক্ত করা হবে;
- যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়নের কাজে সহায়তা করার জন্য যুব বিষয়ক তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে;
- দেশের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন দেশে যুব প্রতিনিধি বিনিময় কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও জোরদার করা হবে;
- দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে যুবদের মাঝে খাস জমি ও বদ্ধ জলাশয় সহজ শর্তে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে;
- দুঃস্থ ও সমস্যাগ্রস্ত যুবদের জন্য যথাসম্ভব আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে;
- দেশের যুবদের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আদমশুমারিকালে যাতে যুব বয়সসীমার (১৮-৩৫) জনসংখ্যার হিসাব আলাদাভাবে নেয়া সম্ভব হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪.০২.০৮ জাতীয় যুবনীতির বাস্তবায়ন কৌশল

- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। স্থানীয় প্রশাসন ও যুব প্রতিনিধি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্নদের পরামর্শক্রমে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উক্ত কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- প্রামাণ্য চিত্র, শর্টফিল্ম, প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিসহ সরকারি- বেসরকারি পর্যায়ের সকল প্রচার মাধ্যমের সুযোগ ব্যবহার করে শ্রমের প্রতি এবং নিজস্ব কার্যক্ষমতার উপর যুবদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, এইডস্, এসটিডি, সন্ত্রাসসহ সকল অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুবদের ভিতর সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যুবদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় যুবদের জন্য

বিদ্যমান কর্মসূচি এবং সফল আত্মকর্মীদের সফল গাঁথা ব্যাপক ও নিয়মিতভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ প্রচারের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী কমিটি থাকবে;

- আত্মকর্মসংস্থানকে সহজতর করার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এ জন্য বাস্তবভিত্তিক একটি ক্রেডিট ম্যানুয়েলও থাকবে;
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যাতে যুব সংগঠনগুলোকে নিবন্ধন করতে পারে সেজন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি তৈরির উদ্যোগ নেবে;
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনসমূহকে সক্রিয়ভাবি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত, উৎসাহিত ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পভিত্তিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে যুব/যুব সংগঠন/যুব সংগঠকদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হবে;
- সারাদেশব্যাপী যুগোপযোগী কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহে আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদির যোগান দেয়া হবে। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে যুবদেরকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ অবকাঠামোকে পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় নিয়ে আসা হবে;
- যুব সমবায় সমিতি, স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন ও আত্মকর্মী যুবদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হবে;
- যুবমহিলাদেরকে সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার, শোষণ ও নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা যুবমহিলাদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, যুবদের স্বাস্থ্য বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, যুবমহিলাদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে যুব সেক্টরে কার্যরত সরকারি- বেসরকারি সংস্থাগুলো যাতে নিজেরা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এবং এ সকল বিষয়ে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগকেও সহযোগিতা করতে পারে সে ব্যাপারে সর্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে;

- যুব সংগঠন কর্তৃক শিল্প কারখানা স্থাপন, মৎস্য চাষ, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণে অনুদান ও স্বীকৃতি প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যুবসংগঠনকে সহযোগিতা প্রদান করা হবে;
- যুবদের মাঝে বিজ্ঞান চর্চার উদ্যোগ ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার সহযোগিতায় লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে;
- যুবদের আত্মিক ও মানসিক উন্নয়ন, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, উন্নত জীবনযাত্রা, দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনায় বিশ্বাস জন্মাবার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতবর্গের সহযোগিতায় সহজবোধ্য ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পাঠাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে;
- যুবদের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সঠিক পরিসংখ্যান, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ বিশ্লেষণ ও গবেষণার নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে;
- যুবদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারিভাবে গৃহীত সকল যুব কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সরলভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ক্রীড়া ও সুস্থ বিনোদনের প্রতি যুব সংগঠনের সদস্যদেরকে আগ্রহী করে তোলার জন্য এ্যাডভোকেসি প্রদান কর্মসূচিকে জোরদার করা হবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমী ও ক্রীড়া সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা হবে;
- দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়া হবে। এসব কার্যক্রমে সার্ক, কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘ সংস্থার ন্যায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমের সাথে যুবদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া এসব সংস্থার আওতায় যুব পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগও নেয়া হবে;

- স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বেসরকারি পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তোলা হবে।

৪.০২.০৯ জাতীয় যুবনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি

জাতীয় যুবনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে যুবনীতি বিষয়ক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটিতে যুব উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ সদস্য হিসেবে থাকবেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উক্ত উপদেষ্টা কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৪.০২.১০ জাতীয় যুবনীতির বাস্তবায়ন কৌশল, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

জাতীয় যুবনীতির বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিত্তিক একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটিতে যুব সংগঠনের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্যদিকে পরিবর্তনশীল সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে জাতীয় যুবনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ মোতাবেক এবং পরিবীক্ষণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যুবনীতি যুগোপযোগী করা হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুবনীতির বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরিবর্তনশীল সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে যুবনীতি যুগোপযোগী করার বিষয়টি নির্ধারিত থাকলেও ইতোমধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলেও জাতীয় যুবনীতি একন পর্যন্ত যুগোপযোগী করা হয়নি। এই যুবনীতির সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি আমরা পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়াস নিবো, এখানে এই পরিসরে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে ভিশন ও মিশন স্থির করা হয়েছে তা মূলতঃ জাতীয় যুব উন্নয়ন নীতি ২০০৩ এর আলোকেই। এগুলোর লিপিবদ্ধ রূপ নিম্নরূপ :

৪.০২.১১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন

১) অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করা;

২) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা; এবং

৩) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

৪.০২.১২ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন

১) দেশের ৬৪ টি জেলা ও ৪৭৬ টি উপজেলা কার্যালয় এবং ১১ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

২) দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যুব কার্যক্রমকে জোরদার করা;

৩) যুবদের ক্ষমতায়নের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাসহ তাদেরকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা;

৪) বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠী উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করা;

৫) স্থানীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৬) যুবদের গণশিক্ষা কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্তকরণ এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ রহিতকরণ, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, এইচআইভি/ এইড্স এবং এসটিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং

৭) যুবদের সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগদান।

৪.০৩ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচিসমূহ

যুবসমাজকে সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং সঠিক দিকনির্দেশনা, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি চালু রয়েছে:

১) বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;

২) প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও যুব ঋণ কর্মসূচি;

৩) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি;

৪) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি, যেমন এইচআইভি/ এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি;

৫) যুব নেতৃত্ব বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;

৬) স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচি;

৭) জনসংখ্যা এবং পরিবার কল্যাণ কর্মকাণ্ডে যুবদের সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচি; এবং

৮) পরিবেশ উন্নয়ন এবং গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবদের সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচি।

বর্তমানে দেশের সকল জেলায় এবং ৪৯৬টি উপজেলা ও থানায় (সিটি কর্পোরেশনের ১০ টি থানা সহ) সরকারের যুব উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কি ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে সে বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা ৯৫নং পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত সাংগঠনিক কাঠামো থেকে লাভ করা যেতে পারে।

৪.০৪ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুবরা যেন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারে সে ধরনের প্রস্তুতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আবর্তিত হয়েছে। এসব কর্মসূচি আবার দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত; একটি হলো ১) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (মোট ৩৩টি); এবং অপরটি ২) অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (৪১টি)। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স আবার আবাসিক ও অনাবাসিক; এই দুই ভাগে বিভক্ত। আবাসিক

কোর্স নিজস্ব ৬০টি আবাসিক কেন্দ্রে পরিচালিত হয় এবং অনাবাসিক কোর্স জেলা কার্যালয়ের আওতায় পরিচালিত হয়। অপরদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ৪১টি ট্রেডের (যার তালিকা নিম্নে দেয়া হয়েছে) আওতায় পরিচালিত হয়। এই প্রধান দুই ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়া আরও পাঁচ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালনা করে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ:

(১) বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স: দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান সহায়ক এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

(২) সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ: ২০০৬ সালে সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় সরকারের থোক বরাদ্দের অর্থায়নে পরিচালিত।

(৩) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও টি,এ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স।

(৪) যুব সংগঠক ও যুব নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ: যুবকর্ম, এন্টারপ্রেনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট, মাদকাশক্তি প্রতিরোধ/ প্রতিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, HIV/AIDS ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

(৫) কর্মকর্তা/কর্মচারী ও প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রশিক্ষকগণের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।

৪.০৪.০১ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

ক্র: নং	বিবরণ	ক্র: নং	বিবরণ
১.	গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২.	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ফুল ও সবজি চাষ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ
৩.	মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)	৪.	বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন প্রশিক্ষণ
৫.	পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ	৬.	মৎস্য চাষ(অনাবাসিক) প্রশিক্ষণ
৭.	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ	৮.	মাশরুম চাষ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ
৯.	ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ	১০.	নার্সারী ও ফল গাছের বংশ বিস্তার এবং ফল বাগান তৈরী ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	বিবরণ	ক্র: নং	বিবরণ
১১.	মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ	১২.	ফুড প্রসেসিং প্রশিক্ষণ
১৩.	কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ	১৪.	সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ
১৫.	কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ	১৬.	লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ
১৭.	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণ	১৮.	ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ
১৯.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ	২০.	মুরগী পালন ব্যবস্থাপন, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ
২১.	ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ	২২.	মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ
২৩.	বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ	২৪.	আরবী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ
২৫.	হাউজকিপিং এন্ড লন্ডি অপারেশন প্রশিক্ষণ	২৬.	সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ
২৭.	ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস প্রশিক্ষণ	২৮.	কম্বল তৈরী প্রশিক্ষণ
২৯.	ভ্রাম্যমান কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৩০.	হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ
৩১.	দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ	৩২.	দর্জি বিজ্ঞান ও ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
৩৩.	মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা এবং বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ ও জীব নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা প্রশিক্ষণ		

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৫)।

৪.০৪.০২ অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক/ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুবদের ০৭দিন থেকে ২১দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ৪১টি ট্রেড রয়েছে।

ক্র: নং	বিবরণ	ক্র: নং	বিবরণ
১.	পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন	২.	ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি)
৩.	ব্রয়লার ও ককরেল পালন	৪.	কম্পোষ্ট সার তৈরী
৫.	বাড়ন্ত মুরগী পালন	৬.	গাছের কলম তৈরী
৭.	ছাগল পালন	৮.	□ ষধি গাছের চাষাবাদ
৯.	গরু মোটাতাজাকরণ	১০.	ব্লক প্রিন্টিং
১১.	পারিবারিক গাভী পালন	১২.	বাটিক প্রিন্টিং
১৩.	পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ	১৪.	পোশাক তৈরী
১৫.	পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ	১৬.	স্ক্রীন প্রিন্টিং
১৭.	কবুতর পালন	১৮.	স্প্রে প্রিন্টিং

ক্র: নং	বিবরণ	ক্র: নং	বিবরণ
১৯.	কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	২০.	মনিপুরী তাঁত শিল্প
২১.	মৎস্য চাষ	২২.	কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী
২৩.	সমন্বিত মৎস্য চাষ	২৪.	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরী
২৫.	মৌসুমী মৎস্য চাষ	২৬.	নকশি কাঁথা তৈরী
২৭.	মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা)	২৮.	কারু মোম তৈরী
২৯.	মৎস্য হ্যাচারি	৩০.	পাটজাত পণ্য তৈরী
৩১.	প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ	৩২.	চামড়াজাত পণ্য তৈরী
৩৩.	গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ	৩৪.	চাইনিজ ও কনফেকশনারি
৩৫.	শুটকী তৈরী ও সংরক্ষণ	৩৬.	রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত
৩৭.	বসতবাড়িতে সবজি চাষ	৩৮.	ওয়েল্ডিং
৩৯.	নার্সারি	৪০.	ফটোগ্রাফি
৪১.	ফুল চাষ		

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৫)।

৪.০৪.০৩ এক নজরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির শতকরা হার
১.	১৯৯৭-১৯৯৮	২,১৯,৬৭৪ জন	২,১৬,৭৫৭ জন	৯৮.৬৭%
২.	১৯৯৮-১৯৯৯	২,৫২,৫৪২ জন	২,৩১,৪২৬ জন	৯১.৬৪%
৩.	১৯৯৯-২০০০	২,৮০,৮৫০ জন	২,৫৮,৫৮০ জন	৯২.০৭%
৪.	২০০০-২০০১	২,৯০,৪০৫ জন	২,৩৬,৬১৯ জন	৮১.৪৮%
৫.	২০০১-২০০২	২,৪৪,৫৫২ জন	২,৩০,৯৭২ জন	৯৪.৪৫%
৬.	২০০২-২০০৩	২,৪৫,৮৯৫ জন	২,১৯,১৫৩ জন	৮৯.১২%
৭.	২০০৩-২০০৪	২,১৯,০৫৩ জন	২,১০,৯৫৪ জন	৯৬.৩০%
৮.	২০০৪-২০০৫	২,২০,০৭২ জন	১,৭৭,৪২৭ জন	৮০.৬২%
৯.	২০০৫-২০০৬	২,১৮,৮৬৮ জন	১,৭৩,০৬৭ জন	৭৯.০৭%
১০.	২০০৬-২০০৭	২,১৫,৭১০ জন	১,৪৭,১৭৯ জন	৬৮.২৩%
১১.	২০০৭-২০০৮	২,১২,৮০২ জন	১,৭৪,৪৬০ জন	৮১.৯৮%
১২.	২০০৮-২০০৯	২,৩২,৯১২ জন	১,৯২,০২৪ জন	৮২.৪৪%
১৩.	২০০৯-২০১০	২,৩৪,২৫৩ জন	২,২৭,২৬৭ জন	৯৭.০২%
১৪.	২০১০-২০১১	২,১৪,২৩৫ জন	১,৮০,৮১৬ জন	৮৪.৪০%
১৫.	২০১১-২০১২	২,৯৭,২২৫ জন	২,২৯,৮৭২ জন	৭৭.৩৪%
১৬.	২০১২-২০১৩	২,৪৪,৯০৫ জন	১,৯৫,৬২২ জন	৭৯.৮৮%
১৭.	২০১৩-২০১৪	২,১৬,৭৪৯ জন	১,৯১,৩০৩ জন	৮৮.২৬%
১৮.	২০১৪-২০১৫	২,৭৭,৬৭৯ জন	২,৭৭,৬৭৯ জন	১০০%

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৫)।

৪.০৫ প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

মৎস চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিণ প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস/০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

মর্ডান অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনস প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাশ।

আরবী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স: এটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

শতরঞ্জি প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কোর্স: এটি ২১ দিন মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

বিভিন্ন বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ: ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৭ দিন থেকে ২১ দিন। এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ এবং এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোনো ফি দিতে হয় না। ইউনিট থানা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

৪.০৬ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনে ৫.৫৫ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে আওতাভুক্ত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ছাড়াও উপকারভোগীদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীর স্বল্পতা ও অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের কারণে অনেক সময় প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন এবং একটি তিন তলা হোস্টেল রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

একনজরে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্ধারিত লক্ষ্য ও অর্জিত অগ্রগতি:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	-	৯৬৬২ জন
শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	-	৮৮,৫৩৪ জন
শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনারের সংখ্যা	২০টি	২০টি
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১৮২০ জন	১০২৫ জন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১১৯০ জন	-

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪): পৃ-১৪ ।

৪.০৬.০১ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

অর্থ ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে ক্রেডিট সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

ইন্টারনেট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

বেসিক কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৪ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

গ্রাফিক্স ডিজাইন বিষয়ক কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৪ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

অন-লাইন আউট সোর্সিং -এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৪ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

শিষ্টাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

৪.০৭ বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং সাবলম্বী করে গড়ে তোলাই সমাপ্ত এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) কম্পিউটার ট্রেডে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্স (খ) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং (গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং এবং (ঘ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে-কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে চাহিদাপূর্ণ এবং যুগোপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী

হচ্ছে। উপরোক্ত ট্রেডসমূহের মধ্যে কম্পিউটার ট্রেডে দেশের সকল জেলায়, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেডে দেশের ২৩টি জেলায়, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ও ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের প্রতিটিতে দেশের ০৯টি জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এ প্রকল্প ও সমাপ্ত অবশিষ্ট কারিগরী প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন, কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের সমস্যা ও অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের কারণে অনেক সময় প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

একনজরে বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নির্ধারিত লক্ষ্য ও অর্জিত অগ্রগতি:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্র	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১,২৪,৩২০ জন	১,২৫,৭০৫ জন
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৮,৮৪০ জন	৮,৩৩৭ জন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৮,৮৪০ জন	-

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪): পৃ-১৬।

৪.০৭.০১ বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাশ এবং কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

কম্পিউটার বেসিক কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাশ।

ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- (তিনশত) টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাশ।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- (তিনশত) টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং কোর্স: অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- (তিনশত) টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি. পাশ।

৪.০৮ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র

এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। মানবীয় গুণাবলি উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের উৎপাদনশীল মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছিল। এ প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব বিকাশ, উদ্বুদ্ধকরণ, যোগাযোগ, সুনাগরিক, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জাতীয় সামাজিক সেবা বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার, কর্মশালা, যুবসমাবেশ এবং যুব সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশব্যাপি যুব কার্যক্রম ও যুব সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে ঢাকার অদূরে সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে ও সাভার ডেইরী ফার্ম সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে ৮.০০ একর জমির উপর শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র ও সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে ৭০০ আসন বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক অডিটরিয়াম, একটি আন্তর্জাতিক মানের হোস্টেল, একটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে

তিনটি বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, মসজিদ, মেডিক্যাল সেন্টার, লাইব্রেরি, জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া, গাড়ী রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো রয়েছে। বাংলাদেশে এটি যুবদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রথম মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়ে সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব খাত হতে বাস্তবায়ন করা হবে।

একনজরে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্ধারিত লক্ষ্য ও অর্জিত অগ্রগতি:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্র	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণার্থর সংখ্যা	১৪,২৩৬ জন	১৪,২৮৫ জন
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৬৫০ জন	৬৪০ জন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৮০০ জন	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার/ কর্মশালা/ সিম্পোজিয়ামের সংখ্যা	৪২০টি	৪২০টি
প্রকল্প মেয়াদসহ বই প্রকাশনার সংখ্যা	০৯টি	০৯টি
প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণার সংখ্যা	২০টি	১৮টি

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪): পৃ-২১।

৪.০৮.০১ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

কমিউনিকেটিভ ইংলিশ লার্নিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ সপ্তাহ যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

পর্যটন ব্যবস্থাপনা ও ট্যুর গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও যুব সংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

দ্বন্দ্ব নিরসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

যুব ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

যুব কর্ম ও যুবদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবমহিলাদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ সপ্তাহ যেখানে কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুব উদ্যোক্তা এবং কর্মহীন যুব ও মহিলাদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

খাদ্য ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ সপ্তাহ যেখানে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুব ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুব মহিলা সংগঠনের সদস্যদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ সপ্তাহ যেখানে শিক্ষিত বেকার যুবদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ সপ্তাহ যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

মৌলিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ সপ্তাহ যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

৪.০৯ দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বেকার যুবরা দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব কোনো সম্পদ ও কর্মসংস্থান না থাকায় তাদের পক্ষে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় না। দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এহেন মানবেতর অবস্থা নিরসন এবং বেকার যুবদের জন্যে একটি সুখকর জীবনের ব্যবস্থা করা দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচির মূখ্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সকল উপজেলাতেই এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৪.০৯.০১ পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি

পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দেশের মোট ২৫৭টি উপজেলায় এ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশাকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব নিরসন ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সমুন্নত

রেখে কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জীবনযাপনের মান ধাপে ধাপে উন্নয়নকল্পে পরিবারের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ উন্নয়নে জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৮ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য় ও ৩য় দফায় যথাক্রমে ১০,০০০/-, ১৫,০০০/- ও ২০,০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সফল ঋণ পরিশোধকারীকে (প্রতি গ্রুপ হতে একজনকে) ৩০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ গ্রাম পর্যায়ে ঋণ বিতরণ এবং কেন্দ্র থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে। প্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। কোনো উপকারভোগীকে ঋণ গ্রহণ ও কিস্তি পরিশোধের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যাঁরা যথামত সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন তারাই সার্ভিস চার্জের ক্ষেত্রে বর্ণিত ৫% এর সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ ঋণ প্রাপ্তির জন্যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে মনোনীত সদস্যদের ৫দিনব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর গ্রাম পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৬%।

একনজরে পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির নির্ধারিত লক্ষ্য ও অর্জিত অগ্রগতি:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধনের পরিমাণ	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	৬৫৩৮.৪৮ লক্ষ টাকা	৬৫৩৮.৪৮ লক্ষ টাকা
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিলের পরিমাণ	১১৪৯৬.৪১ লক্ষ টাকা	১১৪৯৬.৪১ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ	৬৯৮৩৮.০৮ লক্ষ টাকা	৫৫৭৮০.৭৪ লক্ষ টাকা

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ	৫৪৫৮০.৪১ লক্ষ টাকা	৫২৫৭৩.৭০ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগীর সংখ্যা	৫,৯৯,২২১ জন	৫,২৫,৫৮৫ জন
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ	৪৮৩.২০ লক্ষ টাকা	১৭৭৪.৭০ লক্ষ টাকা
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা	৬,০৪০ জন	৬,৭২৩ জন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ	৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা	-
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা	১২,০৪০ জন	-

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪): পৃ-১০।

৪.০৯.০২ যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্প আকারে গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৬টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) কার্যক্রম রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় পোশাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, ও স্ক্রীণ প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন এবং সহজ আরবী ভাষায় কথোপকথন শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ জেলা সদরে উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ মাস হতে ৬ মাস পর্যন্ত। এছাড়া স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৪৯৬টি উপজেলায় স্বল্প মেয়াদি ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশব্যাপি পরিচালিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও আয় সঞ্চারণমূলক কর্মকাণ্ড বেকার সমস্যা সমাধান এবং দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবককে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৩০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। জেলা ও উপজেলায় দুটি কমিটির মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন ঋণ গ্রহিতাকে ২ জন জামিনদার নিশ্চিত করতে হয়। এবং প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি

সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যাঁরা যথামত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করেন তারাই সার্ভিস চার্জের ক্ষেত্রে বর্ণিত ৫% এর সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯১%।

একনজরে যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির নির্ধারিত লক্ষ্য ও অর্জিত অগ্রগতি:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯০-২০০৩)	৩৭২৫১.০৯ লক্ষ টাকা	২৭১৭৩.৮০ লক্ষ টাকা
মোট যুবঋণ মূলধনের পরিমাণ	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	৯২৭৪.৮৩ লক্ষ টাকা	৯২৭৪.৮৩ লক্ষ টাকা
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিলের পরিমাণ	২০৮৩৫.৫৫ লক্ষ টাকা	২০৮৩৫.৫৫ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ	৭৪১০৪.৫২ লক্ষ টাকা	৭০১৩৪.৩৩ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ	৬০০৩৯.৮৩ লক্ষ টাকা	৫৪৬১৭.৬১ লক্ষ টাকা
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ	৭৫১৬.৮০ লক্ষ টাকা	৭১০৯.৭৫ লক্ষ টাকা
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ	৯৬২১.০০ লক্ষ টাকা	-
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণে (১৯৯০-২০০৩) অংশগ্রহণকারী যুবের সংখ্যা	২৬,৯৫,৫৫৩ জন	২৩,৭৩,৬২৩ জন
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যুবের সংখ্যা	৭০,৮৪০ জন	৫৫,৫৫৬ জন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যুবের সংখ্যা	৮৩,৯৮২ জন	-
প্রকল্প মেয়াদসহ আত্মকর্মসংস্থানের সংখ্যা	১৭,৬৫,৬২৪ জন	১৪,৭৭,৯৪৩ জন
প্রকল্প মেয়াদসহ উপকারভোগীর সংখ্যা	৪,৬১,৭৯০ জন	২,৮৮,৩১২ জন
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা	১৭,৬১৬ জন	১০,৪৬৪ জন
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা	২৬,৪৬০ জন	-

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪): পৃ-১২।

৪.১০ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত ঋণদান কর্মসূচি

যুব ঋণ কর্মসূচি দুই ধরনের:

ক) একক ঋণ কর্মসূচি: এ কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে প্রশিক্ষিত যুবদের একক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক সদস্যকে সর্বনিম্ন ৩০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়। দেশের সকল উপজেলা ও মেট্রোপলিটন ইউনিট থানায় এ কর্মসূচী চালু আছে।

খ) গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি: এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের পারিবারিক গ্রুপে সংগঠিত করে গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বনিম্ন ১০,০০০/- টাকা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত যুব ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচী ২৩০টি উপজেলায় চালু আছে।

৪.১১ উপজেলা (সাবেক থানা) সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প

১৯৮৭ সালের জানুয়ারি হতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে এটি রাজস্ব কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি গ্রামীণ দারিদ্র, দু:স্থ ও যুব-যুবমহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত। গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাকের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ব্যতিক্রম ধর্মী এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে:

ক) গ্রামীণ বেকার দারিদ্র ভূমিহীন গোষ্ঠীকে গ্রামীণ পরিবেশে রেখে পারিবারিক গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করা;

খ) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো পরিবারকে উন্নয়নের একক হিসেবে চিহ্নিত করে পরিবার ভিত্তিক দল গঠন ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান। এ প্রকল্পের অধীনে পাঁচ জনের গ্রুপ সংগঠিত করে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয় ঋণ দেয়া

হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে জানুয়ারি ১৯৮৭ হতে মার্চ ১৯৯৩ পর্যন্ত তেত্রিশ হাজার পাঁচ শত আশি (৩৩,৫৮০) জন বেকারকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া বিশ হাজার চার শত (২০,৪০০) জনকে সাক্ষরতা জ্ঞান এবং ছয় হাজার দুই শত (৬,২০০) জনকে পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। ১৯৮৭ সাল থেকে জুন ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মোট একুশ হাজার একশত উননব্বই (২১,১৮৯) জনকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হয়েছে। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১-১৯৯২ সাল হতে ১৯৯৭-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মোট দুলাখ আটত্রিশ হাজার সাত শত সাতচল্লিশ (২,৩৮,৭৪৭) জন যুবককে কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সময় নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল দু লাখ নব্বই হাজার (২,৯০,০০০) জন ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত একত্রিশ হাজার দুই শত চৌষট্টি(৩১,২৬৪) জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (TRDEP Phase–iv) এর চতুর্থ পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এককভাবে এ প্রকল্প প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার পল্লী যুবক-যুবতিকে স্বকর্মসংস্থান করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৯৯৯ সালে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর শুরু থেকে জুন ২০০১ পর্যন্ত তিন লাখ বিশ হাজার জন উপকারভোগির মধ্যে ঘূর্ণায়মান ঋণ বিতরণ করা হয়।

৪.১২ প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সাফল্য

বিভিন্ন সময়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ অধিদপ্তর এ পর্যন্ত প্রায় ৪৪.৬ লক্ষ যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ অধিদপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষিতদের মধ্যে প্রায় ৫০% জন আত্মকর্মসংস্থান/ আয়সঞ্চারণমূলক কর্মকাণ্ডে সফল হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিমাসে লক্ষাধিক অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়েছে।

৪.১৩ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর্মসূচি

৪.১৩.০১ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। রংপুর বিভাগের অবশিষ্ট ৭টি জেলার ০৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির যুবরা প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

৪.১৩.০২ যুব সংগঠন তালিকাভুক্তিকরণ ও অনুদান

দেশের বেসরকারি যুব সংগঠনসমূহকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয় করার জন্য সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুব সংগঠনের তালিকাভুক্তির কাজ হাতে নিয়েছে। ২০০৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৬৭২৯টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনকে সহায়তা করার জন্য যুব কল্যাণ তহবিল হতে এ যাবৎ ৩৪২১টি যুব সংগঠনকে প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধন ৭ কোটি টাকা। এ তহবিল থেকে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। এছাড়া অনুন্নয়ন খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ১৪৫৫ টি যুব সংগঠনকে ৭৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

৪.১৩.০৩ বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) প্রতি আনুকূল্য

যুব উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে মন্ত্রণালয় এবং সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের জন্য আধাসরকারি সংস্থাগুলো যুব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। এনজিওগুলো যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহ যোগানোর জন্য নিম্নে উল্লেখিত কতিপয় পদক্ষেপের কথা পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে:

ক) এনজিও'র সঙ্গে, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা প্রভৃতির বৃহৎ সংস্থাসমূহের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা। যাতে এসব এনজিও, শহর ও গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের দারিদ্র বিমোচন ও আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে;

খ) বেকার যুবদের চিহ্নিত এবং সু-নির্দিষ্ট কর্মের সুবিধাভোগী দল গঠনে এনজিও সমূহকে উদ্বুদ্ধ করা;

গ) তৃণমূল পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান প্রশিক্ষণ (MOBILE TRAINING) ও দল গঠনে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এনজিও সমূহকে ব্যবহার করা;

ঘ) গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম বাস্তবায়নে তালিকাভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;

ঙ) এনজিও এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহকে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে যুব উন্নয়ন কমিটি গঠনে সম্পৃক্ত করা; এবং

চ) যুব উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ ও নির্দেশনা দানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে এনজিওসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'যুব উন্নয়নে জাতীয় সমন্বয় কমিটি' (National Co-ordination Committee for Youth Development (NCCYD) গঠন।

৪.১৩.০৪ যুব প্রেরণা, প্রকাশনা ও পুরস্কার প্রকল্প

দেশের যুবক-যুবতিদের দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য উপজেলা পর্যায়ের জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। যাতে যুবদের উন্নতি সাধিত হয় এবং তাদের মধ্যে সমাজের জন্য মহৎ কাজে উদ্যোগী হওয়ার অনুপ্রেরণা জাগে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ প্রকাশনা বের করা এবং যুবক- যুবতীদের জন্য নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

৪.১৩.০৫ এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেল্‌থ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো ইয়ুথ ক্লাব্‌স প্রকল্প

এটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। দরিদ্র অশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বেকারত্ব দূরীকরণ ও পরিবেশের উন্নয়ন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টিতে যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুবকদের সম্পৃক্ত করাই এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ইউ এন এফ পি এ'র আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৮-২০০২ সাল মেয়াদে ৬৪ টি জেলার ৪৭২টি উপজেলায় ৪০২ টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ''যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুব সমাজকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ" নামে জুলাই ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছর হতে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পুনরায় ৫০০টি ক্লাবকে জানুয়ারি/২০০৩-ডিসেম্বর/২০০৫ মেয়াদে ২৩১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪.১৪ শুরু থেকে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত যুব কার্যক্রমের অগ্রগতি

নং	কার্যক্রমের বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১.	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৪৪,৬২,৮৫৫ জন
২.	আত্মকর্মসংস্থান গ্রহণকারীর সংখ্যা	২০,০৫,৭২০ জন
৩.	মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ (ঘূর্ণায়মান)	১৩৩০ কোটি ৩১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা
৪.	মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৮,২৫,৩০৭ জন
৫.	প্রাপ্ত মূল ঋণ তহবিল (Seed Money) ক) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি খ) পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ) উপকরণ ঋণ	১৬৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ১১৫ কোটি ৬০ লক্ষ৭২ হাজার টাকা ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ১ কোটি ৬৮ হাজার টাকা
৬.	মোট ঋণ তহবিল (প্রবৃদ্ধিসহ)	৩২৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ১০ হাজার
৭.	মূল ঋণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ	১৬৩,৭২.৭৮ লক্ষ টাকা
৮.	সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিল	৩২৯,৯২.১১ লক্ষ টাকা
৯.	ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	৯৪%
১০.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	৭১,৩১৬ জন
১১.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান	৭০,৫২১ জন
১২.	খাসবদ্ধ জলাশয় ইজারা প্রদান	১৩,২১০ টি
১৩.	খাসবদ্ধ জলাশয় ইজারা বাবদ রাজস্ব আয়	৪৮১৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নং	কার্যক্রমের বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১৪.	যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১১৯৯.৯৬ লক্ষ টাকা
১৫.	যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত সংগঠনের সংখ্যা	৯৩৮৯ টি
১৬.	যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	১৫ কোটি টাকা
১৭.	রাজস্ব খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১২০.৩৫ লক্ষ টাকা
১৮.	রাজস্ব খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত সংগঠনের সংখ্যা	২০৯৬ টি
১৯.	যুব সংগঠন তালিকাভুক্তি	১৭,১৬০ টি
২০.	যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ (৭৬+৩৮+৩৮+২৩)	১৭৫ জন
২১.	জাতীয় যুব পুরস্কার বিতরণ	৩৩০ জন
২২.	কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	১৯ জন
২৩.	সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	০২ জন
২৪.	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	১১১ টি

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

৪.১৫ যুবদের সার্বিক উন্নয়নে উন্নত দেশসহ এতদ্‌ঞ্চলের বিভিন্ন দেশে চলমান কতিপয় কর্মসূচি

উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলোতে যুব সমাজকে মানব সম্পদের মধ্যে পৃথক একটি দল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন চলছে। এ ধরনের বিশেষ কর্মসূচি ইউরোপের দেশগুলোতে শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর ৩০ দশকে। এশীয় মহাদেশের অনেকগুলো দেশ যুবকদের জন্য পৃথক কর্মসূচি পরিচালনা শুরু করে বিগত শতাব্দীর পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে। অপরদিকে যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি জাতিসংঘ ও কমনওয়েলথ কর্তৃক স্বীকৃতি পায় বিগত শতাব্দীর ষাট এবং সত্তর দশকে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যুব উন্নয়ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসুচি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তার বাস্তবায়ন এগিয়ে চলেছে। তবে একটি দেশের যুব উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি কি হবে তা নির্ভর করে সেই দেশের প্রয়োজন, আশা ও আকাঙ্খার ওপর। তাই আমেরিকার মতো সমৃদ্ধশালী দেশের যুব উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ভুটানের যুব সমাজের মধ্যে গৃহীত কর্মসূচি এক নয়। নিম্নে বিধৃত আলোচনা আমাদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে:

৪.১৫.০১ আমেরিকায় পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি

আমেরিকার ইংরেজি 4H বিশিষ্ট সংগঠনসমূহ: ৪টি H এর মধ্যে ১টি H হলো Head, দ্বিতীয়টি হলো Heart, তৃতীয়টি Hands এবং চতুর্থটি হলো Hustle। এই চারটি ইংরেজি শব্দ বাংলায় ভাষান্তর করলে যা হয় তা হলো যুবদের মেধাবী, হৃদয়বান, উৎপাদনশীল এবং কর্মতৎপর করে তোলা। জ্বালানী সাশ্রয় ও সুরক্ষা, পরিবেশের উন্নতি, সমাজ কল্যাণমূলক সেবা এবং অন্যান্য সকল কর্মসূচি, যার মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মসংস্থান এবং চাকুরিগত ব্যবস্থা নিশ্চিত হয় – এই সব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে।

আমেরিকার ভবিষ্যৎ কৃষক (Future Farmer's of America)

এ ধরনের কৃষকেরা বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়ে থাকে। কি করে একটি সভায় অংশগ্রহণ করতে হয়, সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি কিভাবে অনুসরণ করতে হয়, জনসমক্ষে কিভাবে বক্তব্য দিতে হয় এবং সতীর্থ সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে কিভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হয় তার শিক্ষা এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুবসমাজ পেয়ে থাকে। যারা কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয় তাদেরকে এ পেশায় কিভাবে উন্নতি করতে হয় এ কর্মসূচির মাধ্যমে সেইভাবে যুবসমাজকে উদ্দীপ্ত করা হয়ে থাকে। কৃষি অভাবনীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্র ও প্রযুক্তি, ভূমি ও পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা, দুগ্ধজাত খামারের উন্নতি সাধন এবং কৃষি জমির সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে যারা অসামান্য অবদান রাখে তাদেরকে নিয়মিত জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪.১৫.০২ ভারতে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশের মতো ভারতেও জনগণের সর্বাধিক একটি অংশ গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ দারিদ্র্য, বেকারত্ব ভারত সরকারের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ভারত সরকার ছাত্র ও অছাত্র যুব, যাদের বয়সসীমা ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে তাদের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ যুবদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ১৮-৩৫ বছর বয়সসীমার গ্রামীণ যুবদের বেকারত্ব দূর করা, তাদেরকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রযুক্তি দিয়ে সক্ষম করে তোলা, যেন তারা আত্মকর্মসংস্থানমূলক নির্দিষ্ট কোনো পেশা বা বৃত্তিতে নিয়োজিত হতে পারে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামাঞ্চলে যে সকল যুব গ্রাম সেবক এবং সেবিকা হিসেবে নিযুক্তি লাভ করে তাদেরকে এই কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। যুব-কৃষক ক্লাব প্রতিষ্ঠার কাজটিও এই কর্মসূচির অধীনেই সম্পন্ন হয়। এই ক্লাবের যারা সদস্য হন, তাদেরকেও নিয়মিতভাবে এই কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

নেহেরু যুবক কেন্দ্র

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর ৮০টি নেহেরু যুবক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ভারতের প্রতিটি জেলায় এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, খেলাধূলা, চিত্ত-বিনোদন, শরীরচর্চা, কৃষিকাজ ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৪.১৫.০৩ শ্রীলংকায় পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি

দক্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশজনিত কর্মসূচি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, যুবদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, যুব ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় সেবামূলক কর্মকাণ্ড প্রসার, ক্রীড়া ও চিত্ত-বিনোদনমূলক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি এবং যুবদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা শ্রীলংকার সকল যুব উন্নয়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। বেকার যুবদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার নাম সমুর্ধি মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায়ী এবং শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঋণদানেরও ব্যবস্থা আছে। যুবদের নানান বিষয়ের সাথে সম্পৃক্তকরণ যথা- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ – এরাও যুবদের জন্য নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

৪.১৫.০৪ পাকিস্তানে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৮৯ সালে পাকিস্তানে জাতীয় যুবনীতি প্রণীত হয়েছে। এই যুবনীতির অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, বয়স্ক শিক্ষা, কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, যুবদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন নানান ধরনের কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড, অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুবদের বিনিময়, বাধ্যতামূলক জাতীয় ক্যাডেট কর্পস-এ অংশগ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবারকল্যাণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, এইচআইভি কর্মসূচি এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতেও যুবসমাজকে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে।

৪.১৫.০৫ ভুটানে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি

ভুটানে যুব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের শুরু ১৯৬০ দশকে, ভুটান যুবকল্যাণ এসোসিয়েশনের মাধ্যমে, যার পেছনে ভুটানের রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। ভুটান যুবদের জন্য নতুন ধরনের কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে, যেমন- প্রকাশনা কর্মে যুবদের দক্ষ করে তোলা, কিভাবে একটি সম্মেলন আয়োজন করতে হয় সে ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া, যুব ক্যাম্প সংগঠিত করা, স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্প এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি। যুব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী যত মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা রয়েছে তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্তৃপক্ষ, যা ভুটান যুবকল্যাণ সমিতি নামে পরিচিত।

৪.১৫.০৬ মালদ্বীপে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৭৯ সাল থেকে মালদ্বীপে যুব উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা হয়। রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের অধীনে মালদ্বীপ যুব কেন্দ্র নামে একটি সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। তবে ১৯৯৩ সালে যুব মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। দক্ষতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও চিত্ত বিনোদন, সাংস্কৃতিক চর্চা,

সমাজসেবা, হতাশা ও পারিবারিক সমস্যা থেকে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সেবা ইত্যাদি কর্মসূচি যুব কর্মসূচির ব্যানারে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

৪.১৫.০৭ নেপালে পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নেপাল এতদ্‌ঞ্চলের দেশগুলো থেকে অনেক বেশি প্রবীণ। কেননা দীর্ঘদিন রাজপরিবার দ্বারা শাসিত এই দেশটি ১৯৬২ সালেই জাতীয় যুব পরিষদ গঠন করে। এই দেশটি ইতোমধ্যে একটি যুবনীতি প্রণয়ন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যুবনীতিকে ঘিরে আবর্তিত সকল কর্মসূচি সমন্বয় করে থাকে এবং তারা এটা করে থাকে যুব কর্মকাণ্ড সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ও যদি যুবদের জন্য কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে তাদের কাজের সমন্বয়ও এই কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সাক্ষরতা অভিযান, শিল্পকেন্দ্রিক আয়বর্ধন কর্মসূচি, বনায়ন, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এগুলোর সবকটি যুব উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যানারে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

এক নজরে এশীয় অঞ্চলে যুবকর্মের অবস্থা

দেশ	যুব উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুবনীতির বর্তমান অবস্থা	যুবের সংজ্ঞা	টার্গেট গ্রুপ
মালয়েশিয়া	১৯৬৪	সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব বিভাগ, মালয়েশিয়ান যুব পরিষদ এবং মালয়েশিয়ান এসোসিয়েশন অব ইয়ুথ ক্লাব	১৯৮৫ সালে যুব উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়েছে	১৫-৪০ বছর	ঝড়ে পড়া এবং বেকার যুব
মালদ্বীপ	১৯৭৯	সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন/ যুব, মহিলা বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ১৯৯৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত	যুব বিভাগ, মালদ্বীপ বাস্তবায়নে নিয়োজিত	এ পর্যন্ত কোন যুবনীতি ঘোষণা করা হয়নি কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন আইনও প্রণয়ন করা হয়নি।	১৫-৩৫ বছর	সকল ধরনের যুব
পাকিস্তান	১৯৮৯	সংস্কৃতি, যুব ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বর্তমানে মহিলা বিষয়ক ও যুব মন্ত্রণালয়	কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যুব বিভাগ এবং প্রদেশ পর্যায়ে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া পরিদপ্তর বাস্তবায়নে নিয়োজিত	১৯৮৯ সালে প্রথম যুবনীতি ঘোষণা করা হয় কিন্তু এ পর্যন্ত কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি।	১০-২৪ বছর	সকল ধরনের যুব

দেশ	যুব উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুবনীতির বর্তমান অবস্থা	যুবের সংজ্ঞা	টার্গেট গ্রুপ
সিংগাপুর	১৯৭২	পিপলস্ এসোসিয়েশন, একটি সায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ	পিপলস্ এসোসিয়েশনের যুব বিভাগ এবং জাতীয় যুব পরিষদ	ঘোষিত কোন যুবনীতি, আইন কিংবা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোন লিখিত বিবৃতি নেই	১৫-৩০ বছর	সকল ধরনের যুব
শ্রীলংকা	১৯৬৯	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (যুব বিভাগ) এবং বর্তমানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	জাতীয় যুব সেবা পরিষদ নামের একটি সায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ	১৯৭৯ সালে প্রণীত যুব আইনের অধীনে যুবকর্ম ও যুবনীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে	১৫-২৯ বছর	সকল ধরনের যুব তবে ঝড়ে পড়া যুব অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে
ব্রুনাই দারুসসালাম	১৯৭৪	সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া বিভাগ এবং ব্রুনাই যুব পরিষদ	যুবদের জন্য ঘোষিত কোন যুবনীতি কিংবা আইন নেই	১৫-৩৫ বছর	সকল ধরনের যুব
হংকং	১৯৬৫	সমাজকল্যাণ বিভাগ	যুব কর্মকাণ্ডের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি (এনজিও)	যুবদের জন্য ঘোষিত কোন যুবনীতি কিংবা আইন নেই	১৫-২৪ বছর	সকল ধরনের যুব
ভারত	১৯৬৯	শিক্ষা ও যুবসেবা মন্ত্রণালয়, বর্তমানে জনসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়	জাতীয় পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া বিভাগ এবং প্রদেশ পর্যায়ে যুব পরিদপ্তর	১৯৮৭ সালে যুবনীতি প্রণীত হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়নি	১৫-৩৫ বছর	ছাত্র এবং অছাত্র যুবসমাজ

উৎস: Muhammad, Nur, "Status of Youth Work in the Commonwealth Asia Region". Souvenir of National Youth Day. Department of Youth Development, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত জনবল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও কর্মীবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্কের কাঠামো চিত্রই হলো সাংগঠনিক কাঠামো। এটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং দলের মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ সম্পর্কের রূপরেখা প্রদান করে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তর, বিভাগ, উপবিভাগ এবং ক্ষমতা প্রবাহের চিত্র প্রদর্শিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হলো। এই পরিসরে নিম্নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবলের সংখ্যা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত অর্থায়নের পরিমাণ একযোগে দেখানো হলো:

৫.০১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল ও বরাদ্দ

অধিদপ্তরের মোট জনবল (রাজস্ব+উন্নয়ন)	৪৯৮৩+১৫৮৬= ৬৫৬৯ জন
জেলা কার্যালয়	৬৪ টি
উপজেলা কার্যালয়	৪৮৫ টি
মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা কার্যালয়	১০ টি
পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থানভুক্ত উপজেলা	২৫৭ টি
২০১৪-১৫ সালে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা	২,৯৬,৮৩২ জন
২০১৪-১৫ সালের রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ	১২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা
২০১৪-১৫ সালের রাজস্ব বাজেটে সংশোধিত বরাদ্দ	১৪৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা
২০১৪-১৫ সালের রাজস্ব বাজেটে প্রকৃত ব্যয়	১৪৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
২০১৪-১৫ সালে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ	১৯৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা
২০১৪-১৫ সালের উন্নয়ন বাজেটে সংশোধিত বরাদ্দ	১৬৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা
২০১৪-১৫ সালের উন্নয়ন বাজেটে প্রকৃত ব্যয়	১৪১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

Dhaka University Institutional Repository

5.02 he Dbqb Awa‘ß‡ii mvsMVwbK KvVv‡gv

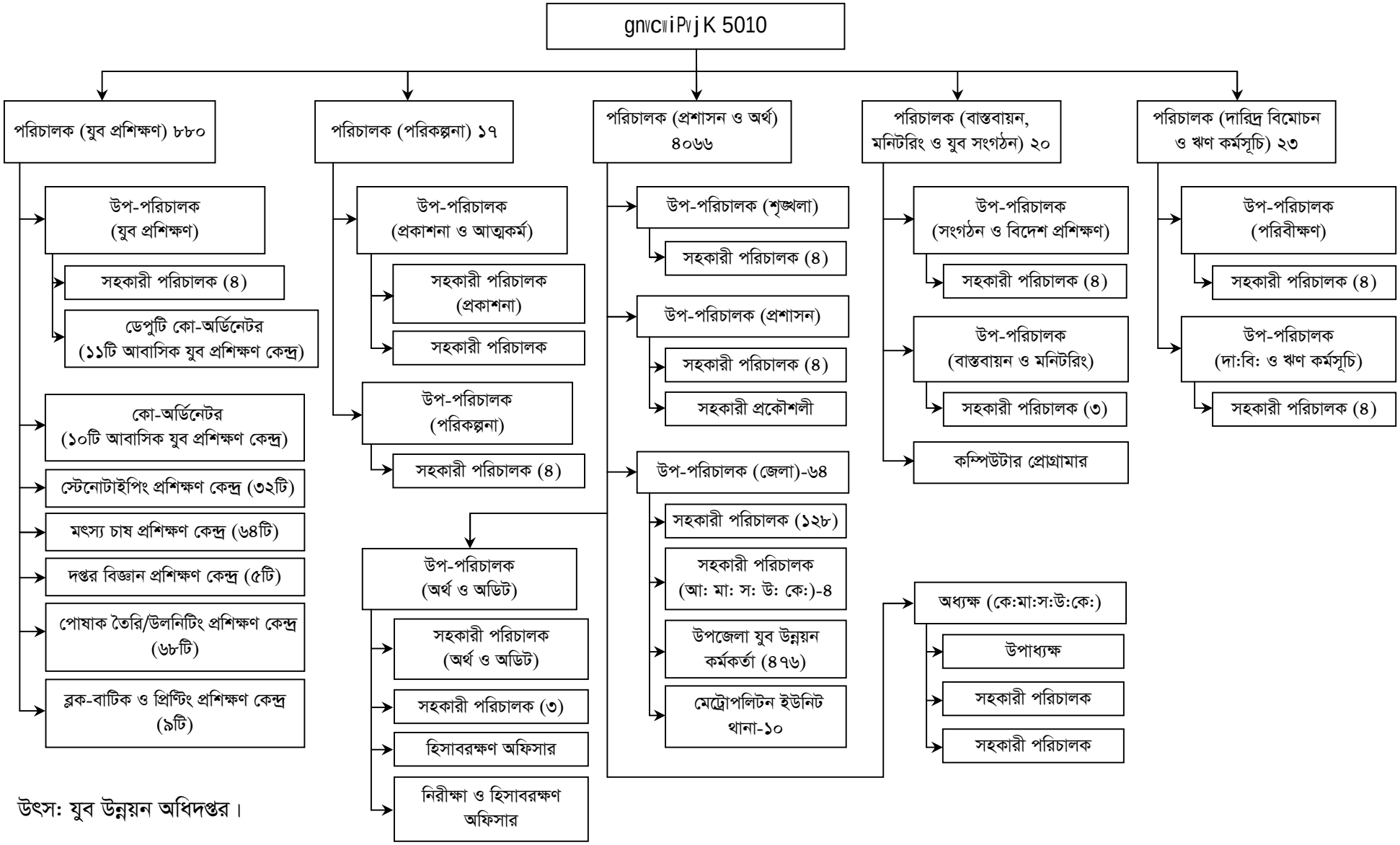

উৎস: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

৫.০৩ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে কোনো সংগঠনের কাজ ও কর্মীর সংখ্যা এর স্তরবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। স্তর বিন্যাস যত বৃদ্ধি পায় সাংগঠনিক কাঠামোর আয়তনও তত বাড়ে। সংগঠন চিত্র ততই বিস্তৃত ও জটিল হয় এবং সংগঠন চিত্র উপরে একক কেন্দ্র হতে নিচের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে এটি অনেকটা পিরামিডের আকৃতি পায়। অপরদিকে একটি সহজ, শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠানের কাজকে স্বাভাবিক, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও গতিশীল রাখতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রদান করে। এ ধরনের একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করতে হলে কতকগুলো নিয়ম-নীতি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। যেমন- (১) উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ (Determination of objectives and policies); (২) দক্ষতা (Efficiency); (৩) নির্দিষ্টতা (Specification); (৪) বিশেষজ্ঞতা (Specialization); (৫) ভারসাম্য (Balancing); (৬) দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সমতা (Consistency in authority and responsibility); (৭) ব্যবস্থাপনার পরিসর (Span of management); (৮) জোড়া-মই-শিকল (Scalar principle); (৯) নমনীয়তা (Flexibility); (১০) সরলতা (Simplicity); (১১) ব্যয় সংকোচ (Reduction of cost); এবং (১২) নির্দেশনার ঐক্য (Unity of direction)।

এই পরিসরে আরও উল্লেখ্য যে, কাজের প্রকৃতি ও ক্ষমতার বণ্টন অনুসারে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে মূলতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো- (১) সরলরৈখিক সংগঠন (Line organization); (২) সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা বা পদস্থ-কর্মী সংগঠন (Line and staff organization); (৩) কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional organization); এবং (৪) কমিটি বা পর্ষদ (Committee organization)।

যে সাংগঠনিক কাঠামোতে সরলরৈখিক নির্বাহীর সাথে কোনো সহযোগী বা উপদেষ্টা কর্মী থাকে না তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে। অপরদিকে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা বা পদস্থ-কর্মী সংগঠনে দুই ধরনের কর্মী থাকে; একদল সরলরৈখিক কর্মী বা নির্বাহী ও অন্যদল উপদেষ্টা কর্মী। এক্ষেত্রে সংগঠনের কর্তৃত্ব রেখা ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর হতে ক্রমান্বয়ে নিম্নস্তরে নেমে আসে, তবে সরলরৈখিক কর্মকর্তার পাশে উপদেষ্টা

কর্মীগণ প্রয়োজনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। দুই ধরনের কর্মী থাকলেও সরলরৈখিক কর্মকর্তাগণই ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। একইভাবে কার্যভিত্তিক সংগঠনে কার্যাবলীকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এদের এক একটিকে এক একজন বিশেষজ্ঞের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এরূপ সংগঠনে বিশেষজ্ঞদেরকে সহযোগী বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ না করে সরাসরি নির্বাহী হিসেবে বিশেষ দায়িত্বে আসীন করা হয়। এ ধরনের সংগঠনের একেবারে উপরিস্তরে এক বা একাধিক সরলরৈখিক নির্বাহী কর্মরত থাকে। ব্যবস্থাপনার মধ্যম ও নিচের পর্যায়ে পদস্থ কর্মীগণই (Staff) উচ্চ নির্বাহীর নির্দেশ মত কার্যত নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তাই একে পদস্থ কর্মী সংগঠন (Staff Organization) নামেও অভিহিত করা হয়। আবার কমিটি সংগঠন হলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যাদের উপর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে প্রশাসনিক দায়িত্ব বা কোনো কার্যভার অর্পিত হয়; যারা সামষ্টিকভাবে সেই দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদন করে।

৫.০৪ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর বিশদ পর্যালোচনা

১০৪ নং পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এটি সরলরৈখিক সংগঠন (Line Organization) নাকি সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন (Line and Staff Organization), কিংবা এটি কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional Organization) কি–না এ বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, মহাপরিচালক ও তাকে সহায়তাদানকারী দু'জন পরিচালক বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত, আবার জেলা পর্যায়ের ৬৪ জন উপ-পরিচালকের মধ্যে ৩জন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত, সদর দপ্তরের ১০ জন উপ-পরিচালকের মধ্যে আবার ৩ জনই বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, নীতি-নির্ধারণ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের হাতে ন্যস্ত, যারা মূলতঃ প্রেষণে এই অধিদপ্তরে পদায়ন লাভ করেন আবার দুই বা তিন বৎসর চাকুরি করার পর নিজ ক্যাডারভুক্ত পদে অথবা অন্যত্র কোনো সুবিধাজনক পদে ফিরে যান। তাদের এই অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি পুরোপুরি ক্ষণস্থায়ী এবং এডহক প্রকৃতির। তাই সঙ্গত কারণে যুবসমাজের প্রতি কিংবা এই অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রতি দৃঢ় কোনো

'কমিটমেন্ট' গড়ে ওঠে না। আবার উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক পদে যারা নিয়োজিত আছেন, তারা প্রথমে উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি শুরু করেছেন। অতঃপর রাজস্ব খাতে আত্মীকৃত হয়েছেন। এই শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বাংলাদেশের যুবসমাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে উঠেছে বলে প্রতিভাত হয়। উপস্থাপিত সাংগঠনিক কাঠামো থেকে দৃশ্যমান হয়ে উঠে যে, মহাপরিচালক হলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে প্রধান কার্যালয়ে সহায়তা করেন ০৫ (পাঁচ) জন পরিচালক, ১০ জন উপ-পরিচালক, ১০ জন সহকারী পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন কম্পিউটার প্রোগ্রামার, ১০টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর, ১১টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী। অপরদিকে ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন উপ-পরিচালক নিয়োজিত আছেন, তাদেরকে ২ জন করে মোট ১১৬ জন সহকারী পরিচালক এবং অতিরিক্ত আরও ১২ জন সহকারী পরিচালক অর্থাৎ মোট ১২৮ জন সহকারী পরিচালক সহায়তা দান করে থাকেন। ৪৭৬টি উপজেলায় রয়েছে ৪৭৬ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র [সাভার (ঢাকা), রাজশাহী, যশোর ও সিলেট] এর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন ৪ জন সহকারী পরিচালক, আবার ১০টি মেট্রোপলিটন থানায় দায়িত্বে আছেন ১০ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

যদিও বাংলাদেশের ৪৭৬টি উপজেলার আকার-আয়তন সমান নয় এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের মধ্যেও মারাত্মক বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তথাপি যুক্তির খাতিরে আমরা যদি ধরে নেই যে, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা হলো প্রায় ১৭ কোটি, সেই হিসেবে একটি উপজেলায় গড় জনসংখ্যা দাড়ায় প্রায় ৩.৫৭ লক্ষ। এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ যদি যুবসমাজ হয় তাদের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ১.১৯ লক্ষ। এই বিপুল আয়তনের যুবসমাজকে সেবাদানের জন্য একজন যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার অধীনে ক্রেডিট সুপারভাইজার ৩ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১ জন, ক্যাশিয়ার ১জন এবং এম.এল.এস.এস. ১ জন রয়েছেন। ৫ জনের এই লোকবল নিয়ে কিভাবে যুবসমাজের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এই পরিসরে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরে উল্লেখকৃত ৭৩২ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৪,৯৮৫ জনের একটি সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে যুব উন্নয়ন কর্মের মতো একটি বিশাল যজ্ঞের দায়িত্ব পালন কোনোভাবেই সম্ভব নয়; এটি প্রশাসনিক কিংবা ব্যবস্থাপকীয় — যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার-বিশ্লেষণ করা হোক না কেন।

আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, একটি সংগঠন হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে কোনো নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় না। তবে একজন গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ধরনের একটি সংগঠন হওয়া উচিত কার্যভিত্তিক সংগঠন বা Functional Organization, যেখানে কাজের প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র সংগঠনটিকে বিভক্ত করে একেকটি বিভাগ একেকজন বিশেষজ্ঞের হাতে ন্যস্ত করা হবে। এসব বিশেষজ্ঞদেরকে সহযোগী বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ না করে সরাসরি নির্বাহী হিসেবেও বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে আসীন করা যেতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, এই অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূলতৎ দু'টি; প্রথমটি হচ্ছে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অপরটি ঋণ প্রদান কার্যক্রম। এ দু'টি বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার অধিকারী তাদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিযুক্ত করা হলে এই অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন দু'টির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। এখানে আরও একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে তা হলো দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি – এদের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নেই। এদের প্রত্যেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাপরিচালকের অধীনস্ত একজন পরিচালক, যিনি দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি এই দু'টি বিষয় বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তিনি সরাসরি ২ জন উপ-পরিচালক এবং তাদের অধীনে ন্যস্ত ৮ জন সহকারী পরিচালকের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ কাজ করেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর সরাসরি অধীনে। বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ১জন প্রকল্প পরিচালক, যিনি সরাসরি মহাপরিচালকের অধীনে কাজ করে থাকেন, তিনি উপ-পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

স্বতন্ত্র সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেয়া হলেও কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় উল্লেখকৃত কর্মসূচি কিংবা প্রকল্পের প্রতি মালিকানা কিংবা অধিকার বোধের উন্মেষ ঘটে নি। একই কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। দেখা যায় যে, একমাত্র শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের স্বতন্ত্র সাংগঠনিক কাঠামোর অস্তিত্ব আছে। এর প্রধান কারণ এই হতে পারে যে, কেন্দ্রটি ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটিকে আলাদা

সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এই গবেষণার বিবেচ্য দু'টি কেন্দ্রসহ অন্যান্য কর্মসূচির কোনোটিই জনবল, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব কিংবা আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে কম সামর্থ্য ও সক্ষমতার অধিকারী। এটা এই ৪টি কর্মসূচির সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপকীয় দূর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ।

৫.০৫ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের সাংগঠনিক কাঠামো

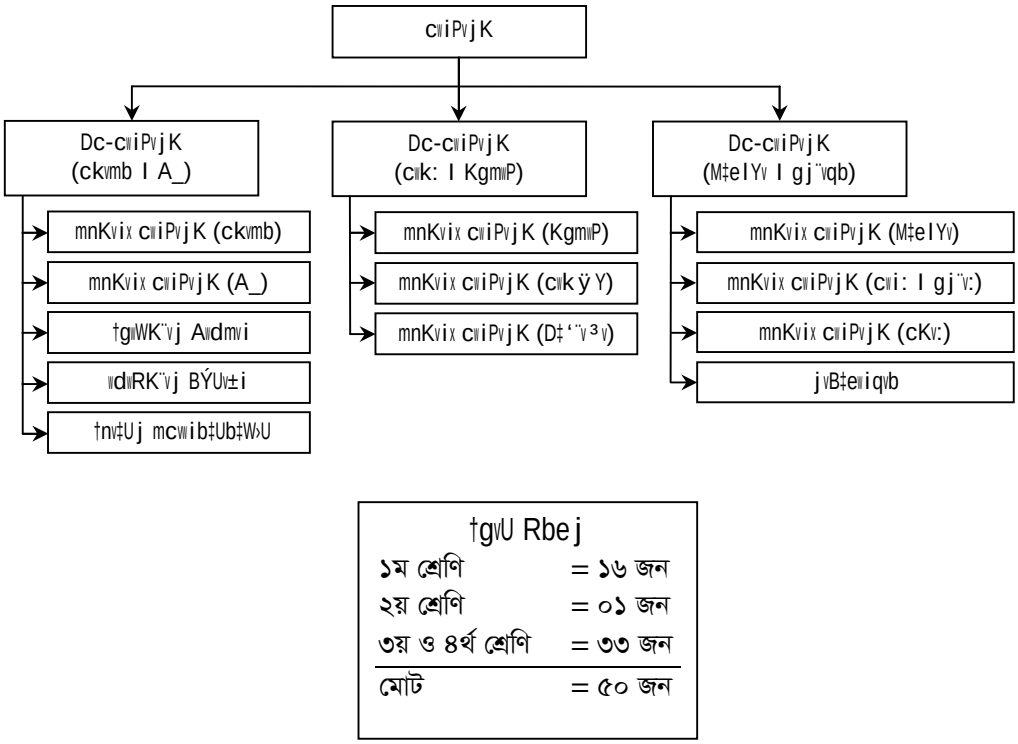

†gvU Rbej	
১ম শ্রেণি	= ১৬ জন
২য় শ্রেণি	= ০১ জন
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি	= ৩৩ জন
মোট	= ৫০ জন

উৎস: শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৬.০০ ভূমিকা

এ পরিচ্ছেদে যে ২৭৬ জন যুব এবং যে ১০৭ জন কর্মকর্তা নমুনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার সাহায্যে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নমুনা হিসেবে বাছাইকৃত যুবদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত আবার ০৭টি নাতিদীর্ঘ, গভীর ও নিবিড় কেস স্টাডির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়েছে।

কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কর্মকর্তাগণ কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, আবার অনেক বিষয়ে তাদের মতামত কি – সেগুলো মূলতঃ তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ প্রথমে যথাযথভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। তারপর সম্পাদিত উপাত্তসমূহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে শ্রেণিকরণ করে সারণীবদ্ধ এবং তা বিভিন্ন পরিসংখ্যাণিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(ক) যুবদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ

৬.০১ যুবদের বয়সসীমা

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৩ এর জাতীয় যুবনীতি[১] অনুযায়ী যে সব যুবের বয়স ১৮-৩৫ এর মধ্যে তারাই যুব হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই বিবেচনায় আমাদের গবেষণায় সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (৮৪.১৪%) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সারণী-০৭ থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবের বয়সসীমা ১৮-৩৫ এর মধ্যে। ১২.৬৮% যুবের বয়সসীমা ৩৬-৪৫ এর মধ্যে। আবার এটাও লক্ষ্যণীয় যে, শতকরা ২.১৮ জন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যারা ইতোমধ্যেই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন – এদের বয়সসীমা ৪৬-

[১] উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে পুনরায় জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে – যা এখনও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এই খসড়া যুবনীতি অনুযায়ী যুবদের বয়স ১৮-৩৫ নির্ধারণ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশে যে যুবনীতি প্রণয়ন করা হয় সেখানে যুবদের বয়স-সীমা ছিল ১৫-৩০।

৫৫ এর মধ্যে। এর যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো এই যে, দু'টি কর্মসূচি যথা- যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৯০ সালে এবং বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। অর্থাৎ ১৭ থেকে ২৫ বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাই ঐ সময়ে যে সব যুব এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের বয়স ইতোমধ্যে ৫৫ বছর অতিক্রম করলেও তা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়।

সারণী-০৭: বয়স অনুসারে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১৮-৩৫ বছর	২৩৫	৮৫.১৫
৩৬-৪৫ বছর	৩৫	১২.৬৮
৪৬-৫৫ বছর	৬	২.১৭
মোট =	২৭৬	১০০

চিত্র-০৫: বয়স অনুসারে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

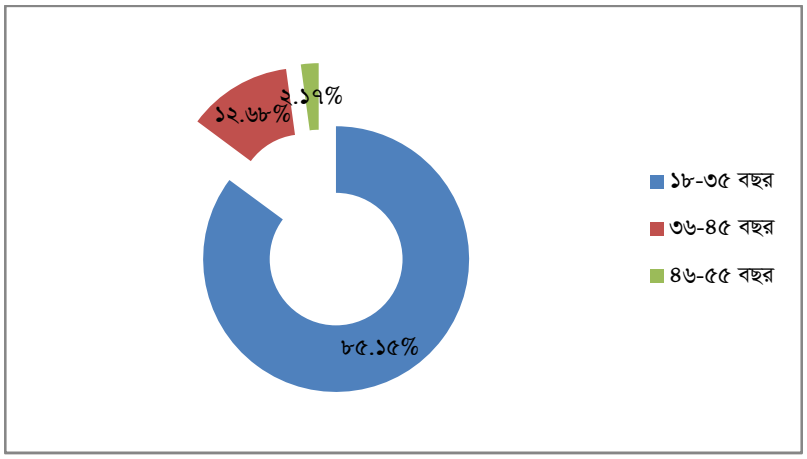

৬.০২ যুবদের শিক্ষাগত পটভূমি

সারণী-০৮ থেকে দেখা যায় যে, ৩.২৬% এর প্রাথমিক পর্যায়, ২০.২৮% এর এস.এস.সি, ৫৬.৫২% এর এইচ.এস.সি থেকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। উপরন্তু ১৯.৯৪% যুবের রয়েছে স্নাতকোত্তর থেকে উচ্চতর ডিগ্রী। ৭৬% এর অধিক যুবের এইচ.এস.সি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। যদিও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ঋণ সুবিধা পাওয়ার জন্য অষ্টম শ্রেণির বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। সেই বিচারে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ

যুব (২০.২৮%) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, তারা প্রশিক্ষণ ও ঋণ লাভের সুযোগ পেয়েছেন। কেবল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেও ৯ জন যুব এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন। তবে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবকে (৫৬.৫২%) দেখতে পাওয়া যায় এইচ.এস.সি থেকে স্নাতক ডিগ্রীধারী। একইভাবে লক্ষ্যণীয় যে, স্নাতকোত্তর বা উচ্চ ডিগ্রীধারী যুবের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়, তারাও ১৯.৯৪%। এ সব পরিসংখ্যান থেকে এই যুক্তি দাড় করানো অনুচিত হবে না যে, বাংলাদেশে উচ্চ ডিগ্রীধারী যুবের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী-০৮: শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে যুবসমাজের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
প্রাথমিক	৯	৩.২৬
৮ম - এস.এস.সি	৫৬	২০.২৮
এইচ.এস.সি - স্নাতক	১৫৬	৫৬.৫২
স্নাতকোত্তর - উচ্চতর ডিগ্রী	৫৫	১৯.৯৪
মোট =	২৭৬	১০০

চিত্র-০৬: যুবসমাজের শিক্ষাগত যোগ্যতা

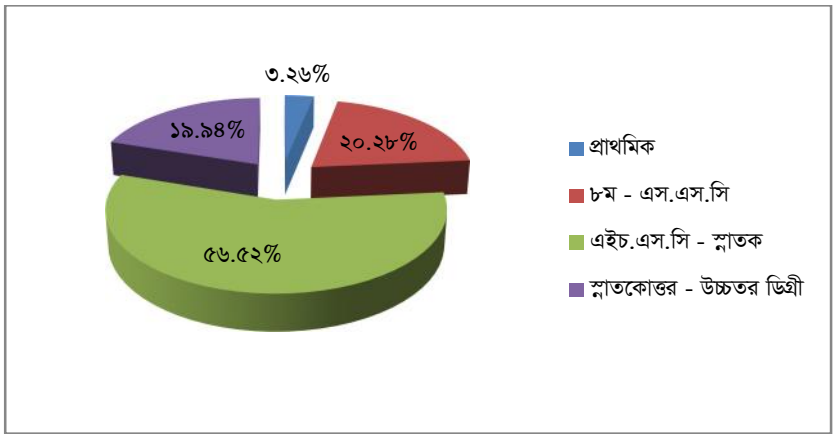

৬.০৩ শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে প্রশিক্ষণের যথার্থতা

সারণী-০৯ এ যুবদের শিক্ষাগত পটভূমির সঙ্গে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ আদৌ যথার্থ কি—না তা যুবদের মতামতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অত্যন্ত আশার কথা এই যে, ৯০.৯৮% প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুব এ অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ যথার্থ এবং

যুগোপযোগী। যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছে তারা সবাই শিক্ষিত তবে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে – এটা প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর থেকে উচ্চতর ডিগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। যারা সবচেয়ে বেশি (৯২.৭৮%) উচ্চ শিক্ষিত, অর্থাৎ স্নাতকোত্তর থেকে উচ্চতর ডিগ্রীধারী তাদের মধ্যেই সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ যথার্থ। এ হার এইচ.এস.সি থেকে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ৯০.৪১% এবং অষ্টম থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত ৯১.১২% এবং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণকারী যুবদের মধ্যে ৮৮.৯৬%। অপরদিকে প্রশিক্ষণ যথার্থ নয় এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন ৯.০২% যুব। এরা সবাই তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত। এদের মধ্যে এইচ.এস.সি থেকে স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এ ধরনের ৭.৬৮% যুব উল্লেখ করেছে যে, প্রদত্ত প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী নয়। স্নাতকোত্তর থেকে উচ্চতর ডিগ্রীধারী যুবদের মধ্যে ৫.৪২% এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী নয়। প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কেন যথার্থ নয়, তার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বড় যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষকের অভাব। অষ্টম থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত পাশকৃত ৫.৩৩% এবং প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এমন ১১.০৪% যুব এই কারণটি উল্লেখ করেছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ছে অথচ উপযুক্ত প্রশিক্ষক নেই, এটা ব্যবস্থাপকীয় দুর্বলতা – এক কথায় সুশাসনের সমস্যা।

সারণী-০৯: শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে প্রশিক্ষণ যথার্থ কি–না সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের প্রদত্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মতামত					মোট (শতকরা হার)	গণসংখ্যা
	হ্যাঁ, যথার্থ (শতকরা হার)	না, যথার্থ নয়। কারণ					
		প্রশিক্ষণ (স্বল্পমেয়াদী)	প্রশিক্ষকদের দক্ষতার অভাব	প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী নয়	উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষকের অভাব		
প্রাথমিক	৮৮.৯৬	-	-	-	১১.০৪	১০০	৯
৮ম থেকে এস.এস.সি	৯১.১২	৩.৫৫	-	-	৫.৩৩	১০০	৫৬
এইচ.এস.সি থেকে স্নাতক	৯০.৪১	০.৬৪	০.৬৪	৭.৬৮	০.৬৪	১০০	১৫৬
স্নাতকোত্তর থেকে উচ্চতর ডিগ্রী	৯২.৭৮	-	-	৫.৪২	১.৮১	১০০	৫৫
মোট শতকরা	৯০.৯৮	১.০৮	০.৩৬	৫.৪২	২.১৬	১০০	১০০
মোট গণসংখ্যা	২৫১	৩	১	১৫	৬	২৭৬	২৭৬

চিত্র-০৭: শিক্ষার সঙ্গে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ যথার্থ কি?

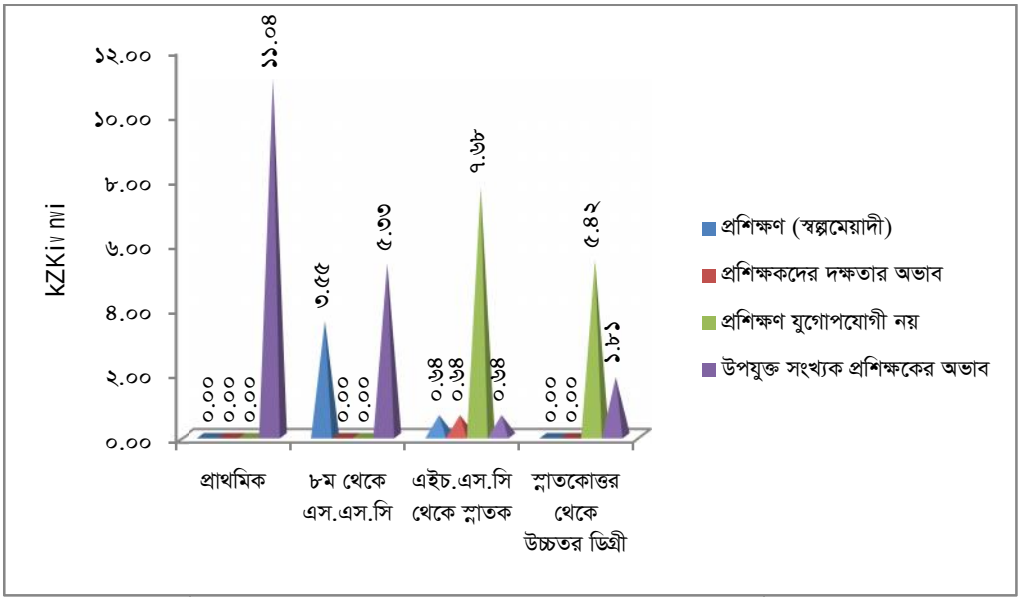

৬.০৪ প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও প্রাপ্ত উপকারের ধরন

সারণী-১০ এ প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুসারে প্রাপ্ত উপকারের ধরন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে চিত্র-০৮ এর সাহায্যে সামগ্রিকভাবে যুব সমাজ কি ধরনের উপকার পেয়েছেন তা উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণী-১০: প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুসারে কি ধরনের উপকার যুবেরা পেয়েছেন তার সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

প্রশিক্ষণের মেয়াদ	আপনি কি ধরনের উপকার পেয়েছেন							মোট (শতকরা হার)	গণ সংখ্যা
	চাকুরী পেয়েছেন	ক্ষমতায়িত হয়েছেন	ব্যবসায় করেছেন	আত্মকর্মী হয়েছেন	দক্ষ হয়েছেন	স্বাবলম্বী	অন্যান্য		
৭ দিন	-	-	৩.৩১	১৯.৯৮	৬০.০৪	১৩.৩৫	৩.৩১	১০০	৩০
১০ দিন	-	-	-	৫০.০০	৫০.০০	-	-	১০০	২
১৫ দিন	-	১৬.৫১	৩৩.৪৯	৩৩.৪৯	১৬.৫১	-	-	১০০	৬
১ মাস	-	১৫.১৩	৬.১০	৪২.৩৯	২৪.২৫	১২.১২	-	১০০	৩৩
৩ মাস	২.৩৪	৪.৭১	৭.০৫	৪৭.০৮	২২.৩৫	১৬.৪৭	-	১০০	৮৫
৬ মাস	২.৫১	২.৫১	২.৫১	২৭.৪৯	৫২.৪৮	১২.৫১	-	১০০	১২০
মোট শতকরা	১.৮১	৪.৭১	৫.০৮	৩৪.৭৮	৩৯.৮৫	১৩.৪১	০.৩৬	১০০	
মোট গণসংখ্যা	৫	১৩	১৪	৯৬	১১০	৩৭	১	২৭৬	

চিত্র-০৮: প্রাপ্ত উপকারের ধরন

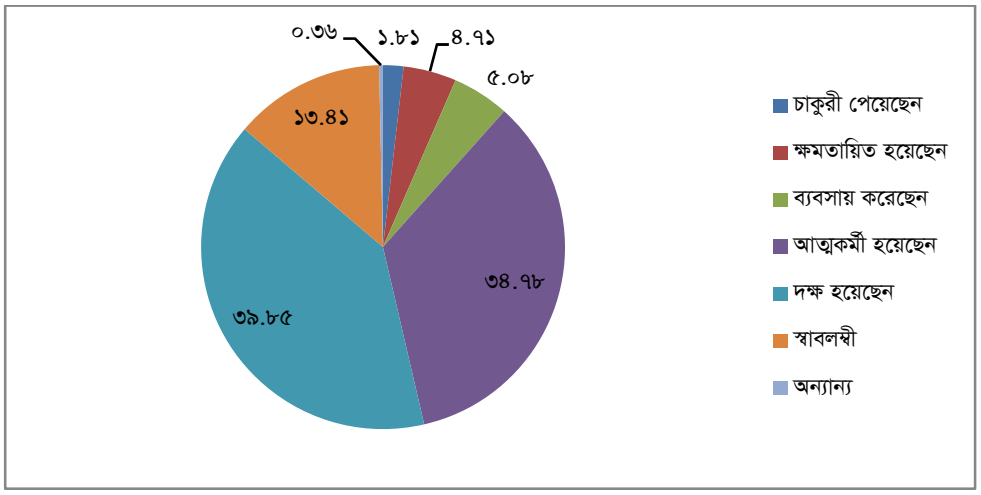

সারণী-১০ থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ১২০ জন যুব, যুব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (৫২.৪৮%) দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, ২৭.৪৯% আত্মকর্মী হয়েছেন এবং ১২.৫১% স্বাবলম্বী হয়েছেন। তবে, যারা ০৩ (তিন) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পেরেছেন সবচেয়ে বেশি (৪৭.০৮ শতাংশ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, প্রশিক্ষণের মেয়াদ দীর্ঘ হলে যুব সমাজের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের হার যথা- চাকুরী পাওয়া, ক্ষমতায়িত হওয়া, আত্মকর্মী হওয়া, দক্ষতা অর্জন করা কিংবা স্বাবলম্বী হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। তবে ক্ষমতায়িত হওয়ার বিষয়টি ছাড়া [যেখানে ৩ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা (১.৪৫%) ৬ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর (১.০৯%) চেয়ে কিছুটা বেশি] অবশিষ্ট সকল ক্ষেত্রে যারা ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারাই সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে। চিত্র-০৮ এর মাধ্যমে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে (১৩.৪১ শতাংশ) যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। চাকুরি করেছেন, ক্ষমতায়িত হয়েছেন কিংবা নতুন ব্যবসায় শুরু করতে পেরেছেন এমন যুবদের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম, সামগ্রিকভাবে ৫ শতাংশের বেশি নয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যতগুলো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয় মোটামুটি প্রত্যেকটির মূল লক্ষ্য থাকে যেন তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে পারে। সেই বিবেচনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনেকাংশে সফল বলে গণ্য করা যায়।

৬.০৫ ট্রেডভিত্তিক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং উপকারের ধরন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় ২০টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন ট্রেডের নাম সারণী-১১ এবং চিত্র-০৯ এ দেখা যেতে পারে।

সারণী-১১: ট্রেড অনুসারে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবরা যে ধরনের উপকার পেয়েছেন

ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ	আপনি কি ধরনের উপকার পেয়েছেন							মোট (শতকরা হার)
	চাকুরী পেয়েছেন	ক্ষমতায়িত হয়েছেন	ব্যবসায় করেছেন	আত্মকর্মী হয়েছেন	দক্ষ হয়েছেন	স্বাবলম্বী	অন্যান্য	
গবাদি পশু, হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা	০.৩৬	১.৮১	৩.৬২	২২.৮৩	৮.৭	৩.৬২	০	৪০.৯৪
নার্সারি	০.৩৬	১.৮১	০.৩৬	১.৪৫	১.৮১	১.৪৫	০	৭.২৪
কৃষি বিষয়ক	০	০.৩৬	০	০	০.৭৩	০.৩৬	০	১.৪৫
ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং	০	০.৭৩	০	০.৭৩	০.৩৬	০.৩৬	০	২.১৮
সেলাই	০	০	০	০.৭৩	০.৩৬	১.০৯	০	২.১৮
কম্পিউটার বেসিক	১.০৯	০	০.৩৬	৮.৩৩	২০.৬৫	৫.৮	০	৩৬.২৪
ইলেট্রনিক্স	০	০	০.৭৩	০.৩৬	০.৩৬	০	০	১.৪৫
মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপিয়ারিং	০	০	০	০.৩৬	১.৪৫	০.৩৬	০	২.১৭
হস্তশিল্প	০	০	০	০	০.৩৬	০	০	০.৩৬
সমাজ সচেতনতা মূলক	০	০	০	০	১.০৯	০	০	১.০৯
জীবন দক্ষতা বিষয়ক	০	০	০	০	০.৩৬	০	০	০.৩৬
যুব ক্ষমতায়ন	০	০	০	০	৩.৬২	০.৩৬	০.৩৬	৪.৩৪
মোট শতকরা	১.৮১	৪.৭১	৫.০৭	৩৪.৭৯	৩৯.৮৫	১৩.৪	০.৩৬	১০০
মোট গণসংখ্যা	৫	১৩	১৪	৯৬	১১০	৩৭	১	২৭৬

চিত্র-০৯: ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ধরন

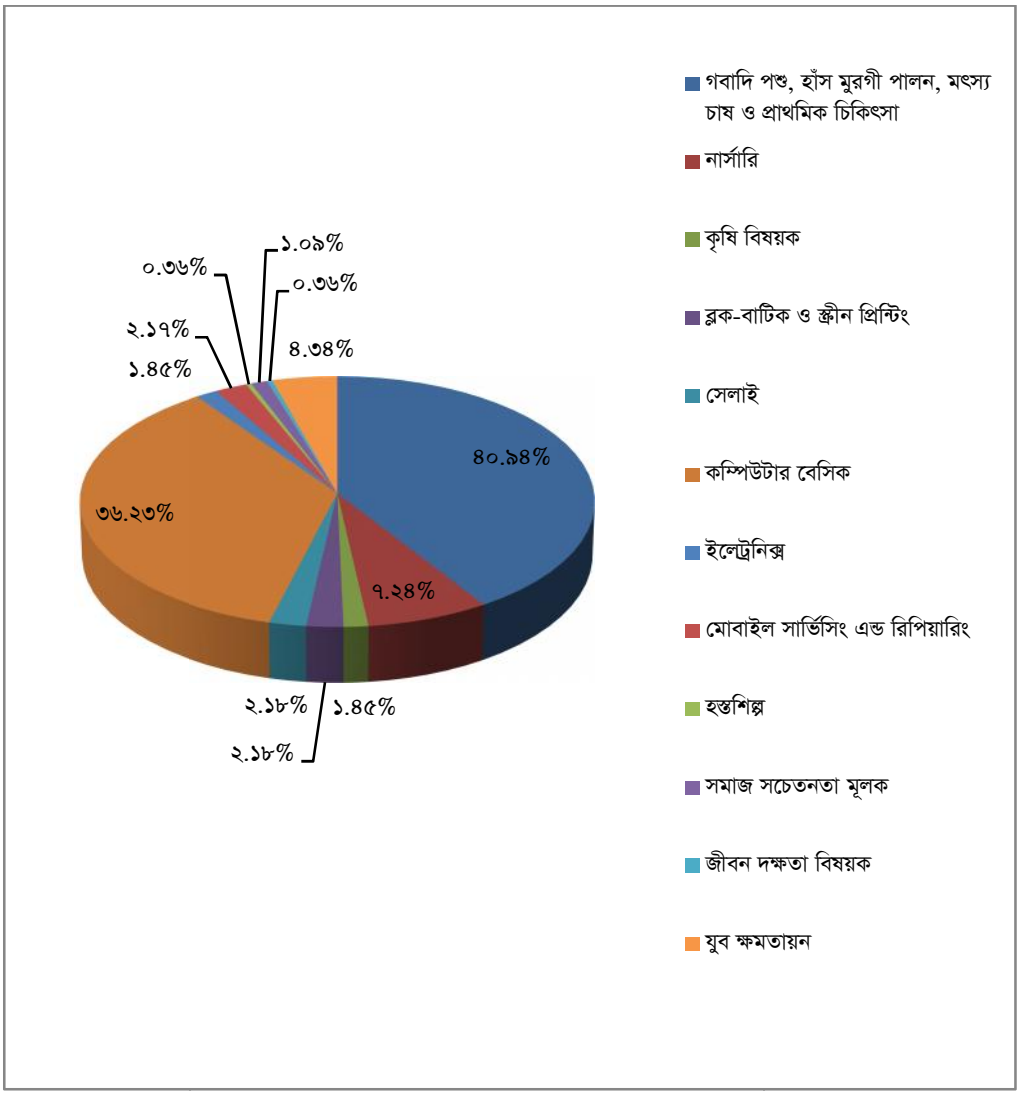

সারণী-১১ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, যারা গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন (৪০.৯৪ শতাংশ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এদের মধ্যে প্রায় ২২.৮৩ শতাংশ যুব এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। উপাত্ত দ্বারা আরও একটি সত্য উন্মোচিত হয়েছে, তা হলো, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ – এগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উল্লেখ্য যে, এ যাবৎ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক 'সফল যুবদের কথা' শিরোনামযুক্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ করেই সফলতা অর্জনের নজির দেখতে পাওয়া যায় (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর: ২০১৩, ২০১৪)। পাশাপাশি লক্ষ্যণীয় যে, কম্পিউটার সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ এর প্রতিও যুবসমাজের আগ্রহ বাড়ছে। ৩৬.২৪ শতাংশ যুব, যারা কম্পিউটারের ওপর প্রশিক্ষণ

নিয়েছেন তার মধ্যে ২০.৬৫ শতাংশ মনে করেন যে, তারা দক্ষ হয়েছেন এবং ৮.৩৩ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন এবং ৫.৮০% স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এদের সংখ্যা সর্বাধিক ৩৯.৮৫ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছেন এমন যুব, যারা প্রায় ৩৫ শতাংশ। তবে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, মোট ২৭৬ জন যুবদের মধ্যে মাত্র ৫ (পাঁচ) জন যুব যাদের মধ্যে ৩ (তিন) জন কম্পিউটারের বেসিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অবশিষ্ট ২ জন, যারা নার্সারীতে ও গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা এই প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকুরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বক্ষমাণ গবেষণায় রাজস্বখাতভুক্ত ৪ (চার)টি কর্মসূচি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তার কোনটিতেই যুবসমাজের জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করার কোন লক্ষ্য ছিল না। যেমন- পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি। অপরদিকে যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো যুবদেরকে প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা। একইসঙ্গে বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

সারণী-১১ থেকে পরিস্কারভাবে দেখা যায় যে, মোট ২৭৬ জন যুবদের মধ্যে ২৫৭ জন যুবই উপরোল্লিখিত ৩ (তিন)টি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। হয় তারা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন অথবা স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত এই ৩ (তিন)টি কর্মসূচি সার্বিক বিবেচনায় অনেকখানি সফল।

৬.০৬ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব কর্তৃক পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধকরণের ধরন এবং তার প্রভাব

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রত্যাশা ছিল যেসব যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে তারা নিজেরা প্রশিক্ষণ নেয়ার পর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যও উদ্বুদ্ধ করবে এবং এর প্রভাবে পরিবারের

সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে এগিয়ে আসবে। সারণী-১২ ও চিত্র-১০ তে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী-১২: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে প্রশিক্ষণ লাভে উদ্বুদ্ধকরণের ধরন এবং পরবর্তীতে সেইসব সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণের প্রকৃতি

উদ্বুদ্ধ করেছেন		প্রশিক্ষণ নেয়নি	প্রশিক্ষণ: গবাদি পশু, হাঁস মুরগী পালন, মৎস চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা	প্রশিক্ষণ: নার্সারি	প্রশিক্ষণ: ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং	প্রশিক্ষণ: কম্পিউটার বেসিক	প্রশিক্ষণ: হস্তশিল্প	প্রশিক্ষণ: মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	নিরুত্তর	মোট (শতকরা হার)
করেছি		২০.২৯	২২.৪৬	২.৫৪	২.১৭	২৬.৪৫	০.৭৩	৩.৬২	০	৭৮.২৬
করিনি		৫.৪৩	১.৮১	০.৭৩	০	০.৩৬	০	০	০	৮.৩৩
নিরুত্তর		৪.৩৫	২.১৭	০	১.১	৩.২৬	০	০.৩৬	২.১৭	১৩.৪১
মোট	শতকরা	৩০.০৭	২৬.৪৪	৩.২৭	৩.২৭	৩০.০৭	০.৭৩	৩.৯৮	২.১৭	১০০
	গণসংখ্যা	৮৩	৭৩	৯	৯	৮৩	২	১১	৬	২৭৬

চিত্র-১০: পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে প্রশিক্ষণ লাভে উদ্বুদ্ধকরণের ধরন এবং সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণের প্রকৃতি

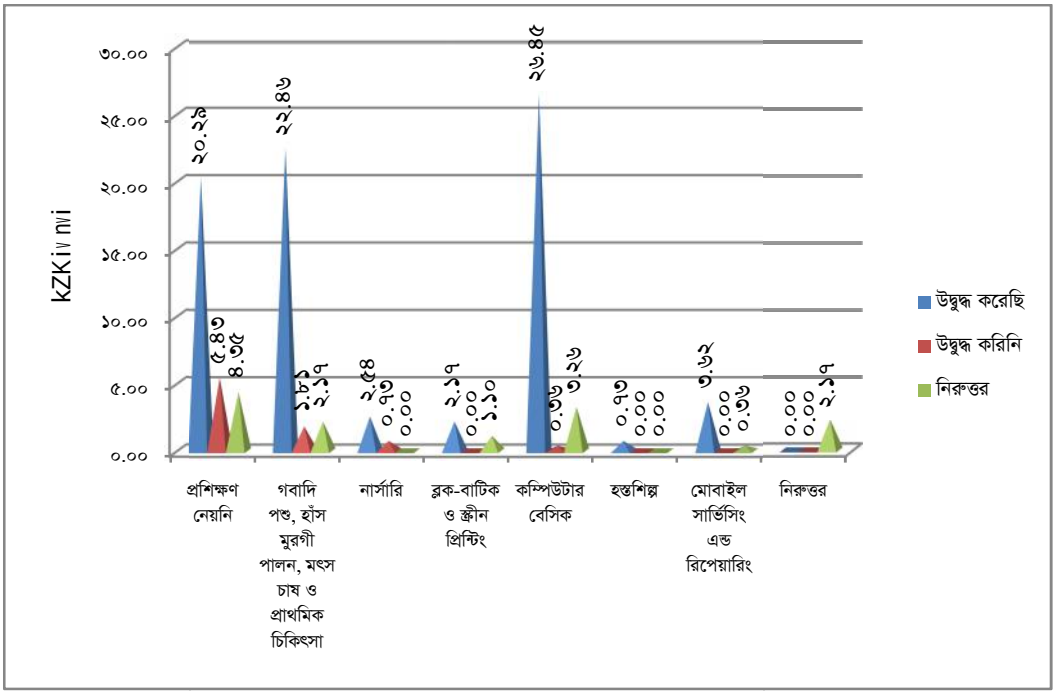

সারণী-১২ তে একইসঙ্গে ২ (দুই)টি চলকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এগুলো হলো- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যেসব যুব প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা তাদের পরিবারের অন্য কোন

সদস্যকে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন কিনা, উদ্বুদ্ধ করে থাকলে তারা কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। দেখা যায় যে, ৭৮.২৬ শতাংশ যুব এ ব্যাপারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করেছেন কিন্তু ২০.২৯ শতাংশ যুবদের পরিবারে অন্য কোন সদস্য প্রশিক্ষণ নেয়নি। লক্ষ্যণীয় যে, যারা কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা (পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের চেয়ে একটু কম হারে (তাদের শতকরা হার ছিল ৩৬.২৪) কম্পিউটার বেসিকের উপর (৩০.০৭ শতাংশ) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এরপরেই রয়েছে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা – এসব বিষয়ে (২৬.৪৪ শতাংশ)। মোবাইল সার্ভিসিং এবং মেরামতের উপর ৩.৬২ শতাংশ পরিবারের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে দেখা যায়। এরপরেই রয়েছে নার্সারি, ব্লক-বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং – এগুলোর হার কখনও ৫ শতাংশের বেশি অতিক্রম করেনি।

সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণে বলা যায় যে, যুবসমাজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এখনও সেই পুরাতন গণ্ডির মধ্যেই আটকে আছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুবসমাজকে সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে তখন কেবলমাত্র আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কিংবা দেশের অভ্যন্তরে চাকুরি লাভ এই নির্দিষ্ট দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। ইতোমধ্যে এই সত্যটি আমাদের দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে বড় নিয়ন্তা হলো প্রবাসে নিয়োজিত অদক্ষ, অর্ধদক্ষ শ্রমিক। বিদেশে কি ধরনের দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে তা নিরুপণ করে সেই সব বিষয়ের উপর যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত করতো তাহলে দেশের অভ্যন্তরে বেকারত্বের হারই কেবলমাত্র হ্রাস পেত না, বিদেশের মাটিতেও বাংলাদেশী শ্রমিকদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশও অনেক বেশি পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হতো।

৬.০৭ যুবগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ পূর্ব-পেশার প্রকৃতি ও অর্জিত আয়

একজন ব্যক্তি নিজের দক্ষতা তথা উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। অর্থনীতির নিয়মে যখন উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় তখন সে পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে এবং প্রত্যাশা করে যে, তার আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে আমরা প্রতিটি যুবের প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্ব

পেশা এবং অর্জিত আয়ের পরিমাণ অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে – যুগপৎভাবে সারণী-১৩ এবং চিত্র-১১ তে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী-১৩: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ পূর্ব-পেশার প্রকৃতি এবং অর্জিত আয়ের পরিমাণ

পেশা		০-৫০০০ টাকা	৫০০০-১০০০০ টাকা	১০০০০-১৫০০০ টাকা	১৫০০০-২৫০০০ টাকা	২৫০০০-৪০০০০ টাকা	৪০০০০-৫০০০০ টাকা	৫০০০০ + টাকা	মোট (শতকরা হার)
পূর্বের পেশা	কৃষি	৫.৪৩	৬.৮৮	০.৩৬	০.৩৬	০	০	০	১৩.০৪
	গৃহ কাজ	৪.৭১	৮.৭	০.৩৬	০.৩৬	০.৩৬	০.৩৬	০	১৪.৮৬
	চাকুরী	১.৪৫	৪.৩৫	২.১৭	০.৩৬	০.৩৬	০	০.৩৬	৯.০৬
	ব্যবসায়	২.১৭	৬.৮৮	২.৫৪	০.৩৬	০	০	০.৩৬	১২.৩২
	কোন কাজ করে না কিন্তু পারিবারিক জমি-জমা, ব্যবসায় ইত্যাদি থেকে অর্জিত আয়	২০.২৯	২১.৭৪	২.৫৪	০	০	০.৩৬	০	৪৪.৯৩
	দিন মজুর	৩.৬২	১.৮১	০.৩৬	০	০	০	০	৫.৮০
মোট	শতকরা	৩৭.৬৮	৫০.৩৬	৮.৩৩	১.৪৫	০.৭২	০.৭২	০.৭২	১০০
	গণসংখ্যা	১০৪	১৩৯	২৩	৪	২	২	২	২৭৬

চিত্র-১১: প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে পেশাগত পরিবর্তন

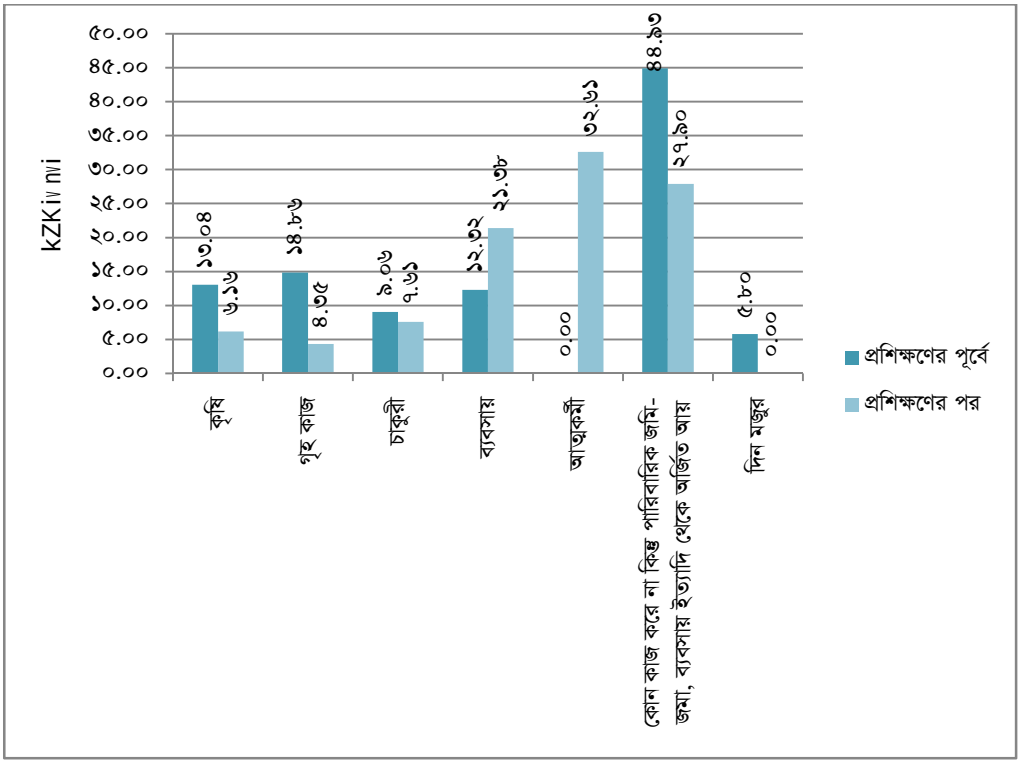

একইভাবে সারণী-১৪ এবং চিত্র-১২ তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ পরবর্তী পরিবর্তিত/গৃহীত পেশা এবং অর্জিত আয়ের পরিমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ পর্যায়ে পূর্ব এবং পরবর্তী – এ দু'য়ের মধ্যকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণী-১৪: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির পর বর্তমান পেশার প্রকৃতি এবং অর্জিত আয়ের পরিমাণ

পেশা		০-৫০০০ টাকা	৫০০০-১০০০০ টাকা	১০০০০-১৫০০০ টাকা	১৫০০০-২৫০০০ টাকা	২৫০০০-৪০০০০ টাকা	৪০০০০-৫০০০০ টাকা	৫০০০০ + টাকা	মোট (শতকরা হার)
বর্তমান পেশা	কৃষি	০.৩৬	২.৫৪	২.৫৪	০.৩৬	০.৩৬	০	০	৬.১৬
	গৃহ কাজ	১.৮১	২.১৭	০.৩৬	০	০	০	০	৪.৩৫
	চাকুরী	১.৪৫	৩.৬২	১.৮১	০.৭২	০	০	০	৭.৬১
	আত্মকর্মী	১.৮১	১৭.৭৫	৬.১৬	৩.৯৯	১.০৯	১.০৯	০.৭২	৩২.৬১
	নিজস্ব ব্যবসায়	৩.৯৯	৭.২৫	৫.০৭	১.৪৫	০.৭২	০.৭২	২.১৭	২১.৩৮
	কোন কাজ করে না কিন্তু পারিবারিক জমি-জমা, ব্যবসায় ইত্যাদি থেকে অর্জিত আয়	৮.৭	১১.৯৬	৪.৭১	১.০৯	০	১.০৯	০.৩৬	২৭.৯
মোট	শতকরা	১৮.১২	৪৫.২৯	২০.৬৫	৭.৬১	২.১৭	২.৯০	৩.২৬	১০০
	গণসংখ্যা	৫০	১২৫	৫৭	২১	৬	৮	৯	২৭৬

চিত্র-১২: প্রশিক্ষণ লাভের কারণে আয়ের পরিবর্তন

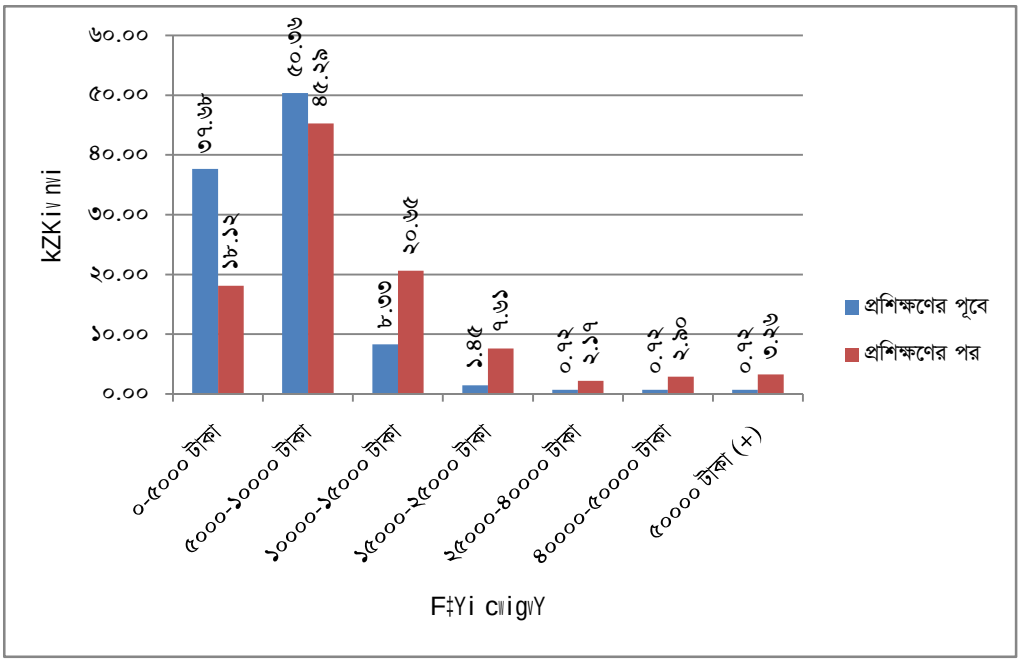

দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পূর্বে কৃষিকর্মে নিয়োজিত ছিল ১৩.০৪ শতাংশ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পর তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.১৬ শতাংশে। একই ঘটনা গৃহকাজ, কর্মহীন তথা বেকারত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ঋণ প্রাপ্তির পূর্বে যেখানে গৃহকাজে নিয়োজিত ছিল ১৪.৮৬ শতাংশ যুব তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ৪.৩৫ শতাংশ হয়েছে। কোন কাজ করে না কিন্তু পরিবার থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ পেয়ে থাকে এমন যুবের সংখ্যা ছিল ২৭.৯০ শতাংশ, তা হ্রাস পেয়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত ইতিবাচক আরও একটি বিষয় হলো এই যে ঋণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে যেখানে ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল ১২.৩২ শতাংশ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পর তা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে অর্জিত আয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পর অধিকাংশ যুবের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ৫০,০০০ টাকার অধিক পরিমাণ আয় ছিল মাত্র ২ (দুই) জন যুবের, তা এখন বৃদ্ধি পেয়ে ৯ (নয়) জন যুবের করায়ত্ব হয়েছে। এই ৯ (নয়) জনের মধ্যে ৬ (ছয়) জনই ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে এ অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে ৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী যুবের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ (দুই) জন (এই ২ জনের কেউ কিন্তু ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন না), তা এখন ৮ (আট) জনে উন্নীত হয়েছে। নতুন ৭ (সাত) জনের মধ্যে ৬ জন ব্যবসায় এবং ১ (এক) জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সঙ্গত কারণে অতীতে যারা নিম্ন আয়ভুক্ত ছিল যেমন- ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করত এমন যুবের সংখ্যা ছিল ১০৪ জন অর্থাৎ প্রায় ৩৮ শতাংশ, তা ১৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এসব পরিসংখ্যান থেকে এটি প্রমাণিত হয় এবং একটি সত্য উন্মোচিত হয় যে, যুব উন্নয়ন কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম যুবসমাজের পেশাগত পরিবর্তন এবং আয় বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৬.০৮ যুবগণ কর্তৃক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের কারণ

এই গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যেসব যুব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.২০ শতাংশ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যাংক এবং এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণকারী যুবের সংখ্যাই সর্বাধিক। এর পিছনে বেশ কয়েকটি

কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (১৩.০৫ শতাংশ) ঋণ নিয়েছেন। অন্য আর একটি কারণ ছিল ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরোপিত সহজ শর্ত – এই কারণে ৫.০৯ শতাংশ যুবকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা হলো- একযোগে বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা এবং এক উৎস থেকে ঋণ নিয়ে অন্য আর একটি উৎস থেকে নেয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা। আমাদের এই গবেষণায় এই ধরনের প্রবণতা খুবই অল্প লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যে, যুব ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য কেবলমাত্র ৩ (তিন) জন যুব বেসরকারী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। তবে এনজিও-দের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এমন যুবের সংখ্যাই সর্বাধিক (৮.৭%)। আবার সরকারী এবং বেসরকারী দু'টো ব্যাংকের হিসাব যদি যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এই উৎস থেকে ঋণ নেয়া যুবের সংখ্যা এনজিও-দের কাছ থেকে ঋণ নেয়া যুবের সমান, অর্থাৎ ৮.৭%। আরও একটি বিষয় এখানে প্রাণিধানযোগ্য, তা হলো, ব্যক্তিগতভাবে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার প্রবণতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন এমন ৬৪ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন (৪.৬৯%) যুব মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন। পাশাপাশি আশঙ্কার কথা এই যে, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা সুদখোর মহাজনদের অস্তিত্ব বাংলাদেশের মাটি থেকে এখনও বিলীন হয়ে যায় নি, মহাজনী প্রথাটি এখনও টিকে আছে – এটি চিরতরে নির্মূল হওয়া প্রয়োজন।

সারণী-১৫: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতিরেকে অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করার কারণ

অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন	অন্য কোন উৎস থেকে যদি ঋণ নিয়ে থাকেন তবে কেন							অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নেয়নি	মোট (শতকরা হার)	গণ সংখ্যা
	ঋণের শর্ত সহজ	অতিরিক্ত অর্থের যোগান	ঋণের কিস্তির টাকা সহজে পরিশোধের জন্য	ভবিষ্যতে আরো লাভবান হওয়ার আশায়	ঋণের টাকার পরিমাণ এবং দফা বেশি বলে	অন্যান্য	মোট			
সরকারী ব্যাংক	-	২২.২৪	-	১.৮৪	-	১.৮৪	৫.০৭	৭৪.০৮	১০০	৫৪
বেসরকারী ব্যাংক	৪.২০	৪.২০	৬.২১	২.০৭	৪.২০	-	৩.৬৩	৭৯.১৪	১০০	৪৮
এন.জি.ও	৩.৩৬	২৮.৩৩	-	৮.৩৩	-	-	৮.৭০	৫৯.৯৮	১০০	৬০
সমবায় সমিতি	১২.৭১	৭.৯৩	-	-	-	-	৪.৭১	৭৯.৩৬	১০০	৬৩
মহাজন ব্যক্তিগত পর্যায়	৩.৯৫	-	-	১.৯৫	-	-	১.০৯	৯৪.১০	১০০	৫১
মোট শতকরা	৫.০৯	১৩.০৫	১.০৮	২.৮৯	০.৭৩	০.৩৬	২৩.২০	৭৬.৮০	১০০	
মোট গণসংখ্যা	১৪	৩৬	৩	৮	২	১	৬৪	২১২	২৭৬	

চিত্র-১৩: ঋণের উৎস ও ঋণ গ্রহণের কারণ

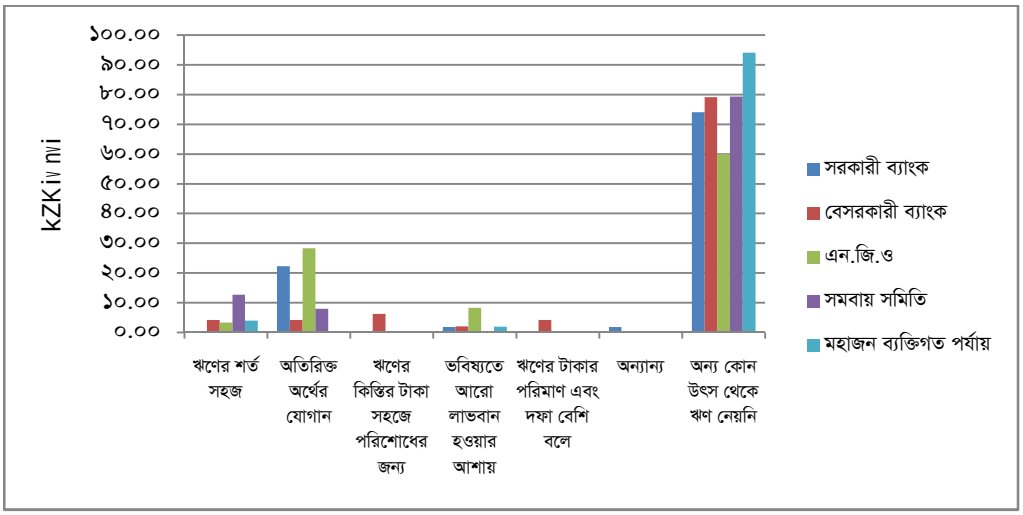

৬.০৯ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গৃহীত ঋণের ধরন ও পরিমাণ

সারণী-১৬ এবং চিত্র-১৪ যুক্তিসঙ্গত কিছু কারণে আমাদেরকে আশাবাদী হওয়ার প্রেরণা জোগায়। এ যাবৎ আমরা জেনে এসেছি যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সরকারী দপ্তর থেকে ঋণ পেতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঋণ পাওয়ার জন্য মাত্র ৭ জন যুবের দরখাস্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে দু'একজন যুব হতাশা ব্যক্ত করলেও কেউ চরম নিরাশা ব্যক্ত করেননি।

সারণী-১৬: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গৃহীত ঋণ, ঋণের ধরন ও তার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য

ঋণ গ্রহণের প্রকৃতি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ নিয়েছেন	১২৯	৪৬.৭৪
ঋণ নেয়নি	১৩০	৪৭.১০
ঋণ প্রক্রিয়াধীন	৭	২.৫৪
ঋণ নিতে অনিচ্ছুক	১০	৩.৬২
মোট	২৭৬	১০০

চিত্র-১৪: গৃহীত ঋণ সম্পর্কিত তথ্য

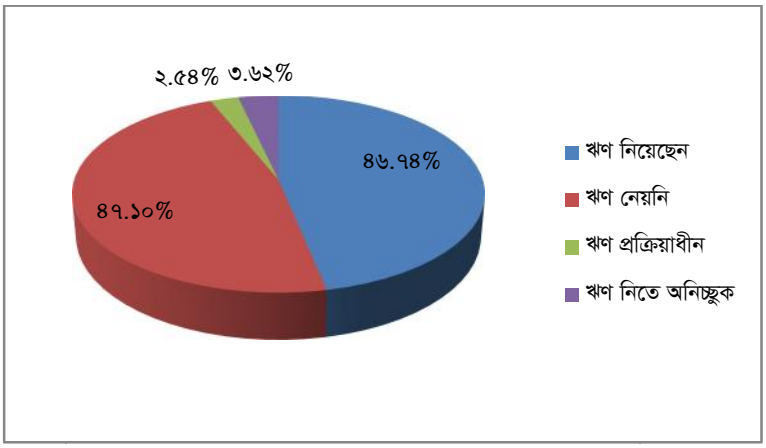

আবার সারণী-১৬ এবং চিত্র-১৪ থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ পাওয়ার সহজ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের মধ্যে মাত্র ৪৬.৭৪ শতাংশ এই ঋণ গ্রহণ করেছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্যাটাগরিতে ৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন এমন যুবের সংখ্যা সর্বাধিক। এরপরেই রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ যার আওতায় ৬০,০০০-৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন এমন যুবের সংখ্যা ৭.২৫ শতাংশ। ঋণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেই কারণে ঋণ নিতে পারেননি এমন যুবের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম, মাত্র ২.৫৪ শতাংশ।

সারণী-১৭: ঋণের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে যুবদের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

ঋণ নিয়েছেন		ঋণের পরিমাণ								মোট (শতকরা হার)
		গ্রুপ ভিত্তিক		অপ্রাতিষ্ঠানিক			প্রাতিষ্ঠানিক			
		১০০০০ - ২০০০০	২০০০০ - ৩০০০০	৩০০০০ - ৩৫০০০	৩৫০০০ - ৪০০০০	৪০০০০ - ৫০০০০	৫০০০০ - ৬০০০০	৬০০০০ - ৮০০০০	৮০০০০ - ১০০০০০	
মোট	শতকরা	৫.৮	৫.৪৩	৭.৬১	৩.৯৮	৪.৩৫	৫.৮	৭.২৫	৬.৫২	৪৬.৭৪
	গণসংখ্যা	১৬	১৫	২১	১১	১২	১৬	২০	১৮	১২৯

চিত্র-১৫: ঋণের ধরন ও তার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য

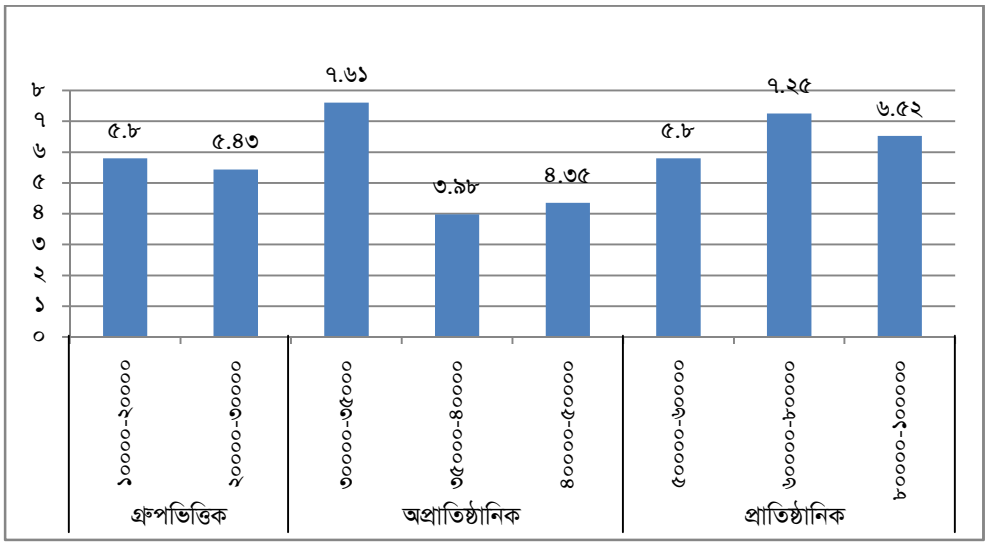

সারণী-১৫ ও ১৬ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ২৭৬ জন যুবের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়েছেন মাত্র ১২৯ জন। ৭ (সাত) জনের ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াধীন, অবশিষ্ট ১৪০ জন ঋণ নেননি এবং ঋণ নিতে ইচ্ছুক নন। আবার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে যেমন- সরকারি/বেসরকারি ব্যাংক, এনজিও, সমবায় সমিতি, মহাজন এদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন প্রায় এক-চতুর্থাংশ যুব (২৩.১৯ শতাংশ)। সমবায় সমিতি, এনজিও এবং সরকারি ব্যাংক থেকেই সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করার কারণ হিসেবে যুবসমাজরা প্রধানতঃ দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন; একটি হলো অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য এবং অপরটি হলো সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার অবারিত সুযোগ।

৬.১০ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ গ্রহণ না করার কারণ

সারণী-১৬ তে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রায় অর্ধেক সংখ্যক যুব, যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু এখনও ঋণ নেয়নি, ১০ জন যুব ঋণ নিতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। কেন তারা ঋণ নেয়নি এবং ঋণ নিতে ইচ্ছুক নয়, সেই বিষয়টি আমরা অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সারণী-১৮ এবং চিত্র-১৬ তে উপস্থাপন করেছি। দেখা যাচ্ছে যে, ঋণ বিতরণে পদ্ধতিগত জটিলতা এবং ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ার কারণে সর্বাধিক সংখ্যক যুব (১৮.১২ শতাংশ) ঋণ নেয়নি। ঋণ না নেয়ার পেছনে যুবরা অন্যান্য যে কারণগুলো উল্লেখ

করেছেন তা হলো, ঋণ নিলে ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় (৪.৭১ শতাংশ), সুদের হার বেশি (৮.৪৩ শতাংশ) এবং ঋণ পরবর্তী পরিশোধিত সময় কম (০.৭২ শতাংশ) – এই কারণে ঋণ গ্রহণ করেননি।

সারণী-১৮: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের ঋণ না নেয়ার কারণসমূহের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন (পূর্বের পারিবারিক আয় অনুসারে)

পূর্বের মাসিক আয়	যদি ঋণ না নিয়ে থাকেন তবে কেন							ঋণ নিয়েছেন	মোট (শতকরা হার)	গণসংখ্যা
	অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী	ঋণ বিতরণে পদ্ধতিগত জটিলতা	ঋণ নিতে অনিচ্ছুক	ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল	ঝামেলা বাড়ে	সুদের হার বেশি	ঋণ পরবর্তী পরিশোধের সময় কম			
০ - ৫০০০ টাকা	৭.৫৮	২১.৫৩	১২.৬৫	১৩.৯১	৬.৩৩	১০.১৪	১.২৬	২৬.৬০	১০০	৭৯
৫০০০ - ১০০০০ টাকা	৯.০০	১৬.০০	১৬.০০	৭.০১	৭.০১	১৩.০০	০.৯৯	৩০.৯৯	১০০	১০০
১০০০০ - ১৫০০০ টাকা	৬.২৯	২১.৮৮	৩.১০	৬.২৯	-	৬.২৯	-	৫৬.১৬	১০০	৩২
১৫০০০ - ২৫০০০ টাকা	-	-	-	১০.৬০	-	-	-	৮৯.৪০	১০০	১৯
২৫০০০ - ৪০০০০ টাকা	-	৬.২২	-	৬.২২	-	-	-	৮৭.৫৬	১০০	১৬
৪০০০০ - ৫০০০০ টাকা	-	-	-	-	৬.২২	-	-	৯৩.৭৮	১০০	১৬
৫০০০০ + টাকা	-	৭.১০	-	-	-	-	-	৯২.৯০	১০০	১৪
মোট শতকরা	৬.১৬	১৫.২২	৯.৭৮	৮.৩৪	৪.৭১	৮.৩৪	০.৭২	৪৬.৭৩	১০০	১০০
মোট গণসংখ্যা	১৭	৪২	২৭	২৩	১৩	২৩	২	১২৯	২৭৬	২৭৬

চিত্র-১৬: যদি ঋণ না নিয়ে থাকেন তবে কেন?

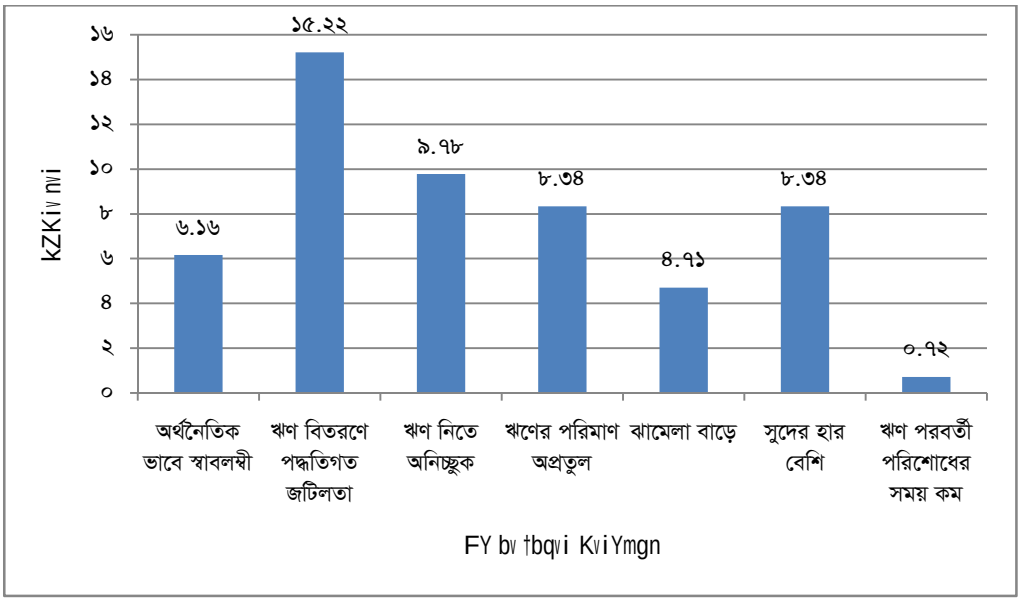

৬.১১ প্রশিক্ষণ পূর্ব মাসিক আয় এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত ঋণের ধরন

সারণী-১৮ এবং চিত্র-১৬ থেকে দেখা যায় যে, যাদের পূর্বের মাসিক আয় ছিল ৫,০০০ টাকা তাদেরই ঋণের বেশি প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণে পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে ২১.৫৩% ঋণ গ্রহণ করেনি। একইভাবে যাদের পূর্বের আয় ছিল ১৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকার মধ্যে তাদের মধ্যে ১০.৬০% ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ার কারণে ঋণ গ্রহণ করেনি। একই কারণে যাদের পূর্বের মাসিক আয় ছিল ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত তাদের মধ্যে প্রায় ১৪% ঋণ গ্রহণ করেনি। সার্বিকভাবে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতাই ঋণ না নেয়ার প্রধান কারণ। ঋণ নিতে অনিচ্ছা কারণ হিসেবে দ্বিতীয়। তবে ঋণের অপ্রতুলতা এবং সুদের হার বেশি হওয়ার কারণে সমসংখ্যক (৮.৩৪%) যুব ঋণ নেয়নি।

৬.১২ বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার

আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছি ঋণের পরিমাণ যাই হোক না কেন সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব গবাদিপশু এবং তার পরে মৎস্য চাষে গৃহীত ঋণ বিনিয়োগ করেছে। তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো হাঁস-মুরগি পালন। ঋণের পরিমাণ অনুসারে আমরা যদি বিষয়টি বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাই যে, ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত, যারা ঋণ নিয়েছে তাদের মধ্যে সমান সংখ্যক হাঁস-মুরগি পালন এবং মৎস্য চাষে বিনিয়োগ করেছে। তবে যাদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে, তাদের মধ্যে ৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতা বাদে বাকীরা সবাই সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে গবাদিপশু পালন খাতে। যদি আবার ৬০,০০০ টাকা থেকে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারীর বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, মৎস্য চাষ হলো তাদের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ ক্ষেত্র। এ ধরনের তারতম্য হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, তন্মধ্যে একটি কারণ এই হতে পারে যে, মৎস্য চাষের জন্য নির্দিষ্ট জলাধার এবং প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, যা সবার পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

যারা ঋণ নিয়েছেন তারা কোন্ খাতে ঋণ নিয়েছেন আমরা তা সারণী-১৯ এ পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কেমন ছিল সেটাও চিহ্নিত করার প্রয়াস নিয়েছি। দেখা যায় যে,

গবাদিপশু লালন-পালন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৫.৫ শতাংশ) যুব ঋণ নিয়েছেন এদের মধ্যে ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বাধিক। তবে ঋণ গ্রহণের পরিমাণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, এটা ১০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল। এর পরে রয়েছে মৎস্যচাষের অবস্থান। এক্ষেত্রে দেখা যায় ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন এমন যুবের সংখ্যা সর্বোচ্চ। তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে হাঁস-মুরগি লালন-পালনের ক্ষেত্র, দেখা যায় যে, ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন এমন যুবের সংখ্যাই সর্বাধিক। অন্যান্য খাতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য, যা কখনও ৩ শতাংশ অতিক্রম করেনি। আমরা আগেও লক্ষ্য করেছি যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যুব প্রশিক্ষণ নিয়েছেন গবাদিপশু লালন-পালন, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি লালন-পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং দেখা যাচ্ছে যে, তারা এই সমস্ত খাতে ঋণও তাঁরা বেশি গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, মূলতঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একজন যুবকে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে সেই বিষয়েই ঋণ বিতরণ করে থাকে – সেই সত্যটি এই তথ্য ও উপাত্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সারণী-১৯: প্রাপ্ত ঋণ ও বিভিন্ন খাতে ঋণের ব্যবহার

ঋণের পরিমাণ	কোন ট্রেডে ঋণ নিয়েছেন							ঋণ নেয়নি/ প্রক্রিয়াধীন/ নিতে অনিচ্ছুক	মোট (শতকরা হার)	গণসংখ্যা
	গবাদি পশু	হাঁস-মুরগী পালন	মৎস্য চাষ	কৃষি বিষয়ক	ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং	সেলাই মেশিন	কম্পিউটার বেসিক			
১০০০০ - ২০০০০	৯.৪০	১৮.৭২	১৮.৭২	-	-	-	৩.১১	৫০.০৪	১০০	৩২
২০০০০ - ৩০০০০	১৪.২৬	১১.৪৩	৮.৫৯	-	৫.৭৫	-	২.৮৪	৫৭.১৩	১০০	৩৫
৩০০০০ - ৩৫০০০	২০.৫২	১০.২৬	১২.৮১	২.৫৫	-	৭.৭১	-	৪৬.১৪	১০০	৩৯
৩৫০০০ - ৪০০০০	৯.৭০	১৬.১০	৬.৪৯	-	-	-	৩.২০	৬৪.৫০	১০০	৩১
৪০০০০ - ৫০০০০	১০.০২	৬.৭১	১৩.৩৩	-	৬.৭১	৩.৩১	-	৫৯.৯৩	১০০	৩০
৫০০০০ - ৬০০০০	২৮.৬৩	২.৮৪	৫.৭৬	-	২.৮৪	২.৮৪	২.৮৪	৫৪.২৬	১০০	৩৫
৬০০০০ - ৮০০০০	১৫.৭৮	১০.৫৫	১৫.৭৮	২.৬২	২.৬২	২.৬২	২.৬২	৪৭.৪২	১০০	৩৮
৮০০০০ - ১০০০০০	১৩.৮৮	৮.৩৬	২২.২৪	২.৭৬	-	২.৭৬	-	৫০.০০	১০০	৩৬
মোট শতকরা	১৫.৫৯	১০.৫১	১৩.০৫	১.০৮	২.১৮	২.৫৩	১.৮	৫৩.২৬	১০০	
মোট গণসংখ্যা	৪৩	২৯	৩৬	৩	৬	৭	৫	১৪৭	২৭৬	

চিত্র-১৭: কোন্ কোন্ খাতে ঋণ নিয়েছেন

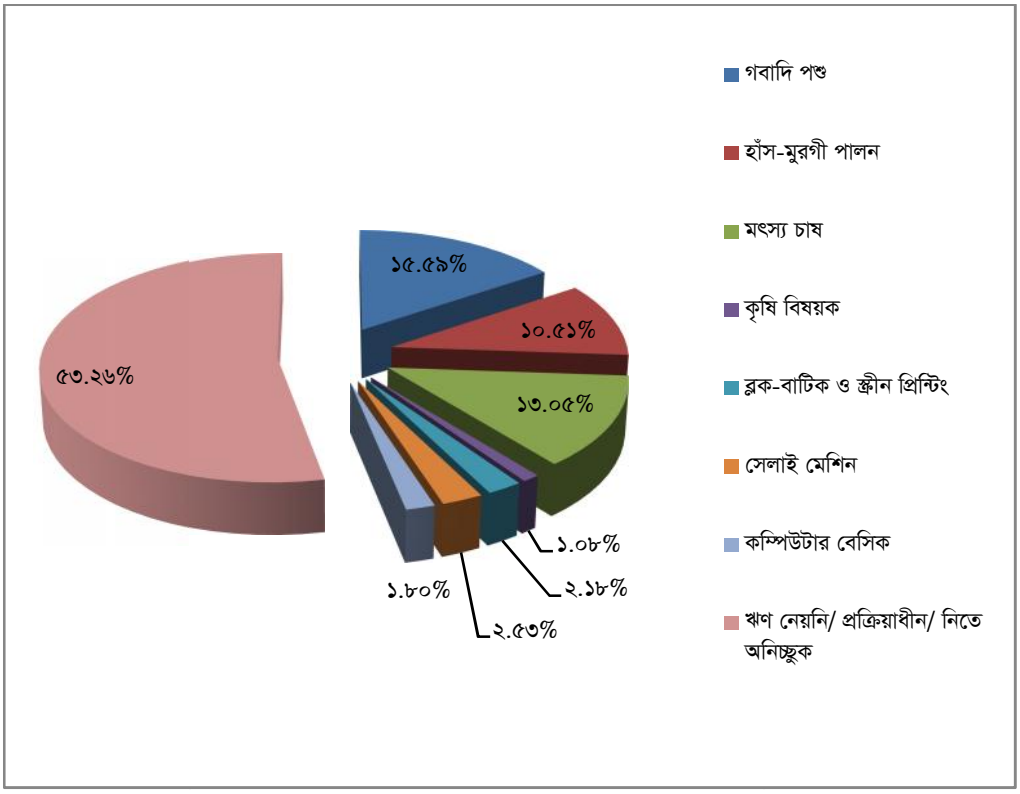

৬.১৩ গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং তার মাধ্যমে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

সারণী-২০ এ গৃহিত ঋণের পরিমাণ ঋণ গ্রহিতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কোন পরিবর্তন আনয়ন করেছেন কিনা, পরিবর্তনটি সংঘটিত হয়ে থাকলে তার ধরন কিরূপ তা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ঋণ প্রাপ্তির পর এক-চতুর্থাংশ যুব আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে এবং এক-পঞ্চমাংশ যুবের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন হয়েছে ১২.৮১ শতাংশ যুবের এবং সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৪.৬০% যুব। দেখা যায় যে, অল্প পরিমাণে ঋণ গ্রহণকারী, যথা- ১০,০০০-২০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণকারী, যথা- ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা – এই দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী ২টি দল আর্থিকভাবে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ঋণের পরিমাণ ১০,০০০-২০,০০০ টাকার মধ্যে প্রায় ৩৪% এবং ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকার মধ্যে ৩২.২৩% সবচেয়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেই সব যুব যারা ঋণ নিয়েছে ৬০,০০০-৮০,০০০ টাকার মধ্যে, প্রায় ৩০%। এরপরেই

রয়েছে ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারী দল, যাদের মধ্যে ২৬.২৪% আত্মকর্মসংস্থান লাভের সুযোগ পেয়েছে। তবে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে সবচেয়ে বেশি, ৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে (১৮.৫৮%)। এরপরেই রয়েছে ১০,০০০-২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারীর দল, যাদের মধ্যে ১৭.২৭% দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম হয়েছে। আবার লক্ষ্যণীয় যে, সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এমন মন্তব্য যারা করেছেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব ঋণ গ্রহণ করেছেন ২০,০০০-৩৫,০০০ টাকা। উপরের আলোচনা থেকে একটি মিশ্র চিত্র পাওয়া যায়, সেটা হলো দারিদ্র বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান, সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া – এসব বিষয় ঋণের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে কি–না সেটা চূড়ান্তভাবে বলা যায় না, তবে সফলতা অর্জন অনেকখানি নির্ভর করে কে কতখানি সঠিকভাবে তা ব্যবহার করছে তার ওপর।

সারণী-২০: গৃহীত ঋণের পরিমাণ অনুসারে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ধরন

ঋণের পরিমাণ	আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন						মোট (শতকরা হার)	গণসংখ্যা
	সামাজিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত	আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ	সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে	শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসরতা	দারিদ্র বিমোচন	আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে		
১০,০০০ - ২০,০০০	১৩.৮৫	৩৩.৯৮	১৩.৮৫	১০.৫৩	১৭.২৭	১০.৫৩	১০০	৩০
২০,০০০ - ৩০,০০০	২১.৬৫	২১.৬৫	১৬.২৫	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১০০	৩৭
৩০,০০০ - ৩৫,০০০	২১.৪৪	১৯.৬৫	১৪.২৯	১৪.২৯	১০.৬৭	১৯.৬৫	১০০	৫৬
৩৫,০০০ - ৪০,০০০	১১.০৯	২৯.৫৭	১১.০৯	১১.০৯	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১০০	২৭
৪০,০০০ - ৫০,০০০	১০.৫০	২১.১৪	২১.১৪	১০.৫০	১০.৫০	২৬.২৪	১০০	১৯
৫০,০০০ - ৬০,০০০	১০.৬৬	২৮.৬৪	১৫.৮৫	১৩.২২	১০.৬৬	২০.৯৭	১০০	৩৯
৬০,০০০ - ৮০,০০০	১২.৭১	১৭.০৪	১৯.১৮	১০.৫৭	১০.৫৭	২৯.৯৩	১০০	৪৬
৮০,০০০ - ১,০০,০০০	৫.৫১	৩২.২৩	১৮.৮৭	১০.০৫	১৪.৪৬	১৮.৮৭	১০০	২৩
মোট শতকরা	১৪.৬০	২৪.৩৯	১৬.০৮	১২.০৮	১২.৮১	২০.০৪	১০০	১০০
মোট গণসংখ্যা	১২	৩৯	১৬	৫	৭	২৭	২৭৬	২৭৬

চিত্র-১৮: আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ধরন

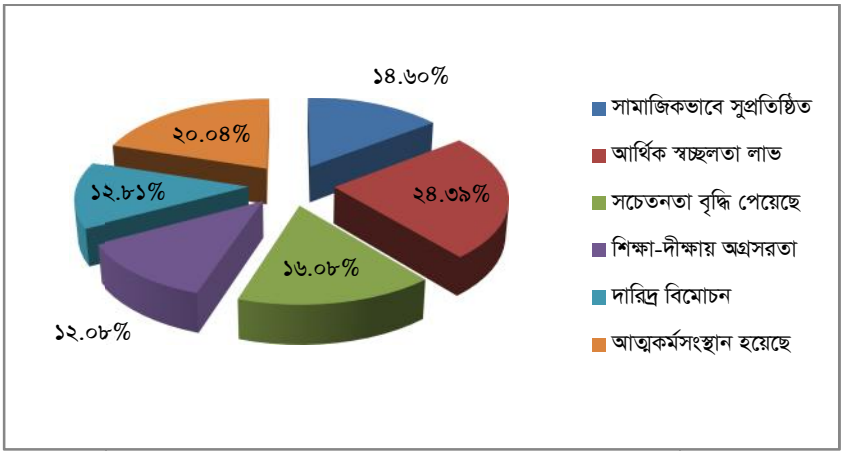

৬.১৪ গৃহীত ঋণ পরিশোধের হার

সারণী-১৬ এবং চিত্র-১৪ থেকে আমরা দেখেছি, যেসব যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ৪৭.১০% যুব ঋণ নেয়নি এবং ৩.৬২% ঋণ নিতে অনিচ্ছুক। তবে সার্বিকভাবে ৪৬.৭৪ শতাংশ যুব অর্থাৎ মোট ১২৯ জন যুব যারা ঋণ নিয়েছেন তাদের মধ্যে ৮৮.৩২ শতাংশ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে। ৭ শতাংশ যুব একেবারেই ঋণ পরিশোধ করে না (সারণী-২১ এবং চিত্র-১৯)। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিয়মিত এরকম যুবের সংখ্যা ৩.৮৯ শতাংশ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মিশ্র ধরনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব (৯৫.৮১%) যারা ঋণ নিয়মিত পরিশোধ করে তারা ঋণ নিয়েছে ৩০,০০০ টাকা থেকে ৩,৫০,০০০ টাকার মধ্যে। এর পরে সমান অবস্থানে রয়েছে ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা এবং ৮০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারী যুবসমাজ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে সেই যুব শ্রেণি যারা ঋণ নিয়েছেন ৩৫,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে। সামগ্রিক ঋণের পরিমাণের সঙ্গে যদি ঋণ পরিশোধের গড় হার নির্ণয় করি তাহলে দেখতে পাই যে, সেটি ৮৭%।

সারণী-২১: গৃহীত ঋণের পরিমাণ অনুসারে ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত তথ্যাদির সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

ঋণের পরিমাণ		ঋণ ঠিকমত পরিশোধ করেন কিনা				মোট	গণসংখ্যা
		নিয়মিত পরিশোধ করি	অনিয়মিত পরিশোধ করি	পরিশোধ করি না	নিরুত্তর		
১০০০০-২০০০০		৭৮.৫৩	১৪.২৯	৭.১৯	-	১০০	১৪
২০০০০-৩০০০০		৮৬.৫৯	৬.৭১	৬.৭১	-	১০০	১৫
৩০০০০-৩৫০০০		৯৫.৮১	৪.১৯	-	-	১০০	২৪
৩৫০০০-৪০০০০		৯২.৮১	-	৭.১৯	-	১০০	১৪
৪০০০০-৫০০০০		৭৪.৯৫	-	২৫.০৫	-	১০০	১২
৫০০০০-৬০০০০		৭৮.৪৫	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	১০০	১৪
৬০০০০-৮০০০০		৯৪.৪১	-	৫.৫৯	-	১০০	১৮
৮০০০০-১০০০০০		৯৪.৪১	-	৫.৫৯	-	১০০	১৮
মোট	শতকরা	৮৮.৩২	৩.৮৯	৭.০১	০.৭৮	১০০	১০০
	গণসংখ্যা	১১৪	৫	৯	১	১২৯	১২৯

চিত্র-১৯: ঋণ ঠিকমত পরিশোধ করে কিনা?

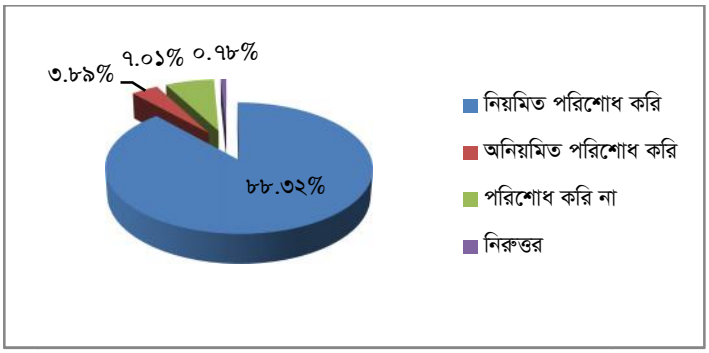

আমাদের দেশে সরকারি সংস্থা ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকসহ বেশ কিছু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে থাকে যেমন- আশা, ব্র্যাক, মাইডাস। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওয়েবসাইটে প্রদত্ত সাম্প্রতিক তথ্য ও উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, গ্রামীণ ব্যাংক কোন রকম বন্ধকী না রেখেই অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ঋণ দিয়ে থাকে। ধান থেকে চাল তৈরি করা থেকে শুরু করে রিক্সা ক্রয়, দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়, এমনকি বাড়ী-ঘর নির্মাণ ও মেরামতের জন্যও ঋণ দিয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের দেয় ঋণের সুদের হার হলো ১৬%। অনেকেই বলে থাকেন যে, এর সঙ্গে যদি সার্ভিস চার্জ যুক্ত করা হয় তাহলে ২৪% অতিক্রম করে যাবে। তবে সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের হার হলো ৯৫%। ব্র্যাক নানা নামে বিভিন্ন পরিমাণের ক্ষুদ্র ঋণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিতরণ করে থাকে তন্মধ্যে 'দাবী' এবং 'প্রগতি' অন্যতম। 'দাবী'র অন্তর্গত ঋণের পরিমাণ হলো ১০,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। এক বছরের জন্য প্রদত্ত এই ঋণ সাপ্তাহিক অথবা মাসিক

ভিত্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ঋণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা, কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, জমি অথবা বাড়ী ক্রয়ের উদ্দেশ্যেও এই ঋণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্র্যাকের ভাষ্য অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের হার ৯৮.৭০%।

অপরদিকে আশা (ASA - Association for Social Advancement) দুই ধরনের ঋণ বিতরণ করে থাকে। একটি হলো প্রাথমিক ঋণ, অপরটি হলো বিশেষ ঋণ। উভয়ক্ষেত্রে আশা ২৭% সার্ভিস চার্জ আদায় করে থাকে। প্রাথমিক ঋণ এক বছরের মধ্যে এবং বিশেষ ঋণ ২৪ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। শুরুতে প্রাথমিক ঋণ হিসেবে ৮,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হয়। বিশেষ ঋণের পরিমাণ হলো ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। আশার ঋণ পরিশোধের হার ৯৭%। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে জেলা ও উপজেলায় দু'টি কমিটির মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন ঋণ গ্রহীতাকে দুই জন জামিনদার নিশ্চিত করতে হয়, তবে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। গ্রেড পিরিয়ড অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে ও মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয় এবং মূলধন পাওনার উপর ১০% ক্রমহ্রাসমান হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। অপরিশোধিত মূলধনের উপর আনুপাতিক হারে সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য। ২০১৩ সালে যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ছিল ৮৭% (ইসলাম, ২০১৩)। আমাদের গবেষণায় সামগ্রিকভাবে যুবদের কর্তৃক ঋণ পরিশোধের হার ৯৬%। সেই বিচারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণমূলক কার্যক্রমকে কোনভাবেই অসফল আখ্যায়িত করা যায় না।

৬.১৫ যুবদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বের এ পর্যায়ে এসে যুবদের কাছে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এবং সার্বিকভাবে যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম (সারণী-২২ এবং চিত্র-২০)। দেখা যায় যে, ৬৮.৮৪ শতাংশ যুবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়া। মাত্র ২৮.২৭ শতাংশ যুব ভবিষ্যতে চাকুরিতে নিয়োজিত হতে চান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে চাকুরি করছে মাত্র ১১ জন যুব, কিন্তু ভবিষ্যতে চাকুরিতে নিয়োজিত হতে চায় এমন

যুবের সংখ্যা ৭৮ জন। এই উপাত্ত থেকে আবারও প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে চাকুরি করার যে মোহগ্রস্থতা তা এখনও অনেক বেশি তীব্র। পাশাপাশি ব্যবসায় করার প্রতি যুবসমাজের আগ্রহও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে মাত্র ৪৭ জন যুব (১৭.৩৯ শতাংশ) নিজস্ব ব্যবসায় নিয়োজিত থাকলেও ভবিষ্যতে ব্যবসায়ী হতে চায় এমন যুবের সংখ্যা ১৯০ জন অর্থাৎ ৬৮.৮৪ শতাংশ। এটি অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য একটি শুভ লক্ষণ।

সারণী-২২: বর্তমান পেশার প্রকৃতি অনুসারে ভবিষ্যত পরিকল্পনার ধরন

বর্তমান পেশা		ভবিষ্যত পরিকল্পনা				মোট (শতকরা হার)
		চাকুরী	ব্যবসায়	চাকুরী নিয়ে বিদেশ গমন	অন্যান্য	
কৃষি		১.০৯	৪.৭১	০.৩৬	০	৬.১৬
গৃহ কাজ		১.০৯	২.৫৪	০	০	৩.৬৩
চাকুরী		৩.৯৯	৩.৬২	০	০	৭.৬১
আত্মকর্মী		৩.২৬	২৮.৬২	০.৩৬	০.৩৬	৩২.৬
নিজস্ব ব্যবসায়		৩.২৬	১৭.৩৯	০.৭২	০	২১.৩৭
কর্মহীন		১৫.৫৮	১১.৯৬	১.০৯	০	২৮.৬৩
মোট	শতকরা	২৮.২৭	৬৮.৮৪	২.৫৩	০.৩৬	১০০
	গণসংখ্যা	৭৮	১৯০	৭	১	২৭৬

চিত্র-২০: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

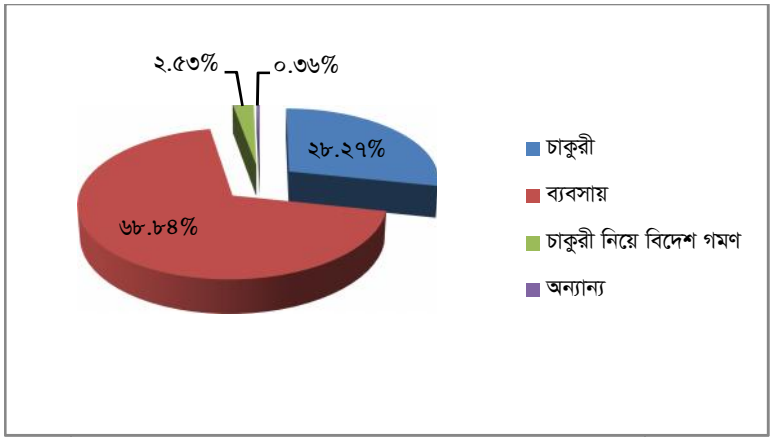

৬.১৬ যুব সমাজের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়াবলী

যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ প্রয়োজন সে বিষয়ে যুবদের কাছ থেকেই আমরা পরামর্শ আহ্বান করেছি। লক্ষ্যণীয় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক যুব, যুবদের জন্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব

আরোপ করেছেন। শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হওয়া জরুরী এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ১৫.২২ শতাংশ যুব। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যথাক্রমে ১৩.৪১ ও ১৩.০৪ শতাংশ যুব। বয়সের তারতম্যের কারণে পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ঘটে কি–না তা আমরা সারণী-২৩ এ বিশদভাবে পরীক্ষা করার প্রয়াস নিয়েছি। লক্ষ্যণীয় যে, যারা বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ, অর্থাৎ বয়সসীমা ৪৬-৫৫ এর মধ্যে তারা পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি হলো উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা অর্জন করা এবং অপরটি (আসলে অনেকগুলো বিষয়ের সমষ্টি) যেমন- দায়িত্বশীল হওযা, চাকুরির চেষ্টা করা, সমাজকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়া ইত্যাদি। এ সব বিষয়ের ওপর ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবরা (১৪.৪৭%) যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে তারা (২০.৮৫%) অধিক পরিমাণে যেন ঋণ পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে পরামর্শ দিয়েছেন। এরপরে এই শ্রেণির যুব শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন (১৫.৭৫%)। মাঝামাঝি বয়সসীমার তথা ৩৬-৪৫ বয়সসীমার যুবরা কিন্তু উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে পারঙ্গমতা অর্জন করার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি (মাত্র ৮.৫৯%)। তারাও অধিক পরিমাণে যেন ঋণ পাওয়া যায় সেই বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সেটা হতে গেলে কিংবা করতে গেলে যুবদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণের যোগান দেয়ার কোন বিকল্প নেই। সেই সত্যটি যুবদের মতামতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

সারণী-২৩: যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের প্রদত্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

বয়স		যুব সমাজের জন্য পরামর্শ							মোট (শতকরা হার)	গণসংখ্যা
		উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পারঙ্গমতা অর্জন করা	যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া	সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা	শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হওয়া	অধিক পরিমাণে যেন ঋণ পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করা	আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হওয়ার চেষ্টা করা	অন্যান্য (দায়িত্বশীল হওয়া, চাকুরির চেষ্টা করা, সমাজকে এগিয়ে নিতে নেতৃত্ব দেওয়া ইত্যাদি)		
১৮-৩৫ বছর		১৩.৬২	১৩.১৯	১০.২২	১৫.৭৫	২০.৮৫	১১.৯১	১৪.৪৭	১০০	২৩৫
৩৬-৪৫ বছর		৮.৫৯	১৪.২৬	১১.৪৩	১৪.২৬	২৫.৬৯	৮.৫৯	১৭.১৮	১০০	৩৫
৪৬-৫৫ বছর		৩৩.৩৩	-	১৬.৬৭	-	১৬.৬৭	-	৩৩.৩৩	১০০	৬
মোট	শতকরা	১৩.৪১	১৩.০৪	১০.৫১	১৫.২২	২১.৩৭	১১.২৩	১৫.২২	১০০	১০০
	গণসংখ্যা	৩৭	৩৬	২৯	৪২	৫৯	৩১	৪২	২৭৬	২৭৬

চিত্র-২১: যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের প্রদত্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

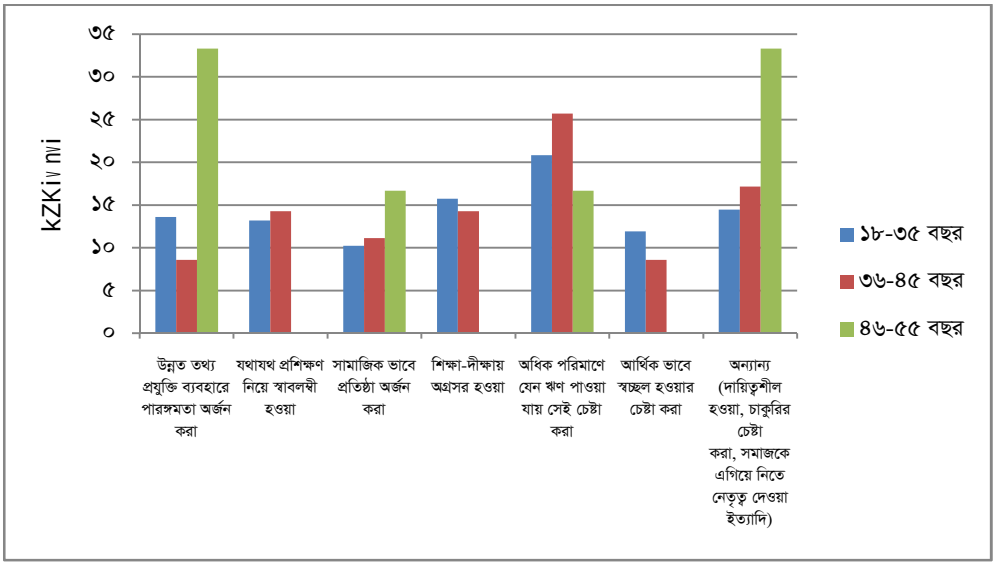

(খ) কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ

৬.১৭ ভূমিকা

আমাদের এই গবেষণায় যে ৪টি কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছি সেই কর্মসূচিতে নিয়োজিত ১০৭ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত আহ্বান করেছি। প্রথমেই জানতে চেয়েছি তারা যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন যেমন- মৌলিক বিষয়ক, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ লার্নিং, অর্থ ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা, ঋণ ব্যবস্থাপনা ও রিফ্রেশার, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম, আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক ইত্যাদি – এগুলো কর্মক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হচ্ছে কি–না।

৬.১৮ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োগ

বিষয়টি সারণী-২৪ ও চিত্র-২২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ৭৪.১৯ শতাংশ কর্মকর্তা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তারা যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেগুলো কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে না এমন অভিমত যারা ব্যক্ত করেছেন তাদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, তাদের শতকরা হার হলো ২৫.৮১। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৭.৭৩%) কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, যুবদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলের ওপর তারা যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তা প্রয়োগ করা

প্রয়োজন হচ্ছে। আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ যারা নিয়েছেন সেটি কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে উল্লেখ করেছেন ১৪.০৬% এবং এরপরেই রয়েছে ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার কোর্স (১০.৬০%) এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক কোর্স (৯.২২%)। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার কোর্সটি সরাসরি যুবসমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্য দু'টি কোর্স যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

সারণী-২৪: কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় এবং সেই সব প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে কি–না সেই বিষয়ে প্রদত্ত মতামত

প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে কিনা?				
প্রশিক্ষণের বিষয়		প্রয়োজন হচ্ছে	প্রয়োজন হচ্ছে না	মোট (শতকরা হার)
মৌলিক বিষয়ক		৮.০৬	২.৭৭	১০.৮৩
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ		৭.১৪	২.০৭	৯.২১
কমিউনিকেটিভ ইংলিশ লারনিং		০.৬৯	০.৪৬	১.১৫
অর্থ ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা		৬.৬৮	১.৮৪	৮.৫২
ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার		১০.৬	৩.৬৯	১৪.২৯
আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম		৯.২২	৩.৪৬	১২.৬৮
আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক		১৪.০৬	৫.৫৩	১৯.৫৯
যুবদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল		১৭.৭৪	৫.৯৯	২৩.৭৩
মোট	শতকরা	৭৪.১৯	২৫.৮১	১০০
	গণসংখ্যা	৩২২	১১২	৪৩৪

* কর্মকর্তাগণ একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন।

চিত্র-২২: প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে কি-না? (শতকরা হার)

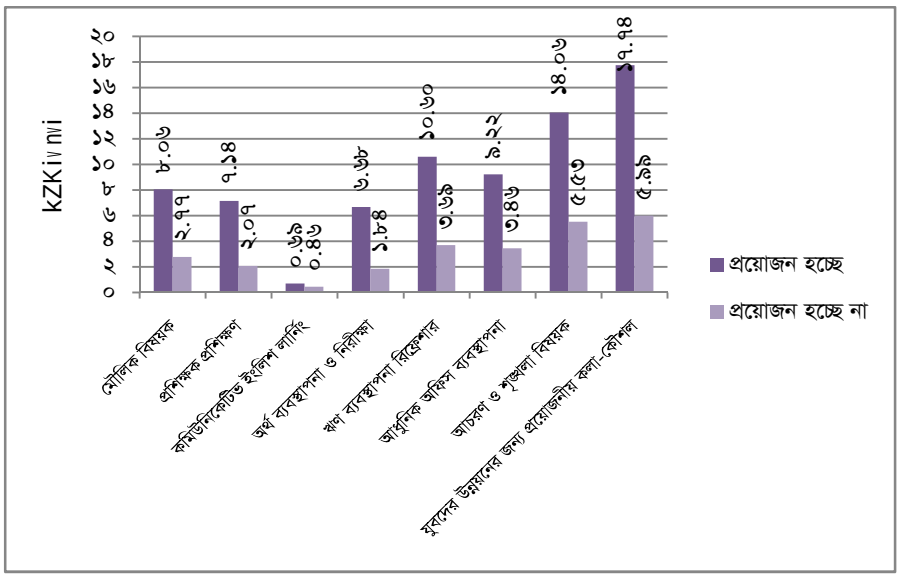

৬.১৯ কর্মকর্তাগণের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োগ ক্ষেত্র

সারণী-২৫ এবং চিত্র-২৩ এ আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যে, যে সব বিষয়ে কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেসব বিষয় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তারা প্রয়োগ করছে। দেখা যায় যে, কর্মকর্তারা যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তাদের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করছে (২৯.৩০%)। এর পরেই কর্মকর্তারা মানবসম্পদ উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন, নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োগ করেছেন এমন কর্মকর্তার সংখ্যা ১৪.৭৬%। নিজের অফিস পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়েছেন প্রায় ১১.৩৮ শতাংশ কর্মকর্তা। দারিদ্র দূরীকরণে প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে পেরেছেন ৮.৬৪ শতাংশ কর্মকর্তা। যেহেতু সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা (২৯.৩০%) দাবী করেছেন যে, তারা যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তাদের প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারছেন, সেহেতু কর্মকর্তাদের জন্য দেয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনেকখানি কার্যকর হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়।

সারণী-২৫: কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় এবং সেই সব প্রশিক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হচ্ছে অথবা একেবারেই প্রয়োগ হচ্ছে কি–না সে বিষয়ে প্রাপ্ত মতামতের সংখ্যাভিত্তিক বণ্টন

প্রশিক্ষণের বিষয়		প্রয়োজন হচ্ছে না	প্রয়োজন হচ্ছে						মোট (শতকরা হার)
			মানব সম্পদ উন্নয়ন	নিজেকে উদ্বুদ্ধকরণ	প্রশাসন পরিচালনা	দারিদ্র বিমোচন	দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা	যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য	
মৌলিক বিষয়ক		১.২৬	২.৪২	১.৬৯	০.৮৪	১.২৬	০.৭৪	৪.৪৩	১২.৬৪
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ		০.৯৫	১.৩৭	১.৭৯	১.০৫	০.৭৪	১.২৬	৩.৯	১১.০৬
কমিউনিকেটিভ ইংলিশ লারনিং		০.২১	০.৩২	০.৩২	০	০	০.৩২	০.৪২	১.৫৯
অর্থ ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা		০.৮৪	১.৪৭	১.৫৮	০.৯৫	০.৯৫	১.৩৭	২.৮৫	১০.০১
ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার		১.৬৯	২.৪২	২	১.৪৮	১.৫৮	২.১১	৫.২৭	১৬.৫৫
আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম		১.৫৮	২.১১	২.১১	১.৫৮	০.৯৫	১.৭৯	৪.৫৩	১৪.৬৫
আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক		২.৫৩	৩.৩৭	৩.০৬	২.২১	১.৭৯	২.৮৪	৬.৮৫	২২.৬৫
অন্যান্য		২.৭৪	১.৩৭	২.২১	১.১৬	১.৩৭	০.৯৫	১.০৫	১০.৮৫
মোট	শতকরা	১১.৮০	১৪.৮৫	১৪.৭৬	৯.২৭	৮.৬৪	১১.৩৮	২৯.৩০	১০০
	গণসংখ্যা	১১২	১৪১	১৪০	৮৮	৮২	১০৮	২৭৮	৯৪৯

* কর্মকর্তাগণ একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন।

চিত্র-২৩: কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হচ্ছে

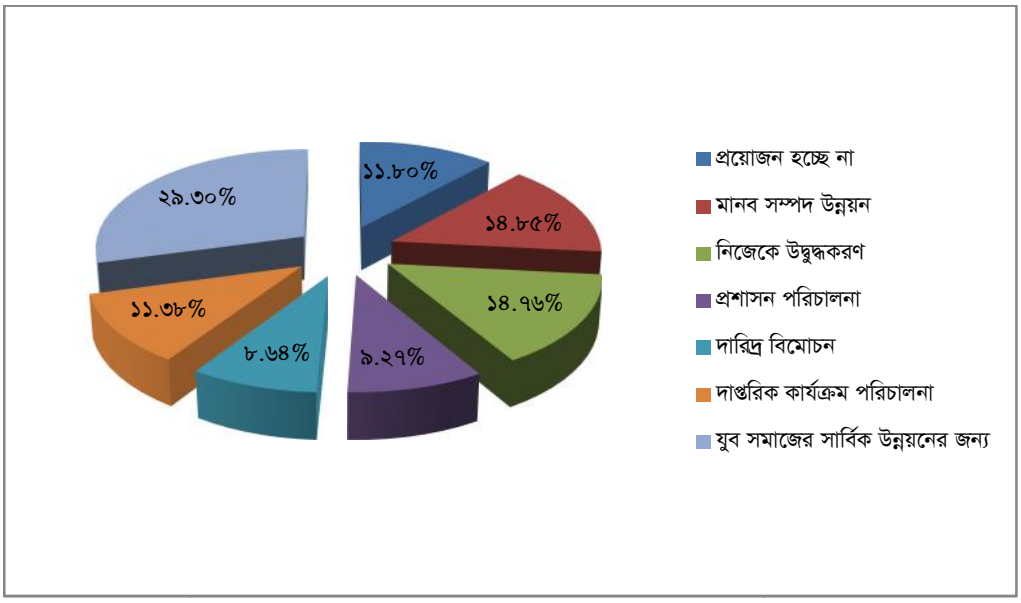

৬.২০ শিক্ষাগত যোগ্যতার বিভিন্নতার কারণে যুবদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণে তারতম্য ঘটে কি–না সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত

আমরা কর্মকর্তাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে যেসব যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসেন, শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের তারতম্য ঘটে কি–না। দেখা যায় যে, যারা অশিক্ষিত তাদের মধ্যে এক্ষেত্রে তেমন কোন তারতম্য ঘটে না। যারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন তাদের মধ্যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপর সবচেয়ে বেশি (৪.০৯%) আগ্রহ রয়েছে। তারপরেই রয়েছে কম্পিউটার বেসিকের প্রতি প্রশিক্ষণ আগ্রহ (৩.৮৫%)। আশ্চর্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, যারা এস.এস.সি/এইচ.এস.সি কিংবা তদুর্ধ্ব পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যেও এই দু'টি বিষয়ের প্রতি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সমপরিমাণ আগ্রহ রয়েছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হবে তা যুবদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরে নির্ভর করে না। নির্ভর করে কোন্ প্রশিক্ষণটি নিলে কত দ্রুত কত বেশি পরিমাণে ঋণ পাওয়া যাবে, কত দ্রুত অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা হবে তার ওপর। গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং কম্পিউটার বেসিকের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণে যে যুবদের আগ্রহ আছে এর সত্যতা যুবদের কাছে যখন আমরা

মতামত আহ্বান করেছিলাম সেখান থেকেও পাওয়া যায় (তাদের জন্য প্রণীত সারণী-১০ অনুগ্রহপূর্বক দ্রষ্টব্য)।

সারণী-২৬: শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি প্রশিক্ষণ গ্রহণে তারতম্য ঘটে কি—না সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা						মোট (শতকরা হার)
	অশিক্ষিত	৫ম-অষ্টম	অষ্টম-এস.এস.সি	এস.এস.সি-এইচ.এস.সি	এইচ.এস.সি-বি.এ	উচ্চতর ডিগ্রী	
গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা	০.৪	৪.০৯	৪.৫৭	৩.৭৭	২.৬৪	১.৬৮	১৭.১৫
নার্সারি	০.২৪	১.৮৪	২.১৬	১.৭৬	১.৩৬	০.০৮	৮.২৫
কৃষি বিষয়ক	০.০৮	১.২	২.০৮	১.৬৮	১.৫২	০.০৮	৭.৪৫
ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং	০.১৬	১.৩৬	১.৭৬	১.৫২	১.২৮	০.৯৬	৭.০৫
সেলাই	০.৩২	২.৪৮	২.৫৬	২.০৮	১.৬৮	০.৭২	৯.৮৬
কম্পিউটার বেসিক	০.৩২	৩.৮৫	৪.৪১	৩.২৯	২.৮৮	১.৮৪	১৬.৫৯
পোশাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান	০.১৬	২.০৮	২.৩২	১.৮৪	১.৫২	০.৭২	৮.৬৫
ইলেক্ট্রনিক্স	০.১৬	১.০৪	১.৩৬	১.২	১.২	০.৫৬	৫.৫৩
বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কার্টিং	০.১৬	০.৫৬	০.৬৪	০.৪	০.৫৬	০.২৪	২.৫৬
মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপিয়ারিং	০.২৪	২.০৮	২.২৪	১.৭৭	১.৬	০.৯৬	৮.৮৯
টুরিস্ট গাইড	০	০.০৮	০.১৬	০.০৮	০	০	০.৩২
হস্তশিল্প	০.০৮	০.৭২	০.৫৬	০.৪৮	০.৪৮	০.১৬	২.৪৯
সমাজ সচেতনতা মূলক	০.০৮	০.২৪	০.৪	০.৪৮	০.৩২	০.২৪	১.৭৬
জীবন দক্ষতা বিষয়ক	০	০.৪	০.৫৬	০.৬৪	০.৬৪	০.২৪	২.৪৯
যুব ক্ষমতায়ন	০	০.০৮	০.০৮	০.২৪	০.২৪	০.২৪	০.৮৮
অন্যান্য	০	০	০.০৮	০	০	০	০.০৮
মোট শতকরা	২.৪	২২.১	২৫.৯৪	২১.২৩	১৭.৯২	৮.৭২	১০০
মোট গণসংখ্যা	৩০	২৭৬	৩২৪	২৬৫	২২৪	১২৯	১২৪৮*

* ১ জন কর্মকর্তা একাধিক উত্তর দিয়েছেন।

চিত্র-২৪: প্রশিক্ষণের বিষয়

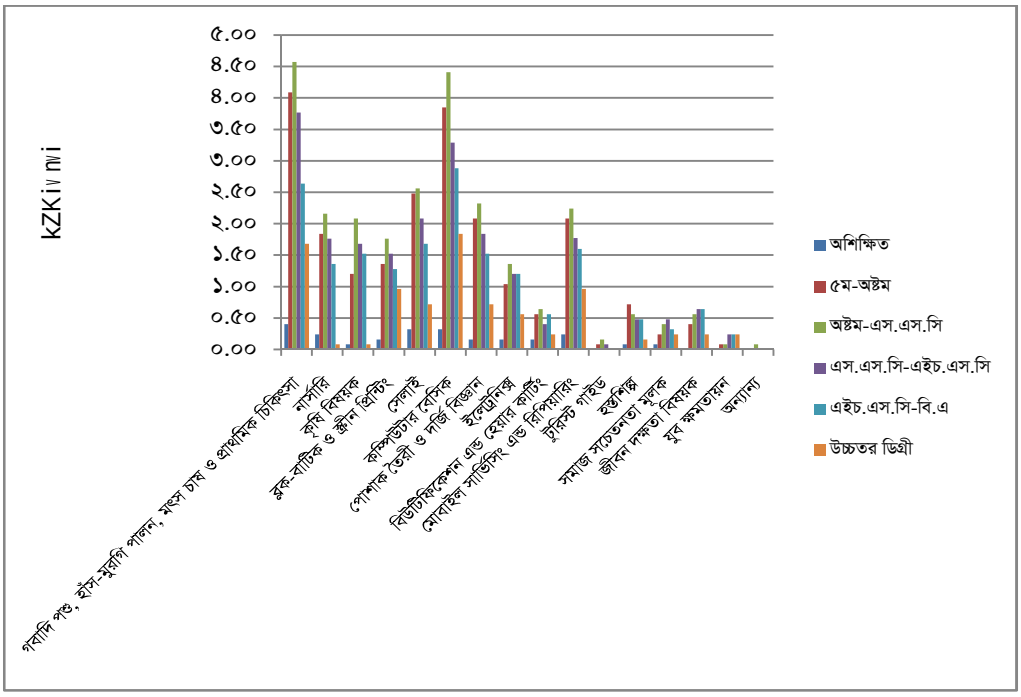

৬.২১ বিদ্যমান কর্মসূচি ছাড়াও আরও কি কি কর্মসূচি চালু করা বাঞ্ছনীয় সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের মতামত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে যেসব কর্মসূচি যুবদের জন্য চালু রয়েছে এইগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত আর কি কি কর্মসূচি চালু করা যায় সে বিষয়েও আমরা কর্মকর্তাদের অভিমত জানতে চেয়েছিলাম। দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা (৩৪.৬০%) যুবদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান কর্মসূচি চালু করার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর পরেই রয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন (১৬.৪৬%) ও নিজেকে মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি (১৫.১৯%)। ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে দারিদ্র বিমোচনের বিষয়টি। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের কাছে মুক্ত মতামত আহ্বান করেছিলাম, তাই শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে আমরা কোন জবাব পাইনি। যে উত্তরগুলো পেয়েছি সেগুলো সম্পাদনা করে গুরুত্বানুসারে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী-২৭: বিদ্যমান কর্মসূচি ছাড়াও অতিরিক্ত আর কি কি কর্মসূচি চালু করা যায় সে বিষয়ে কর্মকর্তাগণের অভিমত

প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে?	মোট গণসংখ্যা	শতকরা হার
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩৯	১৬.৪৬
নিজেকে উদ্বুদ্ধকরণ	৩৬	১৫.১৯
প্রশাসন পরিচালনা	২৮	১১.৮১
দারিদ্র বিমোচন	২৩	৯.৭০
দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা	২৯	১২.২৪
আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৮২	৩৪.৬০
মোট	২৩৭	১০০

* একজন কর্মকর্তা একাধিক উত্তর দিয়েছেন।

চিত্র-২৫: প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে (শতকরা হার)

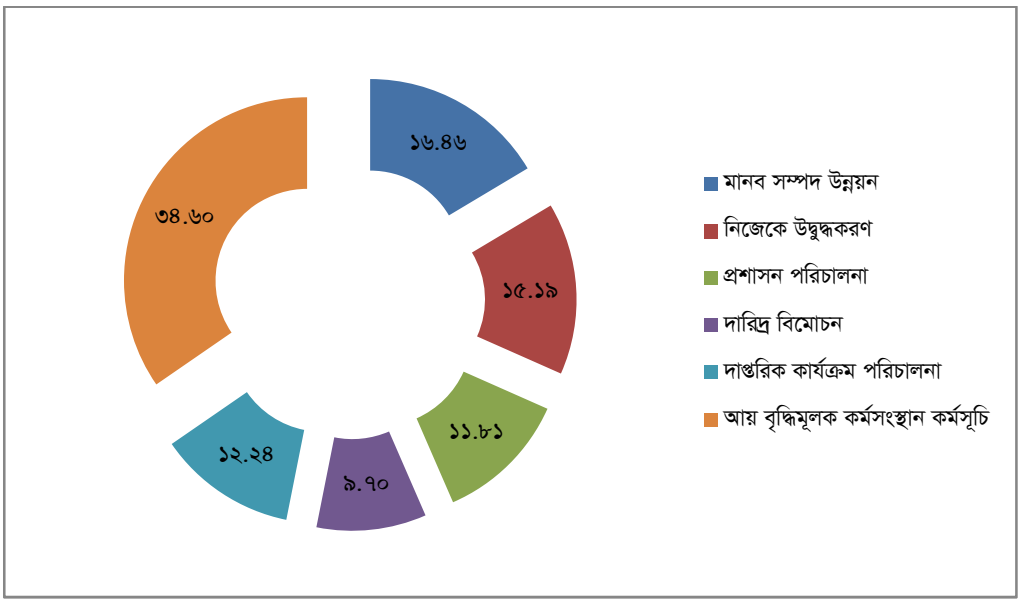

৬.২২ প্রশিক্ষণ শেষে যুবগণ কর্তৃক আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত না হওয়ার কারণ এবং অংশগ্রহণের হার

বিষয়টি সারণী-২৮ এবং চিত্র-২৬ এ উপস্থাপিত হয়েছে। যুবসমাজ কেন আরও বেশি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করছে না তার কারণ আমরা কর্মকর্তাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম। দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা (৪৬.৯৭%) মূলধনের অভাবকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার অনীহাকে দায়ী করেছেন ২০.৮১ শতাংশ কর্মকর্তা। লক্ষ্যণীয় যে, যথার্থ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত না হওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে কম গুরুত্ব লাভ করেছে মাত্র

৫.৮৭% কর্মকর্তা বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। চাকুরি লাভ (১২.০৪%) এবং বিদেশে গমণের (১৪.৭৭%) কারণে যুবরা আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছে না বলে কর্মকর্তারা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি আমরা ভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়াস নিয়েছি। সারণী-২৯ এবং চিত্র-২৭ থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, ৪৫.৭৯ শতাংশ কর্মকর্তার মতানুসারে মাত্র ৪০-৬০ শতাংশ যুব এ পর্যন্ত আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছেন।

সারণী-২৮: প্রশিক্ষণ শেষে যুবসমাজ কর্তৃক আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ না করার কারণ সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত

আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্মনিয়োগ না করার কারণ	মোট গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূলধনের অভাব	৭০	৪৬.৯৭
চাকুরী লাভ	১৮	১২.০৪
বিদেশ গমন	২২	১৪.৭৭
আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজে অনীহা	৩১	২০.৮১
যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত না হওয়া	৮	৫.৩৭
মোট	১৪৯	১০০

চিত্র-২৬: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে আত্মনিয়োগ না করার কারণ

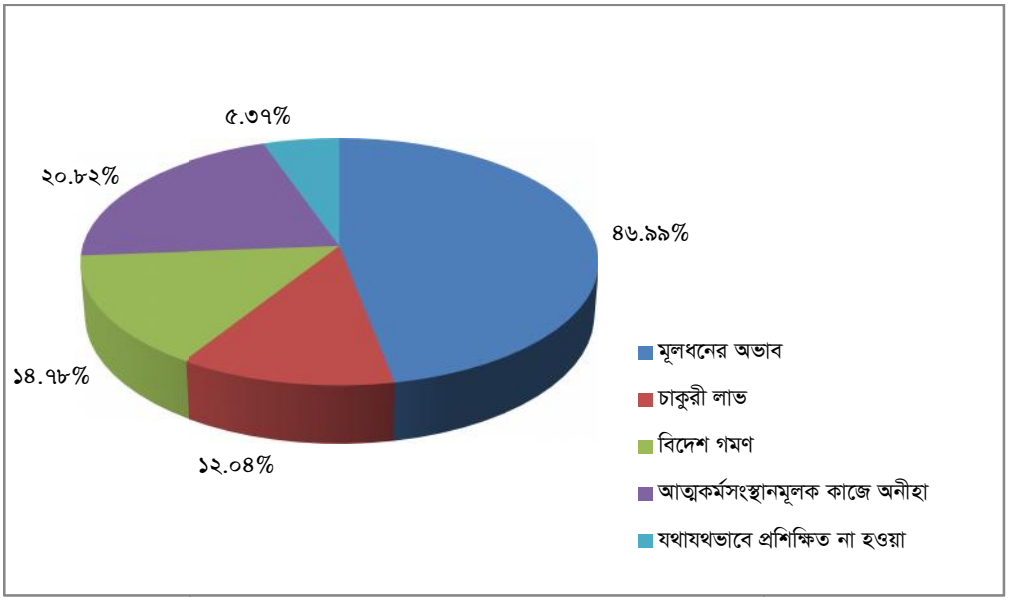

তবে ৩৩.৬৫ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, যুবসমাজের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণকারীদের হার ৬০-৮০ শতাংশ। ৮০ শতাংশ যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছেন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন মাত্র ৫.৬১ শতাংশ কর্মকর্তা। এসব উপাত্ত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ঠিক কত সংখ্যক যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। কেননা এ সব কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে নিয়োজিত আছেন এবং যেহেতু সকল স্থানে সব ধরনের কর্মসূচির সফলতার হার একরকম নয়, তাই কর্মকর্তাগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

সারণী-২৯: কর্মকর্তাদের মতামত অনুসারে যুবসমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণের হার

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণকারীদের হার	মোট গণসংখ্যা	মোট (শতকরা হার)
২০-৪০%	১৬	১৪.৯৫
৪০-৬০%	৪৯	৪৫.৭৯
৬০-৮০%	৩৬	৩৩.৬৫
৮০+%	৬	৫.৬১
মোট	১০৭	১০০

চিত্র-২৭: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণের হার

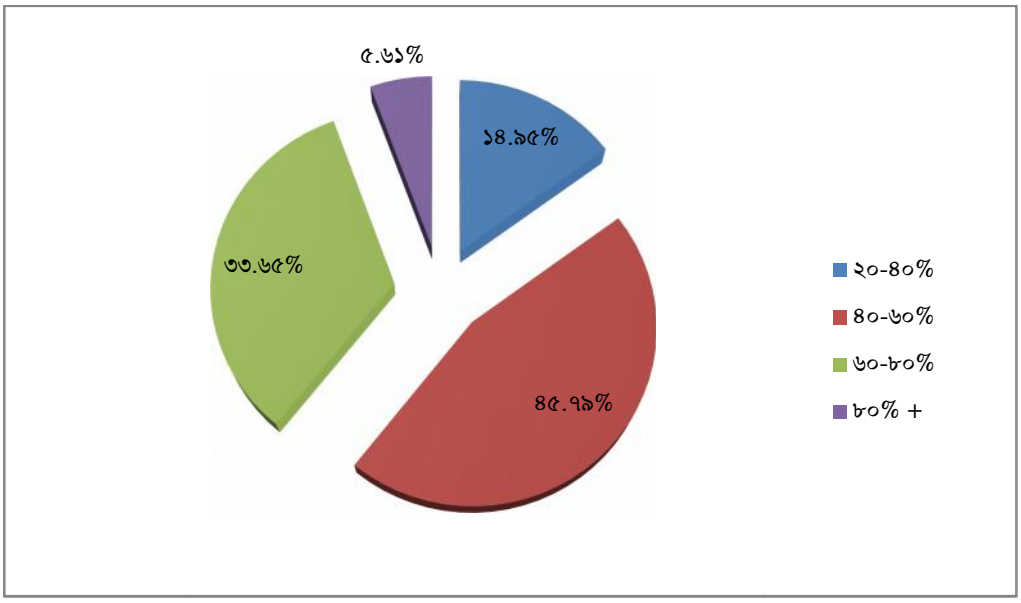

৬.২৩ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত

মতামতের সংখ্যাভিত্তিক প্রতিফলন সারণী-৩০ এবং চিত্র-২৮ এ পেশ করা হয়েছে। আমরা কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যে পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে সে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে কিনা এবং তা বৃদ্ধি করা হলে কি হারে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন? এক্ষেত্রে ৮৪.১১ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, ঋণ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা অর্থাৎ ২৫.২৩ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, এই ঋণের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ২,০০,০০০ এবং ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (১৮.৬৯ শতাংশ)। ঋণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন মাত্র ১৫.৮৯% কর্মকর্তা।

সারণী-৩০: প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে যুবদেরকে যে পরিমাণ ঋণ দেয়া হচ্ছে তা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন আছে কি—না, থাকলে কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সে বিষয়ে কর্মকর্তাগণের মতামত

ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ		ঋণ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কী		মোট (শতকরা হার)
		প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন নেই	
১০০,০০০		২১.৫০	৬.৫৫	২৮.০৫
১,৫০,০০০		২৫.২৩	২.৮	২৮.০৩
২০০,০০০		১৮.৬৯	৩.৭৪	২২.৪৩
৩০০,০০০		১৮.৬৯	২.৮	২১.৪৯
মোট	শতকরা	৮৪.১১	১৫.৮৯	১০০
	গণসংখ্যা	৯০	১৭	১০৭

চিত্র-২৮: ঋণ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি?

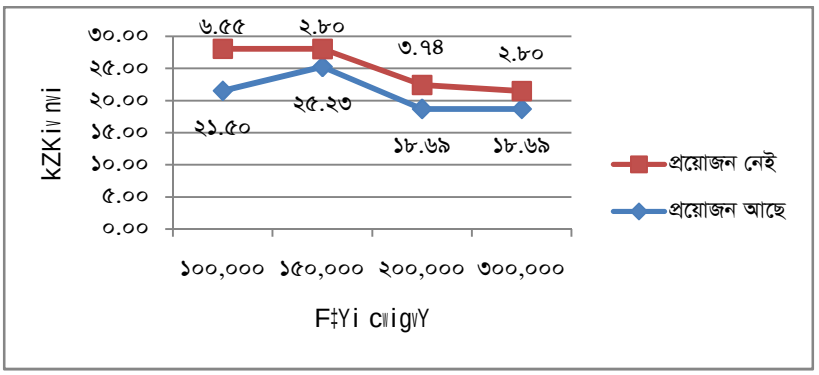

৬.২৪ ঋণ আদায়ের শতকরা হার ও অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত

বিষয়টি সারণী-৩১ এবং চিত্র-২৯ এ প্রদর্শিত হয়েছে। কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যুবসমাজের মধ্যে বিতরণকৃত অনাদায়ী ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন তার কারণ ব্যক্ত করতে। এ প্রসঙ্গে প্রায় সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (২৭.১০ শতাংশ) উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু রাজনৈতিক সুপারিশের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে সেহেতু ঋণ অনাদায়ী রয়ে গেছে। আবার ২৭.৫৭ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু যুবসমাজ আত্ম-কর্মসংস্থানে সফল হতে পারেনি সেহেতু তাদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের সঠিক তদারকির অভাবকেও দায়ী করেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা (১৬.৮২ শতাংশ)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মানসম্মত না হওয়ার কারণেও যুবসমাজ ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। এই কারণটি উল্লেখ করেছেন ১৪.০২ শতাংশ কর্মকর্তা। তবে উৎপাদিত পণ্য কিংবা সেবার উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার কারণটি উল্লেখ করেছেন ১৪.৪৯% কর্মকর্তা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ঋণ অনাদায়ী থাকার পেছনে অনেকগুলো কারণ দায়ী, একক কোন কারণ দায়ী নয়। এই বাস্তবতায় কারণগুলো দূর করার জন্য সমন্বিত কর্মসূচি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

সারণী-৩১: কর্মকর্তাদের মতামত অনুসারে ঋণ আদায়ের শতকরা হার অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ

ঋণ আদায়ের পরিমাণ (শতকরা)	অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ					মোট (শতকরা হার)
	রাজনৈতিক সুপারিশের মাধ্যমে ঋণ	কর্তৃপক্ষের সঠিক তদারকির অভাব	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মানসম্মত না হওয়া	সফল আত্মকর্মী হতে না পারা	উৎপাদিত পণ্য বা সেবার উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া	
১০-৩০%	৩.২৭	২.৩৪	২.৩৪	৩.২৭	২.৩৪	১৩.৫৬
৩০-৫০%	২.৮	২.৮	২.৩৪	২.৩৪	২.৮	১৩.০৮
৫০-৭০%	৫.১৪	৪.৬৭	২.৮	৬.০৭	২.৮	২১.৪৮
৭০-৯০%	১৩.৫৫	৪.২১	৪.২	১৩.৫৫	৪.২১	৩৯.৭২
৯০%(+)	২.৩৪	২.৮	২.৩৪	২.৩৪	২.৩৪	১২.১৬
মোট শতকরা	২৭.১০	১৬.৮২	১৪.০২	২৭.৫৭	১৪.৪৯	১০০
মোট গণসংখ্যা	৫৮	৩৬	৩০	৫৯	৩১	২১৪*

* ১ জন কর্মকর্তা একাধিক উত্তর দিয়েছেন।

চিত্র-২৯: অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ

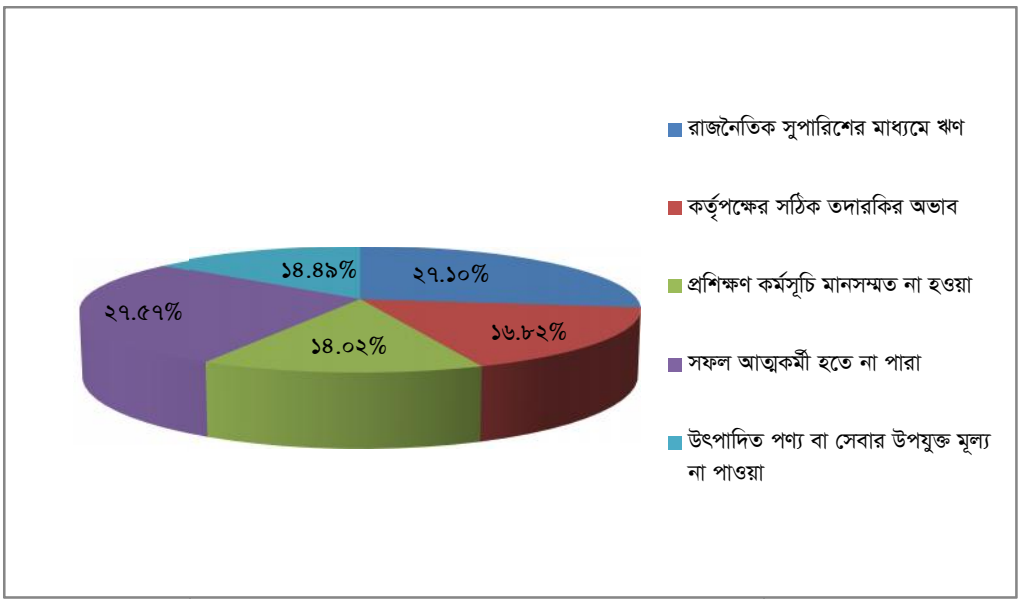

৬.২৫ ঋণ বিতরণের পর বিশেষজ্ঞ/কারিগরি সহায়তা না দেয়ার কারণ

বিষয়টি যুগপৎভাবে সারণী-৩২ এবং চিত্র-৩০ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পর্যায়ে আমরা কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, যুবদের মধ্যে কেবলমাত্র ঋণ বিতরণ নয়, ঋণ প্রদানের পর যে ধরনের বিশেষজ্ঞ কারিগরি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন ছিল সেটা না দেয়ার পিছনে কি কি কারণ বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে ৩টি কারণকেই কর্মকর্তারা প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম কারণ হলো- দক্ষ জনশক্তির অভাব (২৬.৮২ শতাংশ), দ্বিতীয় কারণ হলো- অর্থনৈতিক সংকট (২৫.৭০ শতাংশ) এবং তৃতীয় কারণ হলো- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টির অভাব (১৬.৭৬ শতাংশ), সমন্বয়ের অভাব (১৫.৬৪ শতাংশ), কর্তৃপক্ষের গাফিলতি (১৫.০৮ শতাংশ) ও এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কারণ হিসেবে বিদ্যমান। এ উপাত্ত থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনুচিত হবে না যে ঋণ দেয়ার পর যে ধরনের কারিগরি কিংবা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সহায়তা দেয়ার প্রয়োজন সেগুলোর সংখ্যা একটি কিংবা দু'টি নয়। অনেকগুলো কারণ এর সঙ্গে জড়িত। কারণগুলো একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে দূর করতে হবে।

সারণী-৩২: ঋণ দেয়ার পর যে ধরনের বিশেষজ্ঞ/কারিগরি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন তা না দেয়া হয়ে থাকলে এর পেছনে কি কি কারণ বিদ্যমান

কারণ	মোট গণসংখ্যা	মোট (শতকরা হার)
অর্থনৈতিক সংকট	৪৬	২৫.৭০
দক্ষ জনশক্তির অভাব	৪৮	২৬.৮২
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টির অভাব	৩০	১৬.৭৬
কর্তৃপক্ষের গাফিলতি	২৭	১৫.০৮
সমন্বয়ের অভাব	২৮	১৫.৬৪
মোট	১৭৯*	১০০

* ১ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে।

চিত্র-৩০: বিশেষজ্ঞ/কারিগরি সহায়তা প্রদান না করার পেছনে কি কি কারণ বিদ্যমান

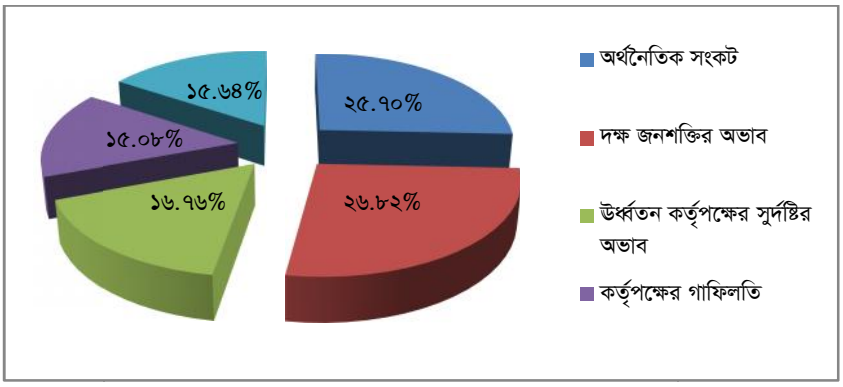

৬.২৬ চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে বরাদ্দ ছিল ১২৯.৩৪ কোটি (একশত ঊনত্রিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ) টাকা। তন্মধ্যে অর্থ বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে এই বরাদ্দ সংশোধন করে ১৪৫.০৯ কোটি (একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি নয় লক্ষ) টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৩৯% যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যয় করতে সক্ষম হয় (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যক্রম, ২০১৪ ও ২০১৫)। একইভাবে উন্নয়ন বাজেটের অধীনে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য প্রণীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১৯৮.৫৫ কোটি (একশ আটানব্বই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা, যা সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৬৯.০৬ কোটি (একশত ঊনসত্তর কোটি ছয় লক্ষ) টাকায় হ্রাস করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রায় ৯৮% অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না বাংলাদেশে বর্তমানে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে প্রায় ৩.০০ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট

প্রণীত হয়, যার ১% হলো তিন হাজার কোটি টাকা – সেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য সর্বমোট বরাদ্দ (রাজস্ব + উন্নয়ন) ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা, এত ক্ষুদ্র পরিমাণের অর্থ দিয়ে এদেশের মোট জনগোষ্ঠির ৩৫% যুবকের জন্য কোন অর্থবহ কিছু করতে পারাটা আসলেই খুবই দুঃসাধ্য একটি ব্যাপার। এমন একটি প্রেক্ষাপটে সাক্ষাৎকার গ্রহণের শেষ প্রান্তে এসে আমরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে সম্পর্কে কর্মকর্তাদের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। এ ব্যাপারে মোট ৭৪.২০ শতাংশ কর্মকর্তা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সরকারি বরাদ্দ কম এটাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। সমন্বয়ের অভাব এবং রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে দায়ী করেছেন সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (৮.৬০ শতাংশ)। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা এবং দূর্নীতির কথা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৪.৭ ও ৩.৯ শতাংশ কর্মকর্তা। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় খুব অবহেলিত, যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয় এবং যুব মন্ত্রণালয়। তাই অর্থের বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি না করা হলে যুব মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বড় আকারে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

সারণী-৩৩: চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের মতামত

প্রতিবন্ধকতা	মোট গণসংখ্যা	মোট (শতকরা হার)
সরকারী বরাদ্দ কম	৯৫	৭৪.২০
সমন্বয়ের অভাব	১১	৮.৬০
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	১১	৮.৬০
কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা	৬	৪.৭০
দুর্নীতি	৫	৩.৯০
মোট	১২৮*	১০০

* ১ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে।

চিত্র-৩১: প্রতিবন্ধকতা

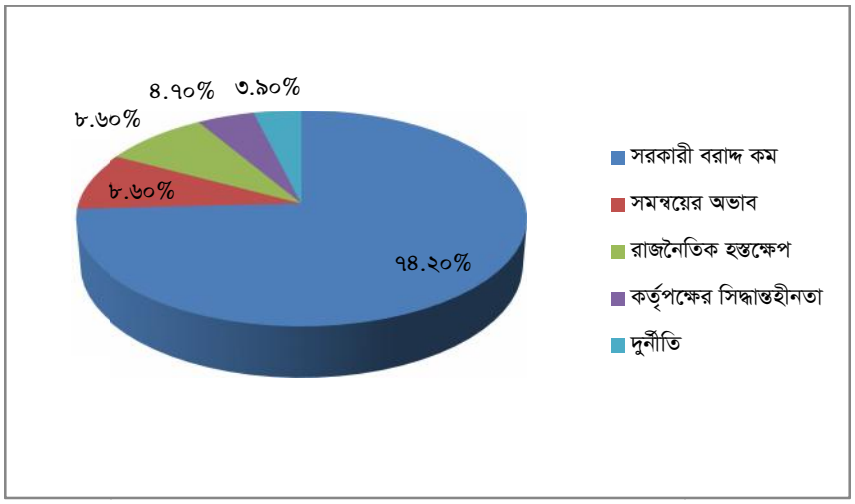

৬.২৭ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূরীকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে ব্যাপারে এই সব সরকারি কর্মকর্তাগণের মতামত আহ্বান করা হয়। তাঁরা সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের সুদৃষ্টি যেন নিবদ্ধ হয় সে বিষয়ে সর্বাধিক সংখ্যক (১৭.৭০%) মতামত প্রদান করেছেন। যুবদের জন্য যেসব কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো যেন নিয়মিত মনিটরিং করা হয় সে বিষয়ে মতামত এসেছে ১৫ শতাংশ কর্মকর্তার নিকট থেকে। কর্মসূচিগুলো যেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন ১২.৬ শতাংশ কর্মকর্তা। সমান সংখ্যক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চতুর্থ অগ্রাধিকার হিসেবে যে মতামতটাকে গণ্য করা যায় সেটি হলো- ঋণদান পদ্ধতি সহজতর করার বিষয়ে। এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রায় ১২ শতাংশ কর্মকর্তা। প্রশিক্ষিত যুবদের, যাদের জমি নেই তাদেরকে সরকারিভাবে জমি বরাদ্দ দেয়া, যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ – এই দু'টি বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন সমান সংখ্যক কর্মকর্তা (৮.৫ শতাংশ)। আরও বেশ কয়েকটি মতামত এসেছে, যেমন- প্রশিক্ষকরা যেন আরও প্রশিক্ষিত হন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, আবার যুবসমাজকে প্রদানের পর ঝুঁকিপূর্ণ যে সব ক্ষেত্রের ওপর ঋণ প্রদান করা হবে সেগুলো যাতে বীমার আওতায় আনা হয় সে বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তারা জোর দিয়েছেন। যদিও তুলনামূলকভাবে এসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত মতামতের শতকরা হার যথাক্রমে ৭.৮ ও ৫.৪ শতাংশ মাত্র।

সারণী-৩৪: প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের মতামত

প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন	মোট গণসংখ্যা	মোট (শতকরা হার)
প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সমন্বয় সাধন	৩৭	১২.৬০
নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	৪৪	১৫.০০
যথাযথ আইনী ব্যবস্থা নেয়া	২৫	৮.৫০
সরকারের সুদৃষ্টি	৫২	১৭.৭০
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখা	৩৭	১২.৬০
বীমার আওতায় আনা	১৬	৫.৪০
প্রশিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষিত করা	২৩	৭.৮০
প্রশিক্ষিত যুবদের যাদের জমি নেই তাদেরকে সরকারিভাবে জমি দান	২৫	৮.৫০
ঋণদান পদ্ধতি সহজতর করা	৩৫	১১.৯০
মোট	২৯৪*	১০০

* ১ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে।

চিত্র-৩২: প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?

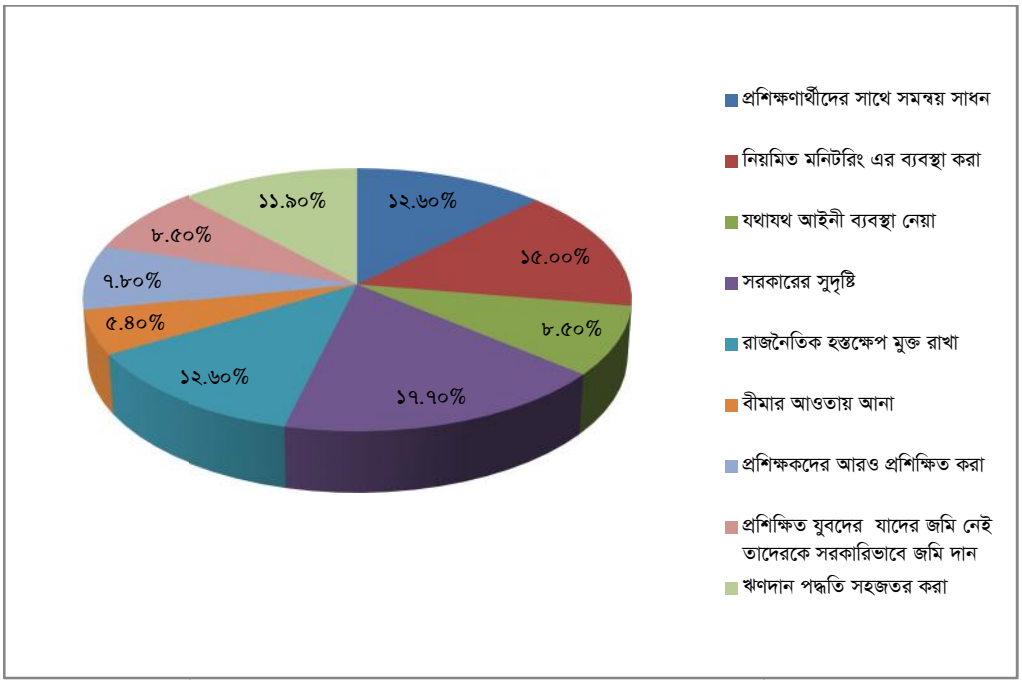

৬.২৮ কর্মসূচিগুলোর অর্জিত সফলতার হার

বিষয়টি সারণী-৩৫ এবং চিত্র-৩৩ এ বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট থেকে জানতে চেয়েছিলাম, তারা যেসব কর্মসূচির অধীনে চাকুরি করছেন সেইসব কর্মসূচির সফলতার

হার কিরূপ? ৭০ শতাংশেরও অধিক সফলতা অর্জিত হয়েছে এ বিষয়ে সর্বাধিক মন্তব্য এসেছে ১৬.৩ শতাংশ দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচির পক্ষে। অন্য কোন কর্মসূচির স্বপক্ষে ৭০ শতাংশেরও অধিক সফলতা অর্জিত হয়েছে এমন মন্তব্য ৪ শতাংশ কর্মকর্তাদের নিকট থেকেও পাওয়া যায়নি। কর্মসূচিগুলোর (৫০-৬০ শতাংশ) সফলতা অর্জিত হয়েছে এর স্বপক্ষে মতামত এসেছে ১৫.৯৯ শতাংশ কর্মকর্তার। এরপরেই রয়েছে (৬০-৭০ শতাংশ) সফলতা অর্জনকারী কর্মসূচি, এক্ষেত্রে মতামত এসেছে ১৪.৭৪ শতাংশ। কর্মকর্তাদের নিজেদের পরিচালিত এসব কর্মসূচির মূল্যায়ন যদি বিবেচনায় নেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যে ৪ (চার)টি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে এগুলোর কোনটি আশাতীত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। সফলতার দৃষ্টিকোণ থেকে অবশিষ্ট ৩ (তিন)টি কর্মসূচি বহুদূর পিছিয়ে যেমন- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ৭০ শতাংশের অধিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে এ মর্মে মতামত এসেছে মাত্র ৩.৪৫ শতাংশ। বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর অবস্থাও একই রকম। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচির অবস্থা আরও শোচনীয়। মাত্র ২.৮২ শতাংশ মতামত এসেছে ৭০ শতাংশেরও অধিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে এর সমর্থনে।

সারণী-৩৫: কর্মসূচির বিভিন্নতা অনুসারে এগুলোর অর্জিত সফলতার হার সম্পর্কে কর্মকর্তাগণের মতামত

কর্মসূচি	যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার কত শতাংশ সফল							মোট (শতকরা হার)
	১০-২০%	২০-৩০%	৩০-৪০%	৪০-৫০%	৫০-৬০%	৬০-৭০%	৭০ (+)%	
দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি	২.৮২	২.৫১	২.৮২	৫.০২	৬.৫৮	৬.২৭	১৬.৩	৪২.৩২
বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি	২.১৯	২.৫১	২.১৯	২.৮২	৩.৪৫	২.৫১	৩.৪৫	১৯.১২
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি	২.১৯	২.৫১	২.৫১	৩.১৪	২.৮২	২.৮২	৩.৪৫	১৯.৪৪
কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি	২.১৯	২.৮২	২.১৯	২.৮২	৩.১৪	৩.১৪	২.৮২	১৯.১২
মোট শতকরা	৯.৩৯	১০.৩৫	৯.৭১	১৩.৮	১৫.৯৯	১৪.৭৪	২৬.০২	১০০
মোট গণসংখ্যা	৩০	৩৩	৩১	৪৪	৫১	৪৭	৮৩	৩১৯

চিত্র-৩৩: কর্মসূচিভেদে অর্জিত সফলতার হার

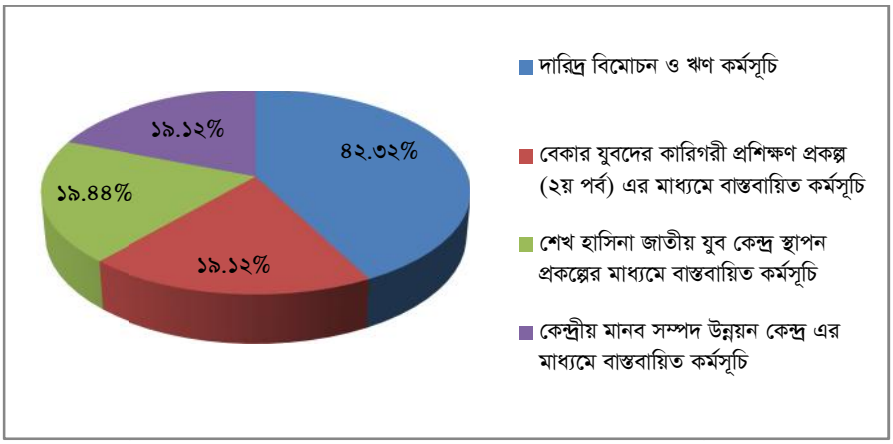

৬.২৯ কর্মসূচিগুলোর নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ

সারণী-৩৬ এবং চিত্র-৩৪ থেকে দেখা যায় যে, সরকারি সহযোগিতার অভাবকেই দায়ী করেছেন সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তা (২৮%)। সমান সংখ্যক কর্মকর্তা এই সব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার না হওয়াকে দায়ী করেছেন। ২১ শতাংশ কর্মকর্তা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা না থাকাকে দায়ী করেছেন; ১১.১০ শতাংশ কর্মকর্তা রাজনৈতিক প্রভাবকে দায়ী করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, মাত্র ৫-৬ শতাংশ কর্মকর্তা এসব কর্মসূচির ব্যর্থতার পিছনে দূর্নীতিকে দায়ী করেছেন।

সারণী-৩৬: কর্মসূচিতে নির্ধারিত লক্ষসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে কর্মকর্তাদের মতামত

সরকারি কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার কারণ	মোট গণসংখ্যা	শতকরা হার
সরকারী সহযোগিতার স্বল্পতা	৪৬	২৮.৪০
প্রশিক্ষিতকদের প্রশিক্ষণ দানে আন্তরিকতার অভাব	৬	৩.৭০
প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানে দক্ষতার অভাব	৩	১.৯০
আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার না করা	৪৬	২৮.৪০
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা না করা	৩৪	২১.০০
রাজনৈতিক প্রভাব	১৮	১১.১০
দুর্নীতি	৯	৫.৬০
মোট	১৬২	১০০.০০

* একাধিক মতামত পাওয়া গেছে।

চিত্র-৩৪: সরকারের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার কারণ

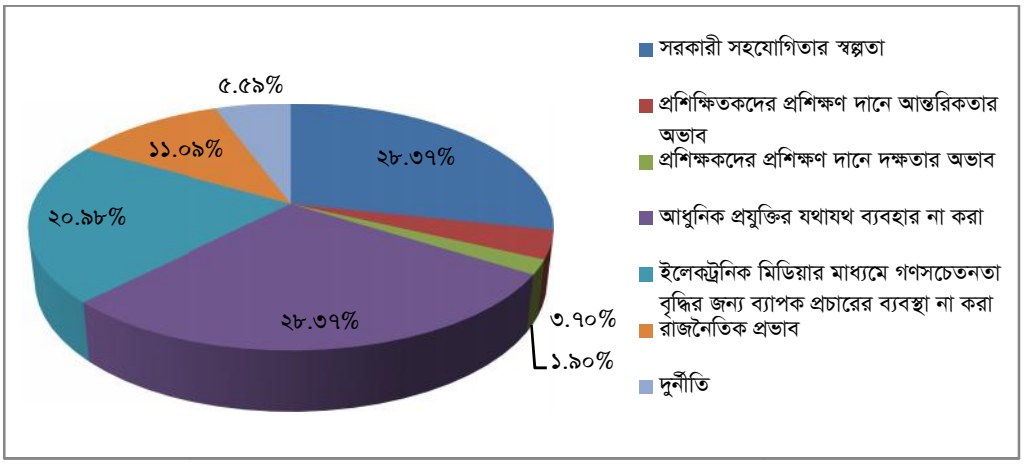

৬.৩০ কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপ

সর্বশেষ পর্যায়ে কর্মসূচিভেদে কর্মকর্তাগণ কর্মসূচিগুলো আরও ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে ব্যাপারে কর্মকর্তাদের মতামত আহ্বান করা হয়। দেখা যায় যে, দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাগণ দূর্নীতি বন্ধ করা, সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা এবং ঋণদান সহজতর করার স্বপক্ষে সবচেয়ে বেশি (৫.৬১%) মতামত প্রদান করেছেন। এরপরেই ৫.৩০ শতাংশ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উপর জোর দিয়েছেন ৪.০৫ শতাংশ কর্মকর্তা।

তবে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচিতে চাকুরিরত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬.৮৫ শতাংশ গণসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার উপর জোর দিয়েছেন। একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের অধীনস্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে। ৮.৮ শতাংশ কর্মকর্তা (এদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক) গণসচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তারাও একইভাবে গণসচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। তবে এই কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের আরও আন্তরিক হওয়ার উপরও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সামগ্রিক বিচারে গণসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রশিক্ষণ দানে আন্তরিক হওয়ার বিষয়টি, তৃতীয় স্থানে রয়েছে ঋণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতারদের আরও আন্তরিক হওয়ার

বিষয়। দেখা যায় যে, সচেতনায়ন কর্মসূচি থেকে শুরু করে মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ এ ধরনের নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কর্মসূচি যুব সমাজের জন্য গ্রহণ করা হলে প্রতিটি কর্মসূচির সফলতার হার অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতো।

সারণী-৩৭: কর্মসূচিগুলো আরও ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে ব্যাপারে কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত

কর্মসূচির নাম		আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি	কর্মসূচি গুলো নিয়মিত ভাবে পরিবীক্ষণ ও তদারকি	প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক দের আরও আন্তরিক হওয়া	গণ সচেতনতা বৃদ্ধি	ঋণ গ্রহীতাদেরকে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আরও আন্তরিক হওয়া	অন্যান্য (দূর্নীতি বন্ধ করা, সরকারী সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করা, ঋণদান পদ্ধতি সহজ করা)	মোট (শতকরা হার)
দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি		২.১৮	৪.০৫	৩.৭৪	৫.৩০	৪.০৫	২.৮০	৫.৬১	২৭.৭৩
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র		৩.৪৩	৩.৪৩	২.১৮	০.৬৩	৬.৮৫	২.৪৯	০.৬২	১৯.৬৩
বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প		৩.৭৪	২.১৮	২.৮০	৩.৪৩	৮.১০	৬.৮৫	৪.০৫	৩১.১৫
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র		২.৪৯	২.৮০	৪.০৫	৪.৩৬	৪.৩৬	১.২৫	২.১৮	২১.৪৯
মোট	শতকরা	১১.৮৪	১২.৪৬	১২.৭৭	১৩.৭২	২৩.৩৬	১৩.৩৯	১২.৪৬	১০০
	গণসংখ্যা	৩৮	৪০	৪১	৪৪	৭৫	৪৩	৪০	৩২১

* একাধিক মতামত পাওয়া গেছে।

চিত্র-৩৫: কর্মসূচিগুলো আরও ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে ব্যাপারে কর্মকতাগণের মতামত (শতকরা হার)

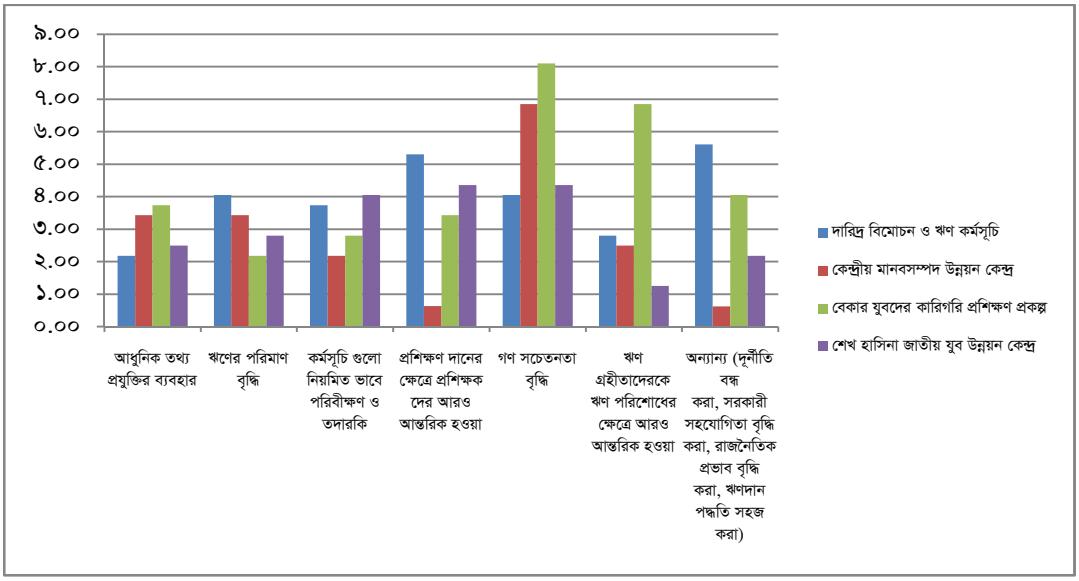

(গ) ৭টি কেস স্টাডি

৬.৩১ কেস স্টাডি-১: রনজিত চন্দ্র বৈদ্য, আত্মকর্মী, রংপুর।

জীবন সংগ্রামে স্ব-নির্ভরতা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুব রনজিৎ চন্দ্র বৈদ্য ১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার একটি নিভৃত গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে লেখাপড়া করতে না পারায় তার জীবনে হতাশা নেমে আসে। চাকুরি নামক সোনার হরিণের সন্ধান না পেয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে কারিগরি প্রকল্পের আওতায় রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং কোর্সে ভর্তি হয়ে সাফল্যের সাথে কোর্সটি সমাপ্ত করেন। কোর্স সমাপ্তির পর নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা সহায়তা নিয়ে পৌর মার্কেট, রংপুরে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে আরএসি ওয়ার্কশপ ও সার্ভিসিং এর কাজ শুরু করেন। প্রকল্পটি সম্প্রসারণ এর নিমিত্ত স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৫০,০০০/- টাকা করে তিন বার ঋণ গ্রহণ করে বর্তমানে সাফল্যের সাথে ২টি দোকান পরিচালনা করে আসছেন। পুঁজি বৃদ্ধি হওয়ার পর পুরাতন কম্পিউটার, টিভি, এয়ার কন্ডিশন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করে মেরামতপূর্বক বিক্রি শুরু করেন। ১ বছরের মধ্যে দায়-দেনা পরিশোধ করে নিজেই হাতে কলমে বিভিন্ন বয়সের যুবদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন। বর্তমানে ১টি দোকানে সার্ভিসিং, ১টি দোকানে ক্রয়-বিক্রয় ও ১টি দোকানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুসহ বর্তমানে ১৫ জন বেতনভুক্ত জনবল তাঁর অধীনে কাজ করছেন। তাঁর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে অনেক প্রশিক্ষিত যুবকর্মী, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক এবং সমাজের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ভুয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া বৃক্ষরোপণ, মাদক বিরোধী আন্দোলন, যৌতুক প্রথা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে যুবসমাজে অগ্রগামী ভূমিকা রেখে জনগণের কল্যাণে কাজ করছেন। এলাকার যুবদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি একজন সফল মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

৬.৩২ কেস স্টাডি-২: মোঃ মোস্তফা কামাল, পিতা- মোঃ হারুন অর রশীদ, মাতা- মনজু আরা বেগম, রাজশাহী।

মোঃ মোস্তফা কামাল ১৯৮৫ সালে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার নিভৃতপল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়ার সময় এলাকার বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে তাদের বিপথগামিতার দৃশ্য দেখে তিনি দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। ২০০২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে মোস্তফা তাঁর সহপাঠিদের নিয়ে স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে ৩ মাস মেয়াদী গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনসহ প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁর শিক্ষক পিতাকে যুবসমাজের বিপথগামিতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তা চেতনার কথা বলে তার সহায়তা কামনা করেন। কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পিতা ১,৫০,০০০/- টাকা পুঁজি প্রদান করলে মোস্তফা ৬৫০টি লেয়ার মুরগি নিয়ে একটি খামার স্থাপন করে আত্ম-কর্মসংস্থানের সূত্রপাত ঘটান। ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শেষে ধীরে ধীরে বিভিন্নমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করতে থাকেন। বর্তমানে পোলট্রির পাশাপাশি মৎস্য প্রকল্প, ডেইরী, সবজি চাষ, বায়োগ্যাস প্লান্ট, জৈব সার তৈরি ও পোলট্রি এবং মৎস্য খাবার উৎপাদনসহ ঔষধ ও উপকরণ সামগ্রী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। একজন সফল যুব হিসেবে তিনি এলাকায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ২০০৯ সাল থেকে অন্যান্য বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। এভাবে তিনি এলাকায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সহায়তায় এলাকায় প্রায় ৩০/৪০টি ফার্ম গড়ে উঠেছে। বর্তমানে মোস্তফার সকল প্রকল্প মিলে মূলধন দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন প্রকল্প হতে তাঁর বাৎসরিক আয় গড়ে ৯১ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে। তাঁর মাধ্যমে এলাকায় প্রায় ১০০ যুব ও যুবমহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। আত্ম-কর্মসংস্থানে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৪ প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩৩ কেস স্টাডি-৩: মোছাঃ আসমাউল হুসনা (রিপা), গ্রাম+ডাকঘর- রামনগর, উপজেলা- দিনাজপুর সদর, জেলা- দিনাজপুর।

পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত আসমাউল হুসনা (রিপা) যখন উচ্চ শিক্ষার প্রত্যয় নিয়ে এস.এস.সি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ১৪ বছর বয়সে তাঁর জীবনে নেমে আসে বাল্যবিবাহের অভিশাপ। নিরুপায় হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় এবং স্বামীর ঘরে এসেই জানতে পারেন তাকে সতীনের সংসারে প্রবেশ করতে হয়েছে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর বেকার স্বামীর আয়-রোজগার না থাকায় তিনি পেটের দায়ে

৭৭৫/- টাকায় একটি এন.জি.ও. তে সেলাইয়ের চাকরি নেন। ইত্যবসরে তার গর্ভে চলে আসে এক পুত্রসন্তান। বাধ্য হয়ে নিজের ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে শরণাপন্ন হন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। ৪ মাস মেয়াদি সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও যুব ঋণ নিয়ে "প্রিন্স টেইলার্স এন্ড ফিসারিজ" নামে একটি প্রকল্প চালু করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত হননি, পাশাপাশি আরও ৮ জন বেকার যুব ও যুবমহিলাকে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মের সুযোগ করে দিয়েছেন। তার সন্তানকে দিনাজপুর শহরের একটি নামকরা স্কুলে ভর্তি করেছেন। নিজের এলাকার হতদরিদ্র যুব ও আদিবাসী সাঁওতালদের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে "এসোসিয়েশন ফর রাইটস এন্ড পিচ" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক এর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় সহস্রাধিক বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করে চলেছেন। সফল আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর সাফল্য এনে দিয়েছে তাকে Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry এর একজন সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জনে। তার বার্ষিক নিট আয় ১২,৩৮,২৫০ টাকা। সফল আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে অবদানের জন্য তাকে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৩ প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩৪ কেস স্টাডি-৪: মোঃ উজ্জল হোসেন, পিতা- মোঃ আবু জাফর সোনার, গ্রাম-চকবালু, ডাকঘর- পাজরভাঙ্গা, উপজেলা- মান্দা, জেলা- নওগাঁ।

পিতামাতার আদরের সন্তান ছিলেন। পিতা-মাতা ও ছয় ভাইবোনের বৃহৎ পরিবারে পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিল ছেলে বড় হয়ে একজন সফল মানুষ হবে। যেহেতু পরিবারে ৬ জন ভাইবোন সকলেই স্কুলে পড়ালেখা করে এবং বাবা ছাড়া আয়-রোজগারের আর কেউ না থাকায় এস.এস.সি পাশ করার পর তিনি একটি ছোট চাকুরি নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। প্রায় চার বছর চাকুরি করার পর তেমন সাফল্য না পাওয়ায় বাড়ীতে ফিরে যান। এরপর বাবা-মার আবদার উপেক্ষা না করতে পেরে বিবাহ করেন। বিবাহের পর একেবারে বেকার হয়ে পড়েন, সন্ধান করতে থাকেন কিভাবে ভাগ্যের চাকা ঘুরানো যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে নিজের ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে শরণাপন্ন হন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। প্রায় তিন মাস ব্যাপী নওগাঁ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র হতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর পর শুরু হয় ঋণ গ্রহণের তদবির। দিনের পর দিন ঘরতে ঘুরতে অবশেষে ঋণের কোন সংস্থান করতে না পেরে বাবার বড় ভাই আলহাজ্ব মোঃ

কফিল উদ্দিন সোনার, সাবেক এম.পি, নওগাঁ-৪ এর নিকট ৩০,০০০/- টাকা ধার হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কোরবানী ঈদের আগে তার সঙ্গে আরও ১৫ হাজার টাকা যোগ করে তিনটি গরু ক্রয় করেন এবং গরুগুলোকে মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে ভালভাবে যত্ন নিয়ে গত কোরবানী ঈদের বাজারে বিক্রয় করে সামান্য কিছু লাভ করেন। ভবিষ্যতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সহজ শর্তে ঋণ পেলে একটি গরুর খামার প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা করছেন।

৬.৩৫ কেস স্টাডি-৫: খন্দকার ইউসুফ, পিতা- মৃত: খন্দকার মজিবুর রহমান, মাতা- মৃত: ফজিলাতুন নেছা, গ্রাম- আশেকপুর, উপজেলা- টাঙ্গাইল সদর, জেলা- টাঙ্গাইল।

খন্দকার ইউসুফ এস.এস.সি. পাশ করার পর জীবিকার তাগিদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্য ও প্রশিক্ষিত যুব কর্মী। অনেক আগেই তার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী এবং ভাই ব্যাংকের কর্মকর্তা। বৈবাহিক জীবনে স্ত্রী সাহানা বেগম, পুত্র সালেহীন, দুই কন্যা দিননাজ ও ওয়াজনাজদের নিয়ে বেশ সুখেই কাটছিল তার দিনকাল। অল্প বয়সে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে তার ভাবনায় ছিল শুধু শুধু বসে না থেকে কিছু করা যায় কি না। তাই তিনি প্রথমেই পেনশনের টাকায় আশেকপুর গ্রামের বাইপাস সড়কের সাথে ২৫ শতাংশ জমি ক্রয় করে একটি ছোট বাড়ি নির্মাণ করেন; বাড়ির উত্তর পাশে একটি ছোট পুকুর, বাড়ির চারিদিকে প্রচুর গাছপালা লাগিয়ে বাড়িটি এমন সুন্দরভাবে সাজান যেন একটি বাগানবাড়ি। অতঃপর ২০০০ সালে তার বন্ধু যুবকর্মী জনাব সাইফুল ইসলামের অনুপ্রেরণায় টাঙ্গাইল যুব কেন্দ্র থেকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, ও মৎস্য চাষ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এখন শুরু হয় তার কিছু করার পালা – তিনি বাড়িতে বসবাসের পাশাপাশি সেখানে ৭১ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৮ ফুট প্রস্থ টিনশেডের একটি মুরগির খামার তৈরি করেন। প্রাথমিকভাবে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মূলধন নিয়ে ৫০০ মুরগির বাচ্চা লালন-পালন শুরু করেন। ১ম দফায় ৫-৬ হাজার টাকা লাভ হলেও পরবর্তীতে তা বেড়ে ১০-১৫ হাজার টাকায় গিয়ে পৌঁছায়। এক পর্যায়ে সব মুরগি বিক্রি করে দিয়ে আবার নতুন করে বাচ্চা ক্রয় করে তা লালন-পালন করতে থাকেন। এছাড়া তার বাড়ির পাশে ছোট পুকুরে পরীক্ষামূলকভাবে মাছের চাষ শুরু করেন। প্রথম দিকে লাভের মুখ না দেখলেও পরবর্তীতে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে থাকে এবং প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকা আয় হয়। ইতোমধ্যে তিনি যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে ঋণের জন্য আবেদন করেন। শুরু হয় ঋণ পাওয়ার বিরামহীন প্রচেষ্টা। দীর্ঘ ছয় মাস পর অনেক

চেষ্টা তদবীর করে মাত্র ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ পান তিনি। এতদ্সত্ত্বেও তিনি মনোবল হারাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনে সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। তাই তিনি তার এলাকার অনেক যুবককে বিনা পয়সার তার খামার থেকে ট্রেনিং দিয়ে তার খামারে চাকুরির ব্যবস্থাও করেছেন। বর্তমানে তিনি আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল এবং মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টাকা। এত কিছুর পরও জনাব ইউসুফ তার কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুরগির বাচ্চা না পাওয়া, মুরগির খাদ্যের অতি মূল্য, বাজারজাতকরণে সমস্যা ও জটিলতা, ভ্যাকসিনের সমস্যা, পশু ডাক্তারের অভাব, বিদ্যুতের স্বল্পতা ও বিঘ্নতা, রোগ নির্ণয় সমস্যা, যুবকেন্দ্রে জনবলের অভাব, সরকারীভাবে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ কম, স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি, দক্ষ প্রশিক্ষক ও জনবলের অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি সাহস, দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি এটাও প্রমাণ করতে চান যে, বর্তমান যুবসমাজই পারে তাদের কঠোর পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন করতে এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে একটি উন্নয়ন দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে।

৬.৩৬ কেস স্টাডি-৬: মোঃ নাজমুল হুদা, পিতা- মোঃ নুরুল হুদা, গ্রাম- খার্স, উপজেলা- নওগাঁ সদর, জেলা- নওগাঁ।

জনাব মোঃ নাজমুল হুদা ০৭/০৮/১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখে নওগাঁ জেলার একটি মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়, বাবার সামান্য রোজগারে এতগুলো ভাইয়ের পড়ালেখা করানো বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তিনি ১৯৯১ সালে এস.এস.সি পাশ করেন এবং ১৯৯৬ সালে বি.এ. পাশ করার পর 'বন্ধু কল্যাণ সংস্থা' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। তিনি এই সংগঠনে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সংগঠনটির রেজিস্ট্রেশন করানো হয়, যার নম্বর ৭৬৪। এই সংগঠনটি মূলতঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তৈরি করে খুব অল্প মূল্যে সাধারণ গরিবদের নিকট সরবরাহ করে। প্রাথমিকভাবে ৩ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে শুরু করেন। পরবর্তীতে তা ১৭-১৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। কিন্তু গ্রাহকেরা সঠিক মতো টাকা পরিশোধ না করার দরুন তার ব্যবসা কিছুটা গুটিয়ে ফেলতে হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে জনাব হুদা সংগঠনের মাধ্যমে নওগাঁ জেলা যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে কম্পিউটার বেসিক ট্রেনিং, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদির উপর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রথমে

নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকায় ১টি কম্পিউটার ক্রয় করে সংগঠনের ছেলেদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ট্রেনিংয়ের সঙ্গে টাইপিং ও প্রিন্টিংয়ের কাজ যুক্ত করে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি ২ কন্যা সন্তানের জনক। সংসারের খরচ বাড়লেও আয় তেমনভাবে না বাড়ায় কিছুটা হতাশার মধ্যে পড়েন, এক পর্যায়ে যুব ঋণের আবেদন করেন। প্রাথমিকভাবে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়, পরবর্তীতে ৬০ হাজার টাকা ঋণ পান এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করেন। তিনি জানান, যুব ঋণ নিতে বড় ধরনের সুপারিশ এবং জামানত হিসেবে জমির দলিল ও সর্বশেষ খাজনা-খারিজের কপি জমা না দিলে ঋণ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে যে সমস্ত যুব প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ যুবের যুব ঋণের পাশাপাশি পরিবারের পক্ষ থেকে আর্থিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। অন্যথায় সামান্য পরিমাণে ঋণ নিয়ে কোন যুবই কখনও সফল হতে পারেন নি। তিনি তার সংগঠনের মাধ্যমে অনেক যুবকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের জন্য ঋণ পাবার ক্ষেত্রে সহযোগিতাও করেছেন। এত কিছুর পরেও তিনি একজন সফল যুব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। অবশেষে তিনি 'সচেতনতা সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' (Awareness Building and Economic Growth) নামে আরও একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, এইচআইভি সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতায় কার্যকর অবদান রাখছেন। তিনি বিভিন্ন সময় শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র থেকে যুব নেতৃত্বের উপরও ট্রেনিং নিয়েছেন এবং অনেক যুবকে প্রশিক্ষণ নিতে সহায়তা করেছেন। একজন সফল যুবকর্মী হতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে জানান এবং পরবর্তীতে একটা পর্যায়ে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি তিনটি সংবাদ মাধ্যমের সাথে জড়িত – সোনালী বার্তা, আমাদের রাজশাহী ও সময় টেলিভিশন। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে যুবসমাজের কিছু সমস্যা তুলে ধরেন এবং তাদের জন্য কিছু পরামর্শ রাখেন। যেমন- জাতীয় বাজেটে অবশ্যই যুবের বরাদ্দ বাড়াতে হবে, যাদের জমিজমা নেই যুব প্রশিক্ষণ নিলে সরকারিভাবে ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, স্বজনপ্রীতি কমাতে এবং দূর্নীতি বন্ধ করতে হবে, তবেই একদিন বাংলাদেশে যুবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যুবরাই গড়বে সোনার বাংলাদেশ।

৬.৩৭ কেস স্টাডি-৭: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পিতা- মোঃ আবুল হোসেন, গ্রাম- বাঁশভাগ, ডাকঘর- পাটুল, উপজেলা- নাটোর সদর, জেলা- নাটোর।

জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ০১/০২/১৯৮৬ তারিখে নাটোর জেলার বাঁশভাগ গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন গ্রাম্য পশু চিকিৎসক। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি বড় সন্তান, ২০০০ সালে এস.এস.সি এবং ২০০২ সালে এইচ.এস.সি পাশ করার পর রাজশাহী যুব কেন্দ্র হতে তিন মাস ব্যাপী গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে বাবার কাছ থেকে মাত্র ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মূলধন নিয়ে কিছু মুরগি পালন শুরু করেন। কিছুদিন পর বাবার দেয়া দু'টি গাভী নিয়ে ছোট আকারে ১টি গরুর খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য যে, তার বাবা ১৯৮০ এর দশকে যুব প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, বাবা তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে ২০০৬-০৭ এর দিকে কয়েকটি পুকুর ইজারা নিয়ে মৎস্য চাষ শুরু করেন। এই পর্যায়ে তিনি যুব ঋণের আবেদন করেন। শুরুতে মাত্র ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার ঋণ পেতে জমির দলিল, খাজনা-খারিজের কাগজ জমা দিতে হয় এবং সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে বেশ কয়েক মাস পেরিয়ে যায়, অবশেষে ঋণ মঞ্জুর হয়। পরবর্তীতে দু'দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে মঞ্জুর হলে কষ্টের এবং বিড়ম্বনার কমতি কখনও ছিল না। তার বাবা যেহেতু একজন যুবকর্মী ছিলেন, এক্ষেত্রে কষ্টের পরিমাণ কিছুটা হলেও কম হয়েছিল বলে মনে হয়। তিনি ২০০৬ সালের শুরুতে বাঁশভাগ দক্ষিণ পাড়া যুব সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। এই সমতিরি মাধ্যমে স্থানীয় যুবদের সঙ্গে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেন, বিশেষ করে বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। তাতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। বাঁশভাগ গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবহমান একটি ছোট নদীতে এলাকার যুবদের নিয়ে মাছ চাষ প্রকল্প গড়ে তোলেন। প্রাথমিকভাবে সাফল্য পেলেও পরবর্তীতে স্থানীয় রাজনীতির রোষানলে পড়ার দরুণ তারা শেষ পর্যন্ত তেমন অগ্রসর হতে পারেন নি। পাশাপাশি তিনি বগুড়া নবাব সিরাজদৌলা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে বাংলায় (অনার্স) ২০০৮ সালে এবং এম.এ ২০০৯ সালে সম্পন্ন করেন এবং পারিবারিক সম্মতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশ নেন, যেমন- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। দীর্ঘ ৬-৭ বছর তিনি নাটোর জলোর ভ্রাম্যমাণ যুব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। এতে তিনি যুব উন্নয়নের পক্ষ থেকে কিছু সম্মানীও পেয়ে থাকেন। একজন সক্রিয় যুবকর্মী হিসেবে জোরালোভাবে এই যুক্তি উপস্থাপন

করেন যে, একজন যুবকর্মী তখনই সফল হবেন যখন তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণের সাথে নিজ পরিবারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তাসহ অন্যান্য সব ধরনের সমর্থন পাবেন, অন্যথায় তার পক্ষে প্রকৃত সফলতা অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। তিনি আরও জানান যে, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাদের আচরণে শুধু হতাশই হতে হয় না, ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কাজীর গরু কাগজে কলমে থাকে কিন্তু গোয়ালে না থাকার মতোই। বর্তমানে তিনি চাকুরি না করে বাবার পৈত্রিক সম্পত্তিতে লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে হাঁস-মুরগি, গাভী পালন, গরু মোটাতাজা থেকে শুরু করে মৎস্য চাষ করে ভালোই আছেন। তবুও তিনি নিজেকে সফল যুব নেতা বা যুব কর্মী বলতে নারাজ। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করেন। যেমন- জাতীয় বাজেটে যুবসমাজের জন্য বাজেট বৃদ্ধি, জাতীয় প্রচার মাধ্যমে যুবদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্প্রচার, রাজনৈতিক চাপ মুক্ত রাখা, অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষিত যুব কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি বন্ধ করা ইত্যাদি। যুবদের জন্য কিছু কিছু নিয়ম-কানুন সহজ করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যেমন- সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা, যুবশক্তির অমিত সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করে তোলা, এ কাজটি করতে পারলে জনগণ, রাজনীতিবিদ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যুব উন্নয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল অন্তরায় দূর করা সম্ভব।

৬.৩৮ কেস স্টাডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল

শুধুমাত্র ৭টি কেস স্টাডি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার মধ্যে কেউ কেউ সফল আত্মকর্মী হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রদত্ত জাতীয় যুব উন্নয়ন পুরস্কার পেতেও সক্ষম হয়েছে। তাদের এই সফলতার পিছনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত ঋণ কম-বেশি অবদান রেখেছে বলে প্রতিভাত হয়। প্রত্যেকেই ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে রাজশাহীর মোস্তফা কামালের বর্তমানে মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এ পর্যায়ে তার অধীনে প্রায় ১০০ জন যুব ও যুবতী চাকুরী করছেন। দিনাজপুরের আসমাউল হুসনা, যিনি ১৪ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হন এবং অনাকাঙ্খিতভাবে একটি পুত্র সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও তার স্বামীর কোন আয় উপার্জন না থাকায় মাত্র ৭৭৫ টাকা বেতনে গার্মেন্টেস-এ চাকুরী করতে বাধ্য

হন। তিনি তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৪ মাস ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ এবং ঋণ গ্রহণ করে। তিনি এখন "প্রিন্স টেইলার্স এন্ড ফিশারিজ" নামে একটি প্রকল্প পরিচালনা করছেন যার মাধ্যমে তিনি প্রতি বছর ১২ লক্ষ টাকার অধিক উপার্জন করছেন। সফল আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৩ লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। উজ্জ্বল হোসেন বেকার থাকা অবস্থায় পারিবারিক চাপে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তার আশা ছিল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ পাওয়া। ঋণ পাওয়ার জন্য বছরের পর বছর যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের পিছনে ঘুরেছেন, কিন্তু ঋণ লাভে সক্ষম হননি। কেন তিনি ঋণ পেতে সক্ষম হলেন না তা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেননি। ঋণ না পাওয়া বিষয়টির দায়-দায়িত্ব অবশ্যই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপর বর্তায়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সরকারের যে কোন একটি বিভাগ, অধিদপ্তর কিংবা পরিদপ্তর নিরবিচ্ছিন্ন সফলতার অধিকারী নয়। সাফল্য ও ব্যর্থতা, ভুল, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরকারের যে কোন একটি বিভাগ, অধিদপ্তর অথবা পরিদপ্তর নিরঙ্কুশ সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তার ব্যতিক্রম নয়। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যর্থতার চেয়ে সফলতার পাল্লা অনেক বেশি ভারী, এখানে উপস্থাপিত ৭টি কেস স্টাডি তার সত্যতা নিশ্চিত করে।

mßg cwi‡”Q‘
উপসংহার, সমস্যাবলী এবং সুপারিশসমূহ

7.00 fwgKv

স্মরণ করা যেতে পারে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য বা ভিশন হলো মাত্র ৩ (তিন)টি, এগুলো হলো- (১) অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করা; (২) দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ; এবং (৩) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেকার যুবকদের সম্পৃক্তকরণ। এই সব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বেশ কিছু কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে রাজস্ব খাতের অধীনে ৭ (সাত)টি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ১০ (দশ)টি কর্মসূচিসহ নিয়োজিত রুটিনভিত্তিক বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, রাজস্ব খাতের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১২৯,৩৪,০০,০০০ টাকা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৯৮,৫৫,০০,০০০ টাকা। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক যুবসমাজ তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এত অল্প পরিমাণ অর্থ যে কত অপ্রতুল তা সহজেই অনুমেয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আকার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ কোটি টাকা, সেই গাণিতিক হিসাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ০.১১ শতাংশও নয়। তথাপি সীমিত বাজেটের মধ্য দিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার মধ্য থেকে মাত্র ৪টি কর্মসূচি যথা- দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি এবং শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি। এই চারটি কর্মসূচিতে যে সব যুবক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, পরবর্তীতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথবা ঋণ গ্রহণ করেননি এবং যে সব কর্মকর্তা শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের মতামতের ভিত্তিতে এই চারটি কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণ করা হয়েছে। যুব ও যুব কল্যাণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ওপর মাঠ পর্যায়ের জরিপ পরিচালনা করে উপরোল্লিখিত ৪টি কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে একটি মিশ্র চিত্র পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, ৯১

শতাংশ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব এই মত পোষণ করেছেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যথার্থ ও যুগপযোগী কিন্তু এই ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পেরেছেন সর্বোচ্চ ১৪ শতাংশ যুব। প্রশিক্ষণের গণ্ডি এখনও গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা – এ ধরনের গ্রামীণ কৃষিজাত ও মান্ধাতার আমলের বিষয় নিয়েই আবর্তিত। কম্পিউটার বেসিকের উপরে প্রশিক্ষণ লাভের আগ্রহ বাড়ছে কিন্তু তাও কেবলমাত্র ৩৬.২৩ শতাংশ যুবের মধ্যে। অপরদিকে মাত্র ২৬ শতাংশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য ৪টি কর্মসূচির ৭০ শতাংশ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। শতভাগ সাফল্য কোনো কর্মসূচির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে সরকারি অবহেলা বিশেষতঃ অর্থের অপ্রতুলতাকেই কর্মকর্তাগণ দায়ী করেছেন।

7.01 mgm¨vejx

উপরোক্ত বাস্তব অবস্থার নিরিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে নিম্নে উল্লিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়:

১) জনমিতিক হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে যুব সমাজের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক হলেও মাত্র গুটিকয়েক উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের কর্মসূচি নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সমাজের সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে; পাশাপাশি সরকার কর্তৃক যে আর্থিক বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে তা জাতীয় বাজেটের ০.১১ শতাংশও নয়। বাজেটের অপ্রতুলতায় সকল ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে।

২) বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে প্রতিভাত হয় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকাণ্ড মূলতঃ গ্রামীণ যুব সমাজের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। ডিজিটাল বাংলাদেশের এই যুগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এখনও তাদের প্রশিক্ষণ এবং ঋণ দান কার্যক্রম হাঁস-মুরগি পশুপালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সারী, কৃষি, ব্লক-বাটিক, স্ক্রিণ প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত কাগজপত্র ও প্রতিবেদন এবং পরবর্তী পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনায় জানা যায় যে, সেই প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যুব

উন্নয়ন অধিদপ্তর একই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর প্রাক্কালে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (Training Need Assessment) এর মতো অত্যাবশ্যকীয় কাজটি করা হয়নি। এটা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

৪) কম্পিউটারের উপর একেবারে প্রাথমিক কিছু বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবসমাজ সর্বোচ্চ কম্পিউটার অপারেটর হতে পারে; কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে বিশেষায়িত কোনো কার্যক্রমে নিজেদেরকে উপযুক্ত করে তুলতে পারছে না।

৫) যুবসমাজের শিক্ষাগত পটভূমিকে কোনো রকম বিবেচনায় না নিয়ে 'One size fits all' approach অনুসরণ করা হচ্ছে। যুবদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিভিন্নতা অনুসারে ব্যক্তি ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি, আগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমি এবং সর্বোপরি দেশে এবং বিদেশে উভয় পর্যায়ে কি ধরনের শ্রমের চাহিদা রয়েছে তা বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না।

৬) ঋণ প্রদানের সীমা এখনও এক লক্ষ টাকা অতিক্রম করেনি। বর্তমান বাজারে এই সামান্য পরিমাণ ঋণ দিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছু করা সম্ভব হলেও এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে কিছু করা সম্ভব নয়। একই কারণে যুবরা সফল entrepreneur বা উদ্যোক্তা হতে পারছে না। উপরন্তু উপস্থাপিত কেস স্টাডিগুলো থেকে জানা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ পাওয়ার বিষয়টি খুব সহজ নয়। জমির দলিল, খাজনা-খারিজের কাগজপত্র জমা দেয়ার পরেও প্রশাসনিক পদ্ধতিগত দীর্ঘসূত্রিতা শেষ হয়ে ঋণ পেতে পেতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়।

৭) কেস স্টাডিগুলো থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসে যে, যেসব যুবের পরিবার আর্থিকভাবে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল তাদেরকে যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ দেয়া হয় তাহলে তারা সহজেই আত্মকর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত হতে পারে। কিন্তু হতদরিদ্র যুবদের যাদের বন্ধকী দেয়ার মতো কোন জমি নেই এবং পরিবারিক আর্থিক সমর্থনও নেই তাদের বিষয়টি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এখনও বিবেচনায় নিয়ে আসেনি।

৮) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে সব প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন চাহিদা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা খুবই কম এবং বর্তমানে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা ততটা আন্তরিক নন। বেতন-ভাতাসহ

অন্যান্য কি সুযোগ-সুবিধা দিলে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে, তারা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিক হবেন সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত যতগুলো প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নিয়মিত তদারকি ও পরিবীক্ষণের অভাব রয়েছে।

১০) সর্বোপরি খোদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেরই এসব কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা ও অবহেলা রয়েছে।

উপরোক্ত সমস্যা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা কষ্টসাধ্য কোনো বিষয় নয়। যুবসমাজের প্রতি রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সজাগ দৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের যুবসমাজকে এক নম্বর অগ্রাধিকার প্রদান করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দসহ উপযুক্ত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নই যথেষ্ট।

7.02 mcwikmgn

এ গবেষণায় লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জোর সুপারিশ করা হচ্ছে:

১) যেহেতু যুব সমাজ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩% এর অধিক, তাই এই বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে জাতীয় বাজেটে ১% অর্থাৎ ৩,০০০ কোটি টাকা (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে) বরাদ্দ প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক পটভূমি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই সব ধরনের যুবকে সমজাতীয় (homogenous) দল হিসেবে নয়, তাদের চাহিদার বিভিন্নতা অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আত্মকর্মসংস্থান কিংবা দেশীয় চাহিদা নয়, বিদেশে কি ধরনের শ্রমশক্তির চাহিদা রয়েছে তা নিরূপণ করে সেমতে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩) এ গবেষণা থেকে লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ঋণ দানের পরিমাণ এখনও এক লক্ষ টাকার বেশি নয়। এই সামান্য পরিমাণ অর্থের সাহায্যে বর্তমানে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভব নয়। এ পরিমাণ মাথাপিছু ন্যূনপক্ষে দশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪) কর্মকর্তাগণের মতামত থেকে জানা যায় যে, ঋণ দেয়ার পর follow-up তথা পরিবীক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের কাজটি নিয়মিতভাবে করা হয় না। এক্ষেত্রে যে ধরনের কারিগরি সহায়তা/পরামর্শ সেবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দেয়া উচিৎ ছিল তা দেয়া হচ্ছে না। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে অবশ্যই অধিকতর তৎপর হতে হবে।

৫) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মূল নেতৃত্ব যুব সমাজকে দিতে হবে, সেক্ষেত্রে 'কম্পিউটার বেসিক' এর নামে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তা যুগোপযোগী কিংবা বাস্তবসম্মত নয়। বিষয়টি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণাণয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সমন্বিতভাবে যুবদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করতে পারে। শিক্ষিত বেকার যুবদের এক্ষেত্রে আগ্রহান্বিত করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যেন নির্জীব, নিরস, তিক্ততায় পরিপূর্ণ না হয় সে উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ স্থল, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ দানের উপকরণ – সবকিছু ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেন আনন্দঘন, তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের আদর্শ কেন্দ্রে পরিণত হয় সে বিষয়ে অবশ্যই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭) যুব সমাজের সংখ্যার বিচারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে গুটিকয়েক কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তা নিছক একটি বৃহৎ ইমারত নির্মাণের জন্য গুটিকয়েক ইটখণ্ড মাত্র। সহস্রাধিক কোটি টাকা ব্যয়ে শতাধিক প্রকল্প এবং কর্মসূচি-ই এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু করে দেখাতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-১

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম
১.	সমাপ্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্প
২.	সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি
৩.	সমাপ্ত ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি।
৪.	সমাপ্ত ১৮টি(১ম পর্যায়ের ৮টি কেন্দ্র) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি
৫.	সমাপ্ত শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি
৬.	সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার,মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি
৭.	সমাপ্ত অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প
৮.	ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো লাইফ স্কিলস এডুকেশন এন্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিস

সূত্র: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ২০১৪

সংযোজনী-২

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	যানবাহন চালনা ও মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প (Project for Training in Automobile Driving and Repair).	২৭৫৩.১৯
২.	৬৪টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (Project for Establishment of Computer Labs at 64 Districts).	২৪৭৬.৯৮
৩.	বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প	৮৪৬২.৪৬
৪.	উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ প্রকল্প (Extension of Computer Training at Upazila Level).	১২০৬.৯০

সূত্র: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ২০১৪

সংযোজনী-৩

নমুনায়ন সমীকরণের সাহায্যে যুবকদের সংখ্যা (n_m) নির্ধারণ:

$$n_m = \frac{nN}{N + n - 1}$$

১. দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি:

ক) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি $= \frac{১৫৪ \times ৯৬৫১২৬}{৯৬৫১২৬ + ১৫৪ - ১} = \frac{১৪৮৬২৯৪০৪}{৯৬৫২৭৯} = ১৫৩.৯৭ = ১৫৪$

খ) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি $= \frac{৮৬ \times ৯৬৫১২৬}{৯৬৫১২৬ + ৮৬ - ১} = \frac{৮৩০০০৮৩৬}{৯৬৫০৪১} = ৮৬.০০$

২. বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) $= \frac{৩৬ \times ৯৬৫১২৬}{৯৬৫১২৬ + ৩৬ - ১} = \frac{৩৪৭৪৪৫৩৬}{৯৬৫০৯১} = ৩৬.০০$

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনার শিরোনাম: বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা

গবেষকের নাম: মোঃ এনামুল হক

রেজি: নং- ৬৮/২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ (নতুনভাবে)

তত্ত্বাবধায়কের নাম: মোহাম্মদ মহিউদদীন, পিএইচ.ডি

অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে উপকারভোগিদের জন্য প্রশ্নমালা (প্রদত্ত তথ্য গোপনীয় শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)

ক. উত্তর দাতার ব্যক্তিগত তথ্য:

১। নাম ঃ

২। ঠিকানাঃ

৩। বয়স ঃ
- ক) ১৮-৩৫
- খ) ৩৬-৪৫
- গ) ৪৬-৫৫
- ঘ) ৫৫+

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
- ক) নিরক্ষর
- খ) ৫ম শ্রেণী পাস
- গ) ৮ম শ্রেণী -এস. এস.সি পাস
- ঘ) এইচ. এস. সি -ডিগ্রী পাস
- ছ) উচ্চতর ডিগ্রী

৫। লিঙ্গঃ
- ক) পুরুষ
- খ) মহিলা

৬। বৈবাহিক অবস্থা ঃ
- ক) বিবাহিত
- খ) অবিবাহিত
- গ) তালাক প্রাপ্ত
- ঘ) বিধবা

৭। পরিবারের সদস্য সংখ্যা (যদি থাকে):
- ক) ২ জন
- খ) ৩ জন
- গ) ৪ জন
- ঘ) ৫ জন
- ঙ) ৬ জন
- চ) ৬ (+) জন

৮। জমির পরিমাণঃ
- ক) কোন জমি নাই
- খ) ১ (এক) শতক
- গ) ২ (দুই) শতক
- ঘ) ৩ (তিন) শতক
- ঙ) ৫ (পাঁচ) শতক
- চ) ১ (এক) বিঘা
- ছ) ১ (এক) বিঘা+
- জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

খ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

৯। আপনি কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?
- ক) গবাদি পশু, হাঁস মুরগী পালন, মৎস চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা
- খ) নার্সারি
- গ) কৃষি বিষয়ক
- ঘ) ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং
- ঙ) সেলাই
- চ) কম্পিউটার বেসিক
- ছ) পোশাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান
- জ) ইলেট্রনিক্স
- ঝ) বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কার্টিং
- ঞ) মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপিয়ারিং
- ট) টুরিস্ট গাইড
- ঠ) হস্তশিল্প
- ড) সমাজ সচেতনতা মূলক
- ঢ) জীবন দক্ষতা বিষয়ক
- ণ) যুব ক্ষমতায়ন
- প) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

১০। প্রশিক্ষণের মেয়াদ কত ছিল ?
- ক) ৭ দিন
- খ) ১০ দিন
- গ) ১৫ দিন
- ঘ) ১ মাস
- ঙ) ৩ মাস
- চ) ৬ মাস

Dhaka University Institutional Repository

১১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ যথার্থ কি না?
ক) হ্যাঁ
খ) না
গ) নিরত্তর

১২। হ্যাঁ হলে, কেন তা যথার্থ ?
ক) সচেতনতা বৃদ্ধি করে
খ) দক্ষতা বৃদ্ধি করে
গ) আত্মবিশ্বাস বাড়ায়
ঘ) কাজ করা যায়
ঙ) চাকুরী পাওয়া যায়/চাকুরী নিয়ে বিদেশ যাওয়া যায়
ছ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

১৩। না হলে কেন আপনি যথার্থ মনে করেন না ?
ক) স্বল্প মেয়াদি
খ) সীমিত দক্ষতা
গ) যুগোপযোগী নয়
ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক
ঙ) দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব
চ) অপরিকল্পিত
ছ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

১৪। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি কি ধরনের উপকার পেয়েছেন ?
ক) চাকুরী পেয়েছেন
খ) ক্ষমতায়িত হয়েছেন
গ) ব্যবসায় করেছেন
ঘ) আত্মকর্মী হয়েছেন
ঙ) দক্ষ হয়েছেন
চ) স্বাবলম্বী
ছ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

১৫। প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আপনি আপনার পরিবারের অন্য কাউকে প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন কিনা?
ক) করেছি
খ) করেনি
গ) নিরুত্তর

১৬। আপনার পরিবারের বিশেষ করে আপনার সন্তান/ ভাইবোন/ বা কোন আত্মীয় যুব প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কি?
ক) নিয়েছেন
খ) নিয়নি
গ) নিরুত্তর

১৭। যদি নিয়ে থাকেন,তাহলে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?
ক) গবাদি পশু, হাঁস মুরগী পালন, মৎস চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা
খ) নার্সারি
গ) ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং
ঘ) কম্পিউটার বেসিক
ঙ) হস্তশিল্প
চ) মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপিয়ারিং

১৮। বর্তমানে আপনার পেশা কী ?
ক) কৃষি
খ) গৃহ কাজ
গ) চাকুরী
ঘ) আত্মকর্মী
ঙ) নিজস্ব ব্যবসায়
চ) কর্মহীন
ছ) দিনমজুর
জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

১৯। আপনার পূর্বে পেশা কি ছিল ?
ক) কৃষি
খ) গৃহ কাজ
গ) চাকুরী
ঘ) ব্যবসায়
ঙ) কর্মহীন
চ) দিন মজুর
ছ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২০। আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?
ক) চাকুরী
খ) ব্যবসায়
গ) চাকুরী নিয়ে বিদেশ গমন
ঘ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

গ) ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

২১। প্রশিক্ষণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আপনি কোন ঋণ নিয়েছেন ?
ক) ঋণ নিয়েছেন খ) ঋণ নেয়নি
গ) ঋণ প্রক্রিয়াধীন ঘ) ঋণ নিতে অনিচ্ছুক

২২। যদি ঋণ নিয়ে থাকেন তবে কত বার এবং পরিমাণ কত? (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ)

ঋণের পরিমাণ				
	প্রাতিষ্ঠানিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক	গ্রুপভিত্তিক	বার
ক	৫০,০০০-৬০,০০০	৩০,০০০-৩৫,০০০	১০,০০০	১ম
খ	৬০,০০০-৮০,০০০	৩৫,০০০-৪০,০০০	১৫,০০০	২য়
গ	৮০,০০০-১,০০০০০	৪০,০০০-৫০,০০০	২০,০০০	৩য়
ঘ	-	-	৩৫,০০০-৫০,০০০	সফল

২৩। যদি ঋণ না নিয়ে থাকেন তবে কেন নেননি ?
ক) অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী
খ) ঋণ বিতরণে পদ্ধতিগত জটিলতা
গ) ঋণ নিতে অনিচ্ছুক
ঘ) ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল
ঙ) ঝামেলা বাড়ে
চ) সুদের হার বেশি
ছ) ঋণ পরবর্তী পরিশোধের সময় কম
জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

Dhaka University Institutional Repository

২৪। আপনি কোন ট্রেডে ঋণ নিয়েছেন ?
ক) গবাদি পশু খ) হাঁস মুরগী পালন
গ) মৎস চাষ ঘ) নার্সারি
ঙ) কৃষি বিষয়ক চ) মৎস্য চাষ
ছ) ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং
জ) সেলাই মেশিন
ঝ) কম্পিউটার বেসিক
ঞ) অন্যান্য(দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২৫। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ পাবার ক্ষেত্রে কি প্রতিবন্ধকতা আছে ?
ক) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
খ) ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু তদবীরের অভাব
গ) কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার অভাব
ঘ) কর্মকর্তাদের অসৎপন্থা অবলম্বন
ঙ) লিঙ্গ বৈষম্য
চ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২৬। ঋণের টাকা কি কাজে লাগিয়েছেন ?
ক) গবাদি পশু খ) হাঁস মুরগী
গ) মৎস্য চাষ ঘ) গৃহ নির্মাণ
ঙ) সবজি চাষ চ) বণ্ঢক-বটিক
ছ) সেলাই জ) কম্পিউটার
ঞ) ব্যবসায় ট) নার্সারী।
ঠ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন .....

২৭। আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন ?
ক) সরকারী ব্যাংক খ) বেসরকারী ব্যাংক
গ) এন.জি.ও ঘ) সমবায় সমিতি
ঙ) মহাজন ব্যক্তিগত পর্যায়
চ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২৮। যদি নিয়ে থাকেন তবে কেন নিয়েছেন ?
ক) ঋণের শর্ত সহজ
খ) অতিরিক্ত অর্থের যোগান
গ) যুব ঋণের কিস্তির টাকা সহজে পরিশোধের জন্য
ঘ) ভবিষ্যতে আরো লাভবান হওয়ার আশায়
ঙ) ঋণের টাকার পরিমাণ এবং দফা বেশি বলে
চ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২৯। ঋণ ঠিকমত পরিশোধ করেন কিনা ?
ক) নিয়মিত পরিশোধ করি
খ) অনিয়মিত পরিশোধ করি
গ) পরিশোধ করিনা
ঘ) নিরুত্তর

৩০। প্রশিক্ষণ গ্রহন ও ঋণ নেওয়ার পূর্বে আপনার আয়ের উৎস কি ছিল ?
ক) বাড়ী ভাড়া খ) চাকুরী
গ) দিন মজুর ঘ) খামার থেকে
ঙ) ব্যবসায় চ) আয় ছিল না।

৩১। বর্তমানে আপনার আয়ের উৎস কি কি ?
ক) বাড়ী ভাড়া খ) খামার থেকে
গ) ব্যবসায় ঘ) চাকুরী
ঙ) দিন মজুর
জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

৩২। বর্তমানে আপনার মাসিক আয় কত ?
ক) আয় নাই
খ) ১০,০০০-২০,০০০/- টাকা
গ) ২০,০০০-৩০,০০০/- টাকা
ঘ) ৩০,০০০-৪০,০০০/- টাকা
ঙ)৪০,০০০-৫০,০০০/- টাকা
চ) ৫০,০০০- ৬০,০০০/- টাকা
ছ) ৬০,০০০/- + টাকা
জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

৩৩। পূর্বে আপনার মাসিক আয় কত ছিল ?
ক) আয় নাই
খ) ৫,০০০-১০,০০০/- টাকা
গ) ১০,০০০-১৫,০০০/- টাকা
ঘ) ১৫,০০০-২৫,০০০/- টাকা
ঙ)২৫,০০০-৪০,০০০/- টাকা
চ) ৪০,০০০- ৫০,০০০/- টাকা
ছ) ৫০,০০০/- + টাকা
জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

৩৪। ঋণ গ্রহণের পরে আপনার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে ?
ক) সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত
খ) আর্থিক সচ্ছলতা লাভ
গ) সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে
ঘ) শিক্ষা দিক্ষায় অগ্রসরতা
ঙ) দারিদ্র বিমোচন
চ) আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে

৩৫। যুব সমাজের জন্য কিছু বলূন ?
ক) ..... খ) .....
গ) ..... ঘ) .....

আপনার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

গবেষক/উপাত্ত সংগ্রহকারির স্বাক্ষর
তাং

উপাত্ত দাতার স্বাক্ষর
তাং

Dhaka University Institutional Repository

ms‡hvRbx-5

গবেষনার শিরোনাম: বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন প্রকল্প: কতিপয় সরকারী রাজস্বভুক্ত প্রকল্পের উপর একটি সমীক্ষা

গবেষকের নাম: মোঃ এনামুল হক

রেজি: নং- ৬৮/২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ (নতুনভাবে)

তত্ত্বাবধায়কের নাম: মোহাম্মদ মহিউদদীন, পিএইচ.ডি

অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নমালা (প্রদত্ত তথ্য গোপনীয় শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)।

১। উত্তরদাতার নাম:

২। পদমর্যাদা:

৩। ঠিকানা:

৪। বর্তমানে আপনি কোন কর্মসূচীতে কর্মরত আছেন?
ক) দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি
খ) বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি
গ) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি
ঘ) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

৫। আপনি কোন প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?
ক) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি
খ) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

৬। আপনার প্রশিক্ষণের বিষয় কি ছিল?
ক) মৌলিক বিষয়ক
খ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ
গ) কমিউনিকেটিভ ইংলিশ লারনিং
ঘ) অর্থ ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা
ঙ) ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার
চ) আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম
ছ) আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক
জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন.....

৭। প্রশিক্ষণ আপনার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে কিনা?
ক) প্রয়োজন হচ্ছে খ) প্রয়োজন হচ্ছে না
গ) নিরুত্তর

৮। প্রশিক্ষণ আপনার কর্মক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর প্রয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে? সুনির্দিষ্ট করে বলুন
ক)..... খ).....
গ).....

৯। এই উপজেলায় এ কর্মসূচি কখন শুরু হয় ?
.....

১০। সর্বপ্রথম কোন কর্মসূচি দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয় ?
ক) প্রশিক্ষণ খ) ঋণ
গ) সচেতনতা বৃদ্ধি ঘ) সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি
ঙ) উদ্বদ্ধ করণ চ) প্রচার অভিযান

১১। সর্বপ্রথম কতজন প্রশিক্ষণার্থীকে (১টি ব্যাচে) প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সরকারীভাবে নির্দেশ ছিল?
ক) ১০-৩০ জন খ) ৩০- ৫০ জন
গ) ৫০-৭০ জন ঘ) ৭০- ৯০ জন
ঙ) ৯০-১১০ জন চ) ১১০+

১২। বর্তমানে ১ (একটি ব্যাচে) কতজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে
ক) ১০-৩০ জন খ) ৩০-৫০ জন
গ) ৫০-৭০ জন ঘ) ৭০-৯০ জন
ঙ) ৯০-১১০ জন চ) ১১০-১৩০জন
ছ) ১৩০-১৫০জন জ) ১৫০+জন

১৩। এই কর্মসূচির আওতায় কোন কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য বেশি গুরত্ব দেয়া হয়?
ক) গবাদি পশু, হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা।
খ) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক
গ) কৃষি বিষয়ক ঘ) নার্সারি
ঙ) ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং চ) সেলাই
ছ) কম্পিউটার বেসিক
জ) পোশাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান
ঝ) ইলেট্রনিক্স
ঞ) বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কার্টিং
ট) মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপিয়ারিং
ঠ) টুরিস্ট গাইড ণ) হস্তশিল্প
প) সমাজ সচেতনতা মূলক
ফ) জীবন দক্ষতা বিষয়ক
ব) গরু মোটাতাজাকরন ম) ছাগল পালন
য) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন) .....

Dhaka University Institutional Repository

১৪। একজন প্রশিক্ষাণার্থীকে সর্বোচ্চ কয়টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?

ক) ১-৫ খ) ৫-১০
গ) ১০-১৫ ঘ) যে যত নিতে ইচ্ছুক
ঙ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

১৫। কোন ধরণের শিক্ষাগত যোগ্যতার লোকজন প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে আসে ?

ক) অশিক্ষিত খ) ৫ম শ্রেণী-অষ্টম শ্রেণী পাস
গ) অষ্টম-এস.এস.সি পাস
ঘ) এস.এস.সি-এইচ.এস.সি পাস
ঙ) এইচ.এস.সি-বি.এ পাস চ) উচ্চতর ডিগ্রী

১৬। কোন বিষয়ের প্রতি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ বেশি থাকে ?

ক) গবাদি পশু, হাঁস মুরগী পালন, মৎস চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা
খ) নার্সারি গ) কৃষি বিষয়ক
ঘ) বণ্টক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং ঙ) সেলাই
চ) কম্পিউটার বেসিক
ছ) পোশাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান
জ) ইলেট্রনিক্স
ঝ) বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কার্টিং
ঞ) মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপিয়ারিং
ট) টুরিস্ট গাইড ঠ) হস্তশিল্প
ড) সমাজ সচেতনতা মূলক
ঢ) জীবন দক্ষতা বিষয়ক
ণ) যুব ক্ষমতায়ন
প) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

১৭। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, এছাড়া আর কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায় কি?

ক) করা যায় খ) যায় না গ) নিরুত্তর

২০। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী কি না?

ক) আগ্রহী খ) আগ্রহী না গ) নিরত্তর

১৮। যদি আগ্রহী হয়ে থাকেন, তবে কি ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে ভাল হয়?

ক) ..... খ) .....
গ) .....

১৯। প্রশিক্ষণ পরবর্তী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে অন্যান্য আর কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় ?

ক) ঋণ সহায়তা খ) অনুদান
গ) এককালীন নগদ অর্থ ঘ) কিছুই দেয়া হয় না
ঙ) কারিগরি সহায়তা
ঙ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
চ) সঠিক খাতে ঋণ ব্যবহার না করা/ উচ্চ হারে সুদ
ছ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২০। প্রশিক্ষণ শেষে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস হতে প্রশিক্ষাণার্থীদেরকে কোন ধরনের মনিটরিং এর ব্যবস্থা করেন ?

ক) সরেজমিনে গিয়ে খ) অফিস হতে সরাসরি
গ) বিশেষ কমিটির মাধ্যমে ঘ) করেন না
ঙ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২১। মনিটরিং করা না হলে তা কেন করা হয় না ?

ক) জনবলের অভাব খ) অর্থনৈতিক সংকট
গ) কর্তৃপক্ষের অনীহা ঘ) সময়ের অভাব
ঙ) দক্ষ জনবলের অভাব
চ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২২। প্রশিক্ষণ শেষে আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজে আত্মনিয়োগ না করার কারণ কী ?

ক) মূলধনের অভাব খ) চাকুরী লাভ
গ) বিদেশ গমন
ঘ) আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজে অনীহা
ঙ) যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত না হওয়া
চ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২৩। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে আনুমানিক কত শতাংশ আত্মকর্মসংস্থান মূলককাজে অংশ নিয়েছে ?

ক) ২০-৪০% খ) ৪০-৬০%
গ) ৬০-৮০% ঘ) ৮০+%

২৪। প্রশিক্ষণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে আত্মকর্মীদের যে পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করা হয় তা বাড়ানো প্রয়োজন আছে কী ?

ক) বাড়ানো প্রয়োজন খ) প্রয়োজন নেই
গ) নিরুত্তর

২৫। যদি প্রয়োজন হয় তবে কি পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন ?

ঋণের পরিমাণ				
ক	প্রাতিষ্ঠানিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক	গ্রুপভিত্তিক	বার
খ	১,০০০০০	৫০,০০০	২০,০০০	১ম
গ	১,৫০,০০০	৭৫,০০০	৩০,০০০	২য়
ঘ	২,০০০০০	১,০০০০০	৫০,০০০	৩য়
ঙ	৩,০০০০০	২,০০০০০	১,০০০০০	সফলদের জন্য

২৬। ঋণ আদায়ের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ ?

ক) ১০-৩০% খ) ৩০-৫০%
গ) ৫০-৭০% ঘ) ৭০-৯০%
ঙ) ৯০%(+) চ) আদায় নাই

২৭। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়লে তা কি কারণে বাড়ছে ?

ক)রাজনৈতিক সুপারিশের মাধ্যমে ঋণ
খ) কর্তৃপক্ষের সঠিক তদারকির অভাব
গ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মানসম্মত না হওয়া
ঘ) সফল আত্মকর্মী হতে না পারা

Dhaka University Institutional Repository

২৮। ঋণ প্রদান পরবর্তী ঋণ গ্রহিতাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে কোন পদ্ধতিতে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকেন ?

ক) সরেজমিনে খ) অফিস হতে
গ) বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঘ) দেয়া হয় না
ঙ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

২৯। যদি না হয় তবে কেন তা দেয়া হয় না ?

ক) অর্থনৈতিক সংকট
খ) দক্ষ জনশক্তির অভাব
গ) উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টির অভাব
ঘ) কর্তৃপক্ষের গাফিলাতি
ঙ) সমন্বয়ের অভাব
চ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

৩০। বর্তমানে চলমান কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে ?

ক) সরকারী বরাদ্দ কম খ) সমন্বয়ের অভাব
গ) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
ঘ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা ঙ) দুর্নীতি
চ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

৩১। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ?

ক) প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সমন্বয় সাধন
খ) নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা
গ) যথাযথ আইনী ব্যবস্থা নেয়া
ঘ) সরকারের সুদৃষ্টি
ঙ) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখা
চ) বীমার আওতায় আনা
ছ) প্রশিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষিত করা
জ) প্রশিক্ষিত যুবকদের যাদের জমি নেই তাদেরকে সরকারিভাবে জমি দান
ঝ) ঋণদান পদ্ধতি সহজতর করা
ঞ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

৩২। বর্তমানে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার কত শতাংশ সফল হয়েছে ?

ক) ১০-২০% খ) ২০-৩০%
গ) ৩০-৪০% ঘ) ৪০-৫০%
ঙ) ৫০-৬০% চ) ৬০-৭০%
ছ) ৭০(+)%

৩৩। সরকারি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পুরণ না হওয়ার কারণ কী ?

ক) সরকারি সহযোগিতার স্বল্পতা
খ) প্রশিক্ষিতকদের প্রশিক্ষণদানে আন্তরিকতার অভাব
গ) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানে দক্ষতার অভাব
ঘ) আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার না করা
ঙ) ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা না করা
চ) রাজনৈতিক প্রভাব
ছ) দুর্নীতি
জ) অন্যান্য (দয়া করে সুনির্দিষ্ট করে বলুন).....

৩৪। এই কর্মসূচীকে আরো ফলপ্রসু ও বাস্তবমূখী করতে আপনার মতামত দিন ?

ক) .....
খ) .....
গ) .....
ঘ) .....

আপনার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

___ _____
গবেষক/উপাত্ত সংগ্রহকারির স্বাক্ষর
তাং

_____
উপাত্ত দাতার স্বাক্ষর
তাং

MšcwÄ

Akter, Tahmina & Ragina, Sultana (1993), "Youth in Bangladesh: Problem and Prospects", *The Journal of Social Development,* vol. 8, no. 1, I.S.W.R: Dhaka University.

Ali, Md. Easin, et al. (1999), *Impact of Skill Development Training on Pro-Active Rural Youths for Their Self-Employment in CVDP Villages,* Comilla: Bangladesh Academy for Rural Development.

Ali, Md. Easin, et al. (2003), *Impact of Youth Development Programmes on Human Development in Chittagong Division: An Evaluation,* Comilla: Bangladesh Academy for Rural Development.

Ali, Zulfiqar (2002), *Contribution of Self-employment Project of the Department of Youth Development to National Income: An Analysis,* Savar: National Youth Centre, DYD.

Allen, Louis A. (1958), *Management and Organisation*, McGraw Hill, Tokyo.

Atal, Yogesh (2002), *The Poverty Question: Search for Solutions*, Jaipur: Rawat Publications.

Bangladesh Bureau of Statistics (2010), *Statistical Yearbook of Bangladesh 2009*, 29th edition, Dhaka.

Bhattacharjee, Durgadas (1987), "Effectiveness of a Training Programme in Secretarial Science and Typing for the Unemployed Youth in Bangladesh: An Empirical Study", *The Dhaka University Studies,* part-C, vol. 8(2).

Brahmakumaris (2004), *Positive Change-A Course Specially Designed for the Youth,* Ahmedabad: Youth Wing of Brahmakumaris.

Carpenter, Mason (2009), *Principles of Management,* Prentice Hall, USA.

Drucker, P (1967), The Effective Executive, New York: Harper & Row).

Feroz, R.A. (2012), *Drug Abuse in Bangladesh,* The News Today, 07 September, Dhaka.

French, Wendell (1997), *Human Resource Management*, 3rd Edition, First Indian Edition, University of Washington, USA.

Gajanayake, S. and J. (1993) Community Empowerment: a participatory training manual on community project development. *Office of International Training and Consultations*, Illinois, USA.

Goetz, M. & Gupta, S.R. (1996), *Who Takes The Credit? Gender Power and Control Our Loan Use in Rural Credit Power in Bangladesh*, World Development, 24(1), p 45-64.

Griffin, Ricky W. (2006), *Management*, 8th Edition, Houghton Miffin Company, Boston, New York, USA.

Haque, Md. Maqsodul (2013), *Youth Self-employment Programme in Rural Bangladesh,* Dhaka: Osder Publications.

Heredero, J.M. (1977): *Rural Development and Social Change,* Monohar Publications.

International Labour Organization (1991), *Self-employment Programmes in Bangladesh: Experience of Selected Organizations,* Dhaka: ILO Bangladesh Country Office.

Islam, K.M. Nabiul (2004), *Evaluation of DYD Programme in Socio-Economic Development and Poverty Reduction in Bangladesh,* Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies.

Islam, Rafiqul (1999), *Educated Unemployment Problem in Bangladesh: A Sociological Study,* Dhaka: Ahmed Publishing House.

Khan, Abdur Rob (1983), "Economic Aspects of the Lives of Youth in Bangladesh", *ESCAP Country Monograph on the Profile of Youth of Bangladesh,* Bangkok: United Nations.

Khan, Abdur Rahim (2005), "Are Youths moving forward? A Bangladesh Perspective", *Youth in Transition – The Challengers of generational change in Asia,* ed. by Fay Gale and Stephanic Fehey, Bangkok: The Association of Asian Social Science Research Council.

Khan, Abdur Rahim & Rowsonazzaman, Mir Md. (1985), *Role of Youths in National Development,* Dhaka: Social Science Research Council.

Mia, Ahmadullah (1985), "Youth in Distress: A Psycho-social Analysis of Youth Unemployment in Bangladesh", *Social Science Review-The Dhaka University Studies,* part-D, vol. 2, no. 2.

Milkovich, George T. & Boudreau, John W. (1997), *Human Resource Management*, 8th Edition, Times Mirror, Higher Education Group.

Paul, S. (1987): *'Community Participation in Development Projects',* World Bank Discussion Paper, No.6.

Pretty J. N. (1995) *Regarding Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self Reliance*. Earth Scan Publications, London.

Rahman, Mahfuz (2013), *The Daily Star*, Dhaka.

Rahman, Md. Arifur (2001), "Socio-economic Needs of the Young People and the Role of Thana Resource Development and Employment Project: A Case Study of Kawkhali Thana, Pirojpur District", *An Unpublished M.phil Thesis,* Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi.

Sadeque, Mohammed (1978), *A Study of the Educated Rural Youth*, Rajshahi: Department of Social Work, Rajshahi University.

Salehuddin, A. & Hakim, M.A. (2004), Attacking Poverty with Micro-credit, University Press Limited, Dhaka.

Samad, Dr. Quazi Abdus & Rahman, Md. Lutfor (2001), *To Assess and Ascertain the Benefit of Different Loan Programme of the Department of Youth Development and Compare with Those in the Government Banking System for Drawing a Comparative Picture,* Savar: National Youth Centre.

Shelly, Dr. Mizanur Rahman (1979), *Youth Power*, Bangladesh Government Press, Dhaka.

Sultana, Salma (1997), "The Human Resource Development Activities of Young Women of Department of Youth Development" *An Unpublished PGDPM Term Paper,* Dhaka: Bangladesh Institute of Management.

Terry, George R. & Franklin, Stephen G. (1994), Principles of Management, 8th Edition, AITBS Publishers and Distributors, USA.

The Daily Star (2013), *Drug Abuse Alarmingly Missing in Bangladesh,* 14 August, Dhaka.

The Dhaka Tribune (2014), *Childhood in the Illusive Trap of Drug,* 18 January, Dhaka.

United Nations (1975), *Popular Participation in Decision Making for Development*. UN Department for Economic and Social Affairs, New York.

United Nations (1998), *The United Nations Youth Agenda "*The World Programme of Action for Yough – A Blue Prient for Action", New York.

Weihrich, Heinz & Koontz, Harold (2005-06), *Management: A Global Perspective,* Eleventh Edition, McGraw Hill Education (Asia), Singapore, 2005-06.

Yunus, M. (2007), Creating a World without Poverty, Yunus Centre, Dhaka.

about.com (2015), *Employment* [Online] Available from: http://humanresources.about.com/od/glossarye/g/employment-job.htm

ASA, [Online] Available from: http://www.asa.org.bd/

BRAC, [Online] Available from: http://www.brac.net/

Grameen Bank, [Online] Available from: http://www.grameen-info.org/

MIDAS, [Online] Available from: http://www.midas.org.bd/

Study.com (2015), *Vocational Training* [Online] Available from: http://study.com/vocational_training.html

Wikipedia (2015), *Credit (finance)* [Online] Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_(finance)

Wikipedia (2015), *Microcredit* [Online] Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit

Wikipedia (2015), *Self-employment* [Online] Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment

Wikipedia (2015), *Training* [Online] Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Training

আহমদ, ড. এমাজ উদ্দিন (১৯৮৫), "জাতীয় উন্নয়নে যুব শক্তির ব্যবহার ও সরকারী নীতি", heRxeb evsjv‡'k, ঢাকা।

আহমেদ, অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন (১৯৯৫), "জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা", RvZxq he w'em̊95 D'hvcb Dcj‡ÿ¨ he Dbqb Awa'ßi KZK Av‡qwRZ †mwgbv‡i DÌwcZ wK †bvU †ccvi, ঢাকা।

ইসলাম, মোঃ নুরুল ও ইসলাম, মুহাম্মদ শরীফুল (১৯৯৫), "যুব বেকারত্ব ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", Dbqb weZK, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।

ইসলাম, মোঃ শহীদুল (২০১৩), “দারিদ্র বিমোচনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির ভূমিকাঃ সাভার উপজেলার একটি কেস স্টাডি”, AcKwkZ wcGBP.wW Awfm›`f, সাভারঃ সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

খান, মিজানুর রহমান (২০১৫), “দেশেই ‘কঠিন, নোংরা ও বিপৎসংকুল’ চাকরি চাই”, ˆ`wbK c_g Av‡jv, ১০ আগস্ট, ঢাকা।

চৌধুরী, মুহঃ আল-আমীন (১৯৯৬), যুব অঙ্গন, সাভারঃ গণমুদ্রণ লিঃ।

জাতীয় যুব নীতি (২০০৩), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

তাহের, ড. মোঃ আবু (১৯৯২), “যুবসমাজ ও জাতীয় উন্নয়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত”, w` RvbvJ Ae †mvkvj †W‡fjc‡g›U, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাহের, ড. মোঃ আবু (২০০৫), “যুবসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ প্রেক্ষিত একবিংশ শতাব্দি যুব উন্নয়ন বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন” জাতীয় যুব কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

বারাকাত, ড. আবুল (১৯৯৩), “বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুবকদের সাবলম্বীকরণ প্রক্রিয়া”, ˆ`wbK msev`, ঢাকা।

বাংলাদেশের সংবিধান (২০১১), পঞ্চদশ সংশোধনী, ঢাকাঃ লিপি ল’বুক হাউজ।

মাহদী, মাসুদ আল (২০০০), “একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবসমাজের ভূমিকা” ¯§iwYKv, ঢাকাঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

মোমেন, মোঃ আব্দুল (২০০৬), heK‡gi Av‡`¨vcvšÍ, ঢাকাঃ শুদ্ধস্বর প্রকাশনী।

হুসাইন, মোঃ এমরান (১৯৯৬), “বাংলাদেশের যুব উন্নয়নঃ একটি পর্যালোচনা”, he msL¨v, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪), he Dbqb Awa`ß‡ii Kvhµg, ঢাকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪), “সফল যুবদের কথা জাতীয় যুব দিবস ২০১৪” যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৪), “যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম”, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (২০১৫), “যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম”, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৩), RvZxq hebxwZ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৪) “সফল যুবদের কথা”, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

রহমান, এস.এম. ওয়ালিউর (১৯৯৪) “সম্পাদকীয়”, RvZxq he w‘em©94 cwZ‡e‘b, ঢাকাঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

রায়, ড. মিহির কুমার (২০০৮), “ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত গবেষণার সুপারিশমালা বাস্তবায়ন কৌশল”, যুব উন্নয়ন বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলনে প্রকাশিত, জাতীয় যুব কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

পরিকল্পনা কমিশন (২০১২), lô cÂewl K cwiKíbv 2011-2015, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা।

হক, এম. নুরুল (২০০৮), “জাতীয় যুব কেন্দ্রর উদ্যোগে সম্পাদিত চারটি গবেষণার উপর একটি পদ্ধতিগত সমীক্ষা বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ যুব উন্নয়ন বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন” জাতীয় যুব কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

হাফিজ, হেলাল (১৯৬৯), “নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়” কবিতা সংকলন থেকে উদ্ধৃত, ঢাকা।